নূতন শিক্ষা

প্রহ্লাদ কুমার প্রামানিক

নূতন শিক্ষা

[প্রাথমিক বুনিয়াদী শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার
রীতিনীতি ও পাঠ্যসূচী]

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক
সম্পাদিত

ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা

থাকিবে। ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যের বিবরণী সংক্রান্ত রেকর্ড বা কার্ড রাখিতে হইবে। এবং বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের জন্য জলযোগের ব্যবস্থা-ও রাখিতে হইবে।

১৬। প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন বিদ্যালয়ে কাজ হইবে। স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা অনুসারে হয় সকালে, নয় দুপুরে দিনে একবার মাত্র স্কুল বসিবে। দৈনিক স্কুলের সময় নিচের দুইটি শ্রেণীর জন্য চারি ঘন্টার অধিক এবং উপরের শ্রেণীগুলিতে পাঁচ ঘণ্টার অধিক হইলে চলিবে না।

১৭। উক্ত সময়ের মধ্যে নিচের তিন শ্রেণীতে শিক্ষাসূচীর সক্রিয় অংশের জন্য ২½ ঘণ্টা এবং সাহিত্যিক অংশের জন্য ১½ ঘণ্টা ব্যবহৃত হইবে।

১৮। (ক) প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরের শেষে বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাত্রছাত্রীদের কোনো সাধারণ পরীক্ষা গৃহীত হইবে না। বিদ্যালয়ের রেকর্ড এবং পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়াই প্রাথমিক স্তরের শেষে ছাত্রছাত্রী-দিগকে বিদ্যালয় হইতে বিদ্যালয়ত্যাগকালীন পরিচয়পত্র দেওয়া হইবে। বর্তমানে যে প্রাথমিক শেষ পরীক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাকে আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিবর্তন করিয়া বিদ্যালয়গুলিতে আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।

(গ) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেকর্ড ও ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত বিদ্যালয়ত্যাগকালীন পরিচয়পত্র ছাড়াও প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা তাহার প্রধান শিক্ষক তাঁহাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য যেরূপ পরীক্ষা উপযোগী বা সমীচীন ভাবিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে পারিবেন—সেরূপ স্বাধীনতা তাঁহাদের থাকিবে।

১৯। পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য গরীব এবং গুণী ছাত্রছাত্রীদিগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরের শেষে একটি বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে।

২০। অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষার পরিকল্পনা আগামী অনধিক বিশ বৎসরের মধ্যে সমগ্র প্রদেশে পরিপূর্ণ রূপে কার্যকরী করা হইবে।

২১। বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে যথাসম্ভব সত্বর পঞ্চবার্ষিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করা হইবে।

২২। অপচয় নিরোধের উদ্দেশ্যে, যে সকল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয়ে প্রথম বৎসর পড়িয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ে আসিতে বাধ্য করিবার জন্য সরকার অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

২৩। অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্থান নির্বাচন করিবার সময় যেখানে স্থানীয় সহযোগিতা, ভূমি বা অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে এবং যেখানে প্রয়োজন অধিক মনে হইবে, সেই সকল স্থানকেই অধিকতর উপযোগী মনে করা হইবে।

২৪। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ে সমস্ত নবাগত শিক্ষকরা যাহাতে অন্তত পক্ষে ম্যাট্রিক পাশ হন, সে দিকে জোর দিতে হইবে। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বয়স সাধারণত অন্যূন ২৫ বৎসর হওয়া চাই। তাঁহাকে অভিজ্ঞ এবং 'ট্রেন্‌ড্' উভয়ই হইতে হইবে।

২৫। শিক্ষকদিগকে এক বৎসরকাল ট্রেণিং লইতে হইবে। সেই সংগে কিছুদিন বিদ্যালয়ে কাজ করিবার পর আবার আরো ছয় মাসের জন্য ট্রেণিং লইবার ব্যবস্থা থাকিবে। ট্রেণিংএর ধরণটি এমনই হইবে যে, সাধারণ বিদ্যায় শিক্ষকদের যে অভাব ছিল, তাহা ঘুচিবে ; তাঁহারা শিশুদের চরিত্র সম্বন্ধে গভীর দৃষ্টি লাভ করিবেন ; এবং শিল্প কার্যেও তাঁহাদের নৈপুণ্য জন্মিবে।

২৬। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা-সম্পন্ন প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষকদের বেতন ক্রমবর্ধমান হারে মাসিক সর্বনিম্ন চল্লিশ টাকা হইবে ; উহা ছাড়া অন্যান্য ভাতাও থাকিবে। প্রধান শিক্ষকরা সহকারী শিক্ষকদের মূল

কমিটি বিভিন্ন বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা ও গবেষণার পরে ১৯৪৯ সালের মে মাসে নয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের স্থপারিশ করিয়া একটি রিপোর্ট দাখিল করেন। নয়া শিক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হইবে, এবং তাহার প্রয়োজন এমন অনিবার্য কেন, তাহা এই রিপোর্টে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বিদ্যালয়ী শিক্ষা কমিটির স্থপারিশগুলিকে প্রাদেশিক সরকার মোটামুটি-ভাবে গ্রহণ করিবেন, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

আমরা তাই জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই পুস্তকে বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটির রিপোর্ট ও তাঁহাদের প্রস্তাবিত শিক্ষাস্থচী দিতেছি।

বর্তমানে শিশু বা বালকবালিকাদের বিদ্যালয়ী শিক্ষার যেমন গুরুত্ব রহিয়াছে, সেইরূপ বয়স্কদের শিক্ষার-ও প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। বিশেষত, দেশে বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তিত হওয়ায় নিরক্ষর বয়স্কদের-ও শিক্ষালাভ অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। সরকারী জন শিক্ষা বিভাগ-ও বয়স্কদের শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। তাই বয়স্ক-শিক্ষার শিক্ষাস্থচী-ও আমরা এই পুস্তকের শেষে দিতেছি।

এই শিক্ষা স্থচী ১৯৪৮ সালে জুলাই মাসে জন-শিক্ষা কমিটী কর্তৃক গৃহীত হয়। উক্ত শিক্ষা কমিটীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ছিলেন ঃ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, (সভাপতি), অধ্যাপক অনাথনাথ বসু, শ্রীবিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, শ্রীবিলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ডক্টর ধীরেন্দ্রমোহন সেন, শ্রীহেমন্তকুমার বসু, শ্রীঈশ্বরচন্দ্র মাল, জনাব জসিমউদ্দিন আহম্মদ, শ্রীজ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, শ্রীকৃষ্ণধন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়, মিসেস মণিকা গুপ্তা, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীরাধানাথ দাস, জনাব রেজাউল করিম, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ডক্টর স্নেহময় দত্ত, শ্রীসুরেশচন্দ্র দেব, ডক্টর ডি. এন. মৈত্র ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, (কমিটির সম্পাদক)।

নূতন শিক্ষা

পশ্চিম বংগ বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতি কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণী

প্রাথমিক পরিচয়

এই প্রদেশের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন করিবার প্রয়োজন বহু দিন হইতেই দেখা দিয়াছে। উক্ত পুনর্গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া একটি বিবরণী পেশ করিবার নিমিত্ত পশ্চিম বংগ সরকারের শিক্ষা বিভাগ গত ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল তারিখে গৃহীত শিক্ষা সংক্রান্ত ১২৬৪ নম্বর প্রস্তাব অনুসারে একটি বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির ক্ষমতা ছিল নিম্নলিখিত রূপ ঃ

(এক।) এই কমিটিকে একদিকে শিশুদের সাধারণ সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা এবং অন্যদিকে ভবিষ্যতে কোনো হস্ত চালিত শ্রমশিল্পে বা কোনো নিজস্ব স্বাধীন উৎপাদনশীল ব্যবসায়ে তাহাদের নিযুক্ত হইবার সম্ভাবনা, এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাথমিক অবস্থায় তাহাদের উপযোগী একটি শিক্ষা-সূচীর উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। এবং সেই প্রসংগে ঃ

(১) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা চলে, তাহার পরামর্শ দিতে হইবে—

(ক) এইরূপ শিক্ষাদানের উপযোগী বিদ্যালয়সমূহ কিরূপ স্থানে, কিরূপ সংখ্যায়, এবং কিরূপ তত্ত্বাবধানে গঠিত হইবে ;

(খ) পাঠ্যতালিকা অনুযায়ী শিক্ষাদান শেষ হইলে ছাত্রদের অর্জিত জ্ঞান সম্পর্কে কি ভাবে পরীক্ষা গৃহীত হইবে ;

(গ) যে সকল ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক, পরবর্তী শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগকেই বা কিভাবে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইবে ; এবং

(২) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরগুলির মধ্যে কিরূপে প্রতিষ্ঠানগত বা শিক্ষা-সূচীগত যোগাযোগ রাখা যাইবে।

(দুই।) এক দিকে ছাত্রদের সাধারণ সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থার দিকে এবং অন্য দিকে বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন শক্তি বা বিভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ছাত্রের উপযোগী বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা-সূচীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের জন্য শিক্ষা-সূচীর উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। এবং সেই প্রসংগক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও পরামর্শ দিতে হইবে :

(ক) কোন স্তর হইতে কখন বিশেষ পাঠ (specialisation of studies) আরম্ভ হইবে ;

(খ) এই বিশেষ পাঠের জন্য কি কি ব্যবস্থা বা উপায় অবলম্বন করিতে হইবে ; অর্থাৎ একই ধরণের বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইবে কিংবা বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়ে সাধারণ সুশিক্ষার উপযোগী কোনো একই ধরণের শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং সেই একই ধরণের শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে ছাত্রদের বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন শক্তি বা বিভিন্ন কর্মজীবনের প্রয়োজান অনুসারে বিভিন্ন বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে ;

(গ) বিভিন্ন সময়ে গৃহীত পরীক্ষা কিংবা উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য, বৃত্তি-মূলক কলেজে ভর্তি হইবার জন্য, বা কৃষি, শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ে উচ্চতর পাঠের জন্য ছাত্রদের ক্ষমতা যাচাই করিবার উদ্দেশ্যে গৃহীত পরীক্ষা, সেগুলি কিরূপ হইবে।

(তিন) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কেও আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে :

(১) সর্ব প্রকার প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজি ভাষার স্থান কি হইবে ;

(২) প্রাচীন (ক্ল্যাসিক্যাল) ভাষার কি ব্যবস্থা হইবে ; এবং

(৩) মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষা-সূচীতে হিন্দী ভাষাই বা কিভাবে প্রবর্তিত করা হইবে ; এবং পূর্বোক্ত ভাষাগুলি কখন কোন স্তরে বা স্তরগুলিতে উপযুক্ত ভাবে প্রবর্তন করা চলিবে।

(চার।) মাধ্যমিক শিক্ষা-সূচীগুলির সহিত সেই স্তরের রোজগারি (vocational) বা কারিগরি (technical) বিদ্যালয়গুলির শিক্ষা-সূচীগুলির সাম্য কিরূপে বজায় রাখা যাইবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। এবং সেই প্রসংগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হইবে :

(ক) যে সকল ছাত্রের বিকাশলাভে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহাদের ক্ষেত্রে কিরূপ বয়সের মধ্যে বা কোন কোন শ্রেণীতে এক প্রকারের বিদ্যালয় হইতে অন্য প্রকারের বিদ্যালয়ে স্থানান্তর করা চলিবে ; এবং

(খ) যাহাতে এক প্রকারের বিদ্যালয় হইতে অন্য প্রকারের বিদ্যালয়ে স্থানান্তর চলিতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন ধরণের বিদ্যালয়গুলিতে কিভাবে অনুরূপ পাঠ্যতালিকা রাখিতে হইবে।

(পাঁচ।) বর্তমান 'ইণ্টারমিডিয়েট' স্তরটি হাই-স্কুলের কিম্বা কলেজের পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে।

(ছয়।) ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ইংরাজি শিক্ষা বিধিতে যেরূপ ব্যবস্থা ছিল বা ১৯৪৬ খৃস্টাব্দে মহীশূরে শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতির দ্বাদশ

অধিবেশনে যেরূপ সুপারিশ ছিল, সেইরূপ নীতি বা ধর্মমূলক শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা থাকিবে কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। যদি থাকে, তবে এইরূপ শিক্ষাদানকালে কিরূপ পাঠ্য-তালিকা বা পাঠ্যতালিকাগুলি অনুসৃত হইবে।

২। কথা ছিল, এই বিদ্যালয় শিক্ষা সমিতির কার্য ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১লা মে হইতে কাজ আরম্ভ করিবে এবং ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের জুন মাসের শেষাশেষি রিপোর্ট পেশ করিবে। কিন্তু সমস্যাগুলি অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী হওয়ায় এবং কাজের গুরুত্ব অধিক থাকায় শিক্ষা সমিতির বা বিভিন্ন নিম্নতর সমিতিগুলির ঘন ঘন অধিবেশন হওয়া সত্ত্বেও নির্ধারিত সময়ের পূর্বে এই বিবরণী দাখিল করা সম্ভব ছিল না। বস্তুত পক্ষে, সরকারী প্রস্তাবে যে পরিমাণ সময় লাগিবে মনে করা হইয়াছিল, তাহা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন বিষয়ে কোনো নির্ভুল পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা-সূচী ও পাঠ্যতালিকা প্রস্তুতির মতো জটিল সমস্যা সম্পর্কে যথাযথ আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

১৯৪৮ খৃস্টাব্দের ১৪ই মে তারিখে এই সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। এই প্রদেশের সম্মুখে বর্তমানে শিক্ষা সংক্রান্ত কি কি গুরুতর সমস্যা রহিয়াছে, সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সভাপতি একটি অভিভাষণ দেন। সর্বসমেত এই সমিতির বত্রিশটি অধিবেশন হয়। প্রাথমিক শিক্ষা-সূচী সাব-কমিটির পঁচিশটি। মাধ্যমিক শিক্ষা-সূচী সাব-কমিটির তিনটি এবং কারিগরি শিক্ষা সাব-কমিটির একটি অধিবেশন হয়। এই প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিধির সংশোধন সম্পর্কে নিযুক্ত সাব কমিটির কাজ এখনো শেষ হয় নাই।

৩। **বিদ্যালয়ী শিক্ষার অসন্তোষজনক অবস্থা**—কমিটির সমক্ষে স্বভাবত সর্বাপেক্ষা জরুরী প্রশ্ন ছিল একটি সার্বজনীন এবং অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন—যে প্রবর্তনকে বিলম্বিত করা আর আদৌ উচিত হইবে না। উক্ত সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার মতোই কমিটির

নিকট গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রাথমিক শিক্ষাদানের ধারা। এই প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষায়তনগুলির বাহিরে যে সংখ্যক শিশুদের দেখা যায়, তাহা বিবেচনা করিলে এই সমস্যার আশু গুরুত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। বর্তমান গণনা হিসাবে পশ্চিম বংগের লোকসংখ্যা দুই কোটি পঁচিশ লক্ষ। ৬ হইতে ১১ বৎসর পর্যন্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা দেশে প্রায় বাইশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। (অবশ্য, সাম্প্রতিক এডুকেশন সার্ভের রিপোর্ট অনুসারে এই সংখ্যা ৪১,৭২,১৭৫; এই সংখ্যাটি, স্পষ্টত, অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়।) কিন্তু এই সাড়ে বাইশ লক্ষ স্কুলে-যাওয়ার-বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র প্রায় এগারো লক্ষ ছেলেমেয়ে স্কুলে যায়। সেই সংগে সময়ের অপচয় এবং একই ক্লাশে আটক থাকার পরিমাণও অত্যন্ত বেশী। অপচয়ের পরিমাণ শতকরা ৮৫, এমন কি, তাহারও বেশী। সুতরাং, কমিটির সমক্ষে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির আমূল পরিবর্তনের প্রশ্নটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভাবে দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি "সক্রিয় শিক্ষার" উপযোগী কতিপয় পাঠ্যতালিকাও প্রস্তুত হইয়াছে। আশা করা যায়, এই সক্রিয় শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা প্রাথমিক বা বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের ধারায় একটি আমূল পরিবর্তন আসিবে এবং ছাত্ররা সন্তোষজনক-ভাবে সামাজিক ও নাগরিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষাতেও বিদ্যালয়বর্হিভূত বালকবালিকার সংখ্যাধিক্যের প্রশ্ন যেমন রহিয়াছে, তেমনি রহিয়াছে বর্তমান সংকীর্ণ সাহিত্যমূলক শিক্ষাদানের প্রশ্ন। এই শিক্ষা ছাত্রদের ভিন্নতর রুচি, ভিন্নতর শক্তি, বা ভিন্নতর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়া হয় না, হয় প্রধানত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া। এখানে অবিলম্বে এমন একটি স্বয়ম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হইবে, যাহা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনেরই খোরাক যোগাইবে না, যাহা দেশের তরুণদের শক্তি সামর্থ্যকে বিভিন্ন ধারায় বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নব নব পথের সন্ধান করিয়া দিবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাক্-প্রাথমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষা

প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষা।—প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করিবার পূর্বে কমিটি আলোচনা করিয়া দেখেন যে, কিণ্ডারগার্টেন বা নার্সারি স্কুলগুলির মতো প্রাক্-প্রাথমিক বা প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য সরকার কি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কতিপয় সদস্য বলেন যে, সরকার কর্তৃক অবৈতনিক প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে; কারণ, যে বয়সে শিশুরা ঐ সকল স্কুলে পড়ে, তাহা তাহাদের জীবনে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতবর্ষের অধিকাংশ গৃহেই কোনো সন্তোষজনক শিক্ষার সুযোগ সুবিধা শিশুদিগের নাই। যাহাই হউক, কমিটি এ বিষয়ে প্রধানত ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ওআর্ধা এডুকেশন কমিটির সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করিতে স্থির করেন। দ্বিতীয় ওআর্ধা এডুকেশন কমিটির সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, নার্সারি বা শিশু-বিদ্যালয়গুলিতে প্রাক্-বুনিয়াদী শিক্ষার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু অর্থের এবং নিপুণা শিক্ষয়িত্রীদের অভাব থাকায় বাধ্যতামূলক ভিত্তিতে এই ব্যবস্থার প্রবর্তন সম্ভব নহে। লোকে যাহাতে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া এই সকল উপযুক্ত ধরণের প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির প্রবর্তন করেন, সেদিকে প্রথমত প্রাদেশিক সরকারগুলিকে লক্ষ্য দিতে হইবে; অতঃপর অর্থ সাহায্য পাইয়া যাহাতে এই সকল উপযুক্ত ধরণের প্রাক্-বিদ্যালয়ী প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিতে পারে, সে দিকেও সরকারকে জোর দিতে হইবে।

প্রাথমিক শিক্ষা। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য অত্যন্ত সংকীর্ণ—কোনো প্রকারে অক্ষর পরিচয় ঘটানো। কিন্তু এমন কি এই অক্ষর পরিচয়েও চার বৎসর ধরিয়া শিক্ষালাভের পরেও অধিকাংশ ছাত্রই সাফল্য লাভ করে না। কমিটি মনে করেন, পশ্চিম বংগ প্রদেশের প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষার

উদ্দেশ্য হইবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশ করিবার জন্য এবং সন্তোষজনক সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য, একটি সর্বগ্রাহী শিক্ষা দানের ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা।

প্রাথমিক শিক্ষার সময় এবং ছাত্রদিগকে ভর্তি করিবার বয়স। প্রদেশে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কালের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ইহা বর্তমানে সাময়িকভাবে ৫ বৎসর (৬—১১) হইবে। অবশ্য, (৬—১৪) বৎসর বয়স্ক ছেলেমেয়েদের বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাকে দুইটি স্তরে শেষ করাই চূড়ান্ত লক্ষ্য হইবে। প্রথম স্তর (৬—১১) নিম্ন বুনিয়াদী ; এবং দ্বিতীয় স্তর (১১-১৪) মধ্য বা উচ্চ বুনিয়াদী। তবে অর্থাভাবের জন্য এই পরিকল্পনা বর্তমানে গ্রহণ করা সম্ভব নহে। প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হইবার সর্বনিম্ন বয়স সম্পর্কে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, ৬ বৎসরই ভর্তির পক্ষে স্বাভাবিক বয়স হইলেও পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুদেরও ভর্তি হইবার বাধা থাকিবে না। কমিটি মনে করেন, বাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে পাঁচ বৎসর বয়সেই শিশুদের বিদ্যারম্ভের নিয়ম থাকায়, (১৯৪৪-এর আইন অনুসারে ইংলণ্ডেও তাহাই হয়) এবং বর্তমান শিক্ষাসূচী 'সক্রিয়' হওয়ায়, যদি পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভ হয়, তবে তাহাতে শিশুদের উপর অধিক চাপ পড়িবে না ; এক বৎসর অনর্থক বিলম্ব করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা-ক্ষেত্র হইতে দূরে রাখাও যুক্তিযুক্ত হইবে না।

সহ-শিক্ষা। সমগ্র প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরে কমিটি সহ-শিক্ষারই সমর্থন করেন এবং এই সময়ে বালকবালিকাদের একই বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করায় কমিটি দোষের কিছুই দেখেন না। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে সহ-শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুতের জন্য কমিটি সুপারিশ করেন যে, যথাসম্ভব অধিকসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিতে হইবে। স্বভাবতই পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরা এই সকল শিশুর দায়িত্ব গ্রহণের পক্ষে অধিক

উপযুক্ত। সুতরাং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে তাঁহাদের সংখ্যা যতোই অধিক হয়, ততোই মংগল।

সৃজনমূলক কাজ এবং কারিগরি।—এই নূতন ধরণের প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলি "সক্রিয় বিদ্যালয়" হওয়ায় এখানে সৃজনমূলক কাজ এবং কারিগরির জন্য প্রচুর পরিমাণে সুযোগ সুবিধা দেওয়া প্রয়োজন মনে হয়। এবং এই কাজ ও কারিগরিকেই কেন্দ্র করিয়া শিক্ষা পদ্ধতি গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। কমিটির মত এই যে, প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরে কেবল একটি মাত্র বুনিয়াদী কারিগরি থাকিলেই চলিবে না, বিভিন্ন প্রকারের কর্ম পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে অর্থাৎ উচ্চতর বুনিয়াদী স্তরে শিক্ষণীয় উৎপাদনশীল বুনিয়াদী কারিগরির বা কারিগরিগুলির জন্য এই বিভিন্ন প্রকারের কার্য-পদ্ধতি ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত প্রস্তুত করিয়া তুলিবে। নিম্নলিখিত সৃজনমূলক কার্য এবং কারিগরিগুলিকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা-সূচীর অন্তর্ভুক্ত করিবার পক্ষে যথোপযুক্ত ভাবা হইয়াছে :—

সৃজনমূলক কার্যাবলী :—কাগজ কাটা এবং কাগজের কাজ ; অংকন এবং চিত্রণ ; মাটির জিনিষ ; পুতুল গড়া ও খেলনা তৈয়ার করা ; পাতার এবং বাঁশের কাজ করা , ইঁট এবং খড় দিয়া খেলা ঘর তৈয়ার করা ; সৃজনমূলক খেলাধূলা করা ; নাট্যাভিনয়, মূক অভিনয়, নৃত্য-গীত ইত্যাদি করা।

কারিগরি :—সূতা কাটা ও কাপড় বোনা ; কৃষি ও উদ্যান-রচনা ; তৎসহ পক্ষী পালন, ফলমূল ও শাকসব্জী উৎপাদন ; কাঠ এবং কার্ড বোর্ডের কাজ করা ; কাগজ তৈয়ারী করা ; চামড়ার কাজ করা ; মাটির জিনিষ এবং হাঁড়ি কলসী গড়া ; গৃহশিল্প, ও তৎসহ সূচের কাজ করা, কাপড় কাচা ইত্যাদি।

এবং সেই সংগে এমন সকল কাজ বা কারিগরি করিতে হইবে, স্থানীয় আবহাওয়া বা সুযোগসুবিধা যেগুলির পক্ষে উপযোগী। অবশ্য, সেগুলির মধ্যে ছাত্রদের শিক্ষালাভের সম্ভাবনা বা আত্মবিকাশ লাভের সুযোগ থাকা চাই ;

সেগুলির সংগে যেন জীবনের স্বাভাবিক যোগাযোগ থাকে। কমিটি স্থির করেন যে, আর্থিক বা সাংগঠনিক কারণে সাধারণত প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনটির অধিক কারিগরি প্রবর্তন করা চলিবে না।

এমনও সুপারিশ করা হয় যে, সংস্কৃতিগত কোনো কোনো বিষয় যদি সহজে সৃজনমূলক কাজ বা কারিগরির সহিত সংযুক্ত করিতে পারা না যায়, তবে ছাত্রদের সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

একটি প্রাথমিক শিক্ষাসূচী সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়। উক্ত সাব-কমিটির উপর প্রাথমিক স্তরের জন্য শিক্ষা-সূচী এবং উপযুক্ত পাঠ্যতালিকা প্রণয়নের ভার ছিল। উক্ত সাব-কমিটির অন্যূন পঁচিশটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনে এই প্রদেশের ভবিষ্যৎ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কতিপয় পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত হইয়াছে।

পাঠ্যতালিকা এবং সাধারণ দৃষ্টিভংগী।—কমিটি মনে করেন যে, পাঠ্যতালিকাগুলি পরিবর্তনশীল এবং পরীক্ষামূলক (experimental) হইবে এবং লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করিতে হইবে। এই পাঠ্যতালিকাগুলি ১৯৪৯ সাল হইতে প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে কার্যকরী হইবে।

পাঠ্যতালিকার পরিবর্তনশীলতা বজায় রাখিবার জন্য স্থির হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পরিদর্শক কর্মচারী বা স্থানীয় শিক্ষা সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া, প্রয়োজন হইলে, (শিক্ষাসূচীর সাধারণ কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখিয়া) বিভিন্ন ছাত্রের প্রয়োজন অনুসারে পাঠ্যতালিকার পরিবর্তন করিতে পারিবেন। যাহাই হউক ইহা স্থির হয় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি গুরুত্ব অনুসারে নিম্নলিখিতরূপ হইবে :—

(১) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা।

(২) ব্যয়াম শিক্ষা এবং খেলাধূলা।
(৩) সামাজিক এবং নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা।
(৪) সৃজনমূলক কাজ এবং কারিগরি।
(৫) গৃহশিল্প; তৎসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও উদ্যান রচনা।
(৬) ভাষা ও সাহিত্য।
(৭) সহজ অংক।
(৮) পরিপার্শ্ববিষয়ক পাঠ্যাবলী ঃ
 (ক) ইতিহাস।
 (খ) ভূগোল।
 (গ) প্রকৃতিবিজ্ঞান।
(৯) কলা, সংগীত ও ছন্দতত্ত্ব (নৃত্য)।
(১০) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা।

সমগ্র শিক্ষা-সূচীটিকে একটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আগ্রহশীল কর্মতৎপরতা রূপে দেখিতে হইবে। ইহাকে কেবলমাত্র শিক্ষাদান বা নিষ্ক্রিয় শিক্ষাগ্রহণ হিসাবে দেখিলে চলিবে না।

যদিও সমস্ত শিক্ষা-সূচীটিকে বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ করা হইয়াছে, তথাপি মনে রাখিতে হইবে যে, প্রথম দুই বৎসরে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখিতে হইবে, সেগুলিকে যথাসম্ভব পরস্পর সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত রাখিতে হইবে।

কমিটির মতে, প্রথম বৎসরে বিদ্যালয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো শিক্ষা বিষয় বা পাঠ্য-পুস্তকের মারফৎ শিক্ষাদান চলিবে না। শিশুকে তাহার শারীরিক ও সামাজিক পরিপার্শ্ব এবং দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের মধ্য দিয়া-ই শিক্ষা দিতে হইবে। নার্সারি স্কুলগুলির মতো সর্বক্ষণ স্কুলে একটি খেলাধূলার আবহাওয়া থাকিবে। দ্বিতীয় বৎসরেও পদ্ধতিটি থাকিবে অনুরূপ। তবে উপযোগী পাঠ্যবস্তু আছে এই-রূপ সুন্দর ছবির বই-এর সাহায্যেই শিক্ষাদান করিতে হইবে। পরবর্তী স্তরগুলিতে

শিক্ষা শিশুর সামাজিক এবং দৈহিক পরিপার্শ্বের সহিত সংযুক্ত থাকিবে সত্য, তবে তখন সুসংগত জ্ঞানদানের জন্য শিশুকে কিছু কিছু স্বতন্ত্র শিক্ষাও দিতে হইবে।

শিক্ষণীয় বিষয়ে বা পাঠ্যতালিকায় শিশুদের মধ্যে চিন্তা করিবার অভ্যাস ও নিজেকে প্রকাশ করিবার শক্তি যাহাতে বিকাশ লাভ করে, সেদিকে জোর দেওয়া হইয়াছে। সেই সংগে ইহাও প্রয়োজন হইয়াছে যে, বিদ্যালয়গুলিকে এমন ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে,যেন ছাত্ররা বিদ্যালয়ের কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে বা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে যথাসম্ভব অধিক সুযোগ পায় এবং এই ভাবে সক্রিয় গণতন্ত্রে ও সমাজগত জীবনযাপনে উৎসাহিত হয়। এই ভাবেই, আশা করা যায়, তাহারা একদা বড়ো হইয়া সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা এবং শ্রমমর্যাদার উপর প্রতিষ্ঠিত, বিচিত্র, সমৃদ্ধ একটি সমাজ জীবনে তাহাদের ন্যায্য স্থান এবং অধিকার লাভ করিবে। শিল্পকলা, নৃত্য, গীত, লোকগীত,সংঘবদ্ধ ব্যায়াম, নানা পালপার্বণ ও জাতীয় উৎসবের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য এবং আনন্দের একটি সুর গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং সেই সুরই হইবে নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলির মূল সুর। সত্যবাদিতা, সাহস, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, করুণা, নাগরিক বুদ্ধি এবং সামাজিক সহানুভূতি প্রভৃতি মানসিক ও নৈতিক গুণগুলির যেমন বিকাশ সাধন করিতে হইবে, সেইরূপ স্বাস্থ্য ও দৈহিক উন্নতির প্রতিও জোর দিতে হইবে প্রচুর পরিমাণে। কমিটি মনে করেন, কোনো বিশেষ ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা বা উপদেশ দেওয়া না হইলে-ও প্রতিদিন সমবেত ভাবে প্রার্থনা, জাতীয় সংগীত এবং নীরব উপাসনা অনুষ্ঠিত হইবার পরেই বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হওয়া উচিত। উহাতে বিদ্যালয়ের সমগ্র সুরটিতে এমন একটি উচ্চভাব দেখা দিবে, যাহার ফলে নীতি এবং আদর্শ শিশুদের জীবনের সহিত অংগীভূত হইয়া উঠিবে। বিদ্যালয়ের পরিপার্শ্বটিকে বিশেষভাবে সুস্থ ও সানন্দ এবং নির্মল ও নিষ্কলংক রাখিতে হইবে। বিদ্যালয়ের উদ্যানের প্রতি ছাত্রদিগকে

বিশেষভাবে মনোযোগী করিতে হইবে। তাহাতে বিদ্যালয়ের আবহাওয়ায় চাকচিক্য এবং সৌন্দর্যের ভাব আসিবে, যাহা বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার পক্ষে একান্ত আবশ্যক। নূতন শিক্ষার পদ্ধতিটি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক হইতে গৃহেরই অনুবৃত্তি মাত্র হইবে। সেই সংগে শিক্ষাসূচীও কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে না; তাহাকে গৃহেও প্রসারিত করিতে হইবে; গৃহে এই শিক্ষা পিতামাতার সহযোগিতায় সম্পন্ন হইতে পারিবে। বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্পর্কে যাহাতে সমাজের সকলেই উৎসাহ বোধ করেন, সেদিকেও বিদ্যালয়কে লক্ষ্য দিতে হইবে। উহাতে বিদ্যালয়গুলি গ্রাম্য সমাজ জীবনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক শাখা বলিয়া পরিগণিত হইবে।

ইংরাজী এবং মাতৃভাষা।—স্থির হইয়াছে যে, প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে (১ম—৫ম) ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হইবে না। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচী এই ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, সমস্ত শিক্ষাই ছাত্রের মাতৃ ভাষায় দেওয়া হইবে। যেখানে ছাত্রের মাতৃভাষা প্রাদেশিক ভাষা হইতে স্বতন্ত্র, সেখানে তৃতীয় শ্রেণীর পূর্বে প্রাদেশিক ভাষা শেখানো চলিবে না। এবং পঞ্চম শ্রেণী পার না হইতেই প্রাদেশিক ভাষা শিখান শুরু করিতে হইবে।

* **নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা।**—সংকীর্ণ সম্প্রদায়গত নহে, এই-রূপ কোনো ধর্মাত্মক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্পর্কে কমিটি গভীর ভাবে চিন্তা করেন। অধিকাংশ সদেস্যর এই মত যে, ছাত্রদের সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কোনো না কোনো অসাম্প্রদায়িক ধর্মাত্মক শিক্ষার প্রয়োজন এবং ভারতীয় গঠন-তন্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহাতে যদি বিদ্যালয়ে সমস্ত প্রকার ধর্মাত্মক শিক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া না হয়, তবে বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মাত্মক শিক্ষা দিতে হইবে। কমিটির অভিমত আরও এই যে, কোনো স্তোত্র, উপাসনা-মন্ত্র, সংগীত বা বিভিন্ন

* এই অংশটুকু কি প্রাথমিক, কি মাধ্যমিক, সমগ্র বিদ্যালয়ী শিক্ষার পক্ষেই প্রযোজ্য।

শাস্ত্র হইতে উদ্‌ধৃত অংশের পাঠ, এগুলিকে ধর্মাত্মক শিক্ষা বলা যায় না। এগুলি ছাত্রদের মধ্যে ধর্মাত্মক একটি মনোভাব গড়িয়া তুলিবার উপায় মাত্র। দুঃখের বিষয়, এই ধর্মাত্মক মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে আজ একেবারে নাই।

ইহাও অনুভূত হইয়াছে যে, যদি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে সত্য, শিব এবং সুন্দরের মূলাধার ভগবান সম্পর্কে একটি ধারণার সৃষ্টি করা না হয়, তবে যতোই ত্রুটিহীন শিক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে গঠিত হউক না কেন শিশুদের মানসিক বা নৈতিক ভিত্তি কখনো সুদৃঢ় বা সুস্থায়ী হইতে পারে না।

বিশেষ করিয়া নৈতিক শিক্ষা সম্পর্কে এই কমিটি বিদ্যালয়ের সাধারণ আবহাওয়া এবং বিশেষ শিক্ষা উভয় বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন। ফলে, এই কমিটি স্থির করিয়াছেন যে, ছাত্রছাত্রীদিগকে শারীরিকভাবে সুস্থ, মানসিকভাবে সজাগ, এবং নৈতিক ভাবে নিষ্কলুষ রাখিতে চেষ্টা করাই প্রত্যেক বিদ্যালয়ের অবশ্য-কর্তব্য হইবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধারই ব্যবস্থা বিদ্যালয়ে রাখিতে হইবে। মানসিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব গঠন করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার পন্থাই অবলম্বন করিতে হইবে। স্কুলে এমন একটি আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, যাহাতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নর-নারীর জীবন ও বাণীর সহিত দৈনন্দিন যোগাযোগের মধ্য দিয়া তরুণ ছাত্রদের পক্ষে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিকে উপলব্ধি করা বা গ্রহণ করা সম্ভব হইবে। এবং এইরূপ আবহাওয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য যাহাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়, সে বিষয়ে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে, বিশেষত, কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে সচেতন ও দায়িত্বশীল হইতে হইবে।

পাঠ্য পুস্তক।—শিক্ষার সানন্দ দিকটিকে এবং "সক্রিয় শিক্ষার" প্রধান নীতিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যাকে যথাসাধ্য কমানো হইয়াছে এবং গোড়ার দিকে শিক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য Teachers' Hand Books-এর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে যে, সর্বনিম্ন শ্রেণীতে

কোনো পাঠ্য পুস্তক থাকিবে না। তবে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে কতিপয় ছবির বই ব্যবহার করিতে পারিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য সরল ভাষা ও সাহিত্যের একটি মাত্র বই থাকিবে। অংকের জন্য কোনো বই থাকিবে না। তৃতীয় শ্রেণীতে দুইটি বই থাকিবে—একটি, ভাষা ও সাহিত্যের জন্য এবং অপরটি, সহজ অংকের জন্য। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে চার খানি বই থাকিবে—একখানি ভাষা ও সাহিত্যের জন্য, একখানি ইতিহাসের জন্য, একখানি সহজ অংকের জন্য এবং একখানি প্রয়োগমূলক পদ্ধতিতে লেখা বিজ্ঞান ও ভূগোলের জন্য। বইগুলিকে যতোখানি শিশুদের কচি মাথায় ভরিয়া দিবার জন্য তথ্যের ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহার করা হইবে, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যবহার করিতে হইবে শিক্ষকদের সহায়ক বা নির্দেশক রূপে। বিদ্যালয়ে প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রয়োগমূলক কার্যকলাপের এমন প্রচুর সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে যে, যাহাতে বিদ্যালয়কে সত্য সত্যই "সক্রিয় শিক্ষালয়" বলিয়া মনে হইতে পারে। বিভিন্ন শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষকদিগকে নির্দেশ দিবার জন্য সরকারী শিক্ষা বিভাগ হইতে সহায়ক পুস্তক (Hand-Book) প্রকাশ করা উচিত হইবে, কমিটি এমনও মনে করেন।

জলযোগের ব্যবস্থা।—পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রদের স্বাস্থ্য এবং দৈহিক শক্তির দিকে যথাসাধ্য জোর দিতে হইবে। সেজন্য কমিটি মনে করেন, বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের জন্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা।—একটি 'স্কুল মেডিক্যাল সার্ভিস' বা বিদ্যালয়ী চিকিৎসা বিভাগ রাখা উচিত হইবে, এমনো কমিটি মনে করেন। এই চিকিৎসা বিভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তির সময়ে বা পরে বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবেন এবং নিয়মিতভাবে ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে তালিকা, কার্ড প্রভৃতি রাখিবেন। সেন্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব এড্যুকেশনের রিপোর্টে

নির্দেশিত পন্থাতেই এই চিকিৎসা বিভাগটি গড়িয়া তোলাই সর্বোপেক্ষা সমীচীন হইবে, মনে হয়।

স্কুল বসিবার সময় এবং সময়ের পরিমাণ। কমিটির অধিকাংশ সভ্যের মত এই যে, প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলি সপ্তাহে ছয় দিন খোলা থাকিবে। কারণ, যে সকল কাজ এই বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি হইবে, সেগুলি সম্পূর্ণ রূপে সম্পন্ন করিতে হইলে সপ্তাহে পাঁচদিন যথেষ্ট হইবে না। কমিটির মতে স্থানীয় সুযোগ সুবিধা মতো দিনে সকালে কিম্বা বিকালে একবার করিয়া মাত্র স্কুল বসিবে। এবং নিম্নতর স্তর দুইটির জন্য চার ঘণ্টা ও উচ্চতর স্তরগুলির জন্য পাঁচ ঘণ্টার বেশী সময় ক্লাশ করা চলিবে না। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যতোক্ষণ পড়ানো হয়, এই প্রস্তাবিত সময়ের পরিমাণ তাহা অপেক্ষা ঈষৎ অধিক হইলেও, শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, উহাতে ছাত্রদের উপর অধিক চাপ পড়িবে না, মনে হয়। কারণ, উক্ত সময়টাকে শিক্ষার সাহিত্যিক এবং সক্রিয়, এই উভয়-বিধ অংশেই ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে। স্থির হইয়াছে যে, গ্রামাঞ্চলে জ্যৈষ্ঠ মাসে চারি সপ্তাহের জন্য গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার সময় তিন সপ্তাহের জন্য ছুটি এবং ফসল তোলার সময় এক পক্ষের জন্য ছুটি দিতে হইবে। সহর অঞ্চলের জন্য স্থির হইয়াছে যে, গ্রীষ্মকালে পাঁচ সপ্তাহের জন্য এবং পূজার সময় চারি সপ্তাহের জন্য ছুটি দেওয়া হইবে। কিন্তু গ্রাম এবং সহর উভয় অঞ্চলের জন্য স্থির হইয়াছে যে, তিন সপ্তাহের অধিক অতিরিক্ত বিশেষ ছুটি দেওয়া চলিবে না। কমিটি এমনও সিদ্ধান্ত করেন যে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উভয় ধরণের বিদ্যালয়েই নূতন ক্লাশ গ্রীষ্মাবকাশের পরই সুরু হইবে। কারণ, কাজ আরম্ভের পক্ষে এই সময়টি সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক এবং উহার ফলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এই প্রদেশের একটি সাদৃশ্য-ও থাকিবে।

শিক্ষার সাহিত্যিক এবং সক্রিয় অংশের মধ্যে সময়ের বিভাগ ও

বণ্টন।—কমিটি মনে করেন যে, প্রথম তিন শ্রেণীর জন্য যে পরিমাণ সময় পাওয়া যাইবে, তাহার ২½ ঘণ্টা শিক্ষার সক্রিয় অংশের,—যথা, সৃজনমূলক কাজ, কারু শিল্প, চারু শিল্প, সংগীত, নৃত্য, গৃহশিল্প, দৈহিক শিক্ষা, খেলাধূলা ইত্যাদির—জন্য ব্যয়িত হইবে। এবং মাতৃভাষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় সাহিত্যিক বা পঠনমূলক বিষয়গুলির জন্য ১½ ঘণ্টা ব্যয়িত হইবে।

শেষ পরীক্ষা এবং প্রাথমিকোত্তর স্তর হইতে স্থানান্তরণ।—প্রাথমিক স্তরের শেষে গৃহীত পরীক্ষার প্রশ্নটি সম্পর্কে কমিটি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বিবেচনা করেন। প্রচুর আলোচনার পর স্থির হয় যে, প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) স্তরের শেষে সমস্ত প্রাথমিক ছাত্রদের জন্য সাধারণ ভাবে স্কুলের বাহিরে কোনো পরীক্ষা লওয়া সম্ভব হইবে না। সুতরাং প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তি যাহাতে বিদ্যালয় পরিত্যাগকালীন পরিচয় পত্র (School Leaving Certificate) লিখিয়া দেন, তাহার ব্যবস্থা থাকিবে। এই পরিচয়পত্র বিদ্যালয়ের রেকর্ড এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করিয়াই দেওয়া হইবে। বর্তমানে যে শেষপ্রাথমিক পরীক্ষার ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা তুলিয়া না দেওয়া সম্পর্কেও আলোচনা করা হয় এবং পরীক্ষামূলকভাবে বলা হয় যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই পরীক্ষার রীতিকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষার নূতন ব্যবস্থায় পরিবর্তিত করা যাইবে। এই সংগে স্থির হয় যে, প্রাথমিকোত্তর স্তরে স্থানান্তরণের জন্য সাধারণ ভাবে বিদ্যালয়ের বাহিরে কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, ভর্তির জন্য ছাত্র নির্বাচনের সময় বিদ্যালয় পরিত্যাগকালীন পরিচয় পত্র এবং বিদ্যালয়ের রেকর্ড ছাড়াও প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়গুলি যেমন উপযুক্ত ভাবিবেন, তেমন পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের বাহিরে কোনো সাধারণ পরীক্ষার পরিকল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, কারণ, প্রাথমিক স্তরের শেষে পরীক্ষার্থী

ছাত্রের সংখ্যা এতোই অধিক যে, তাহাদের পরীক্ষার ব্যবস্থা করা সহজ হইবে না; তাহা ছাড়া, বুদ্ধির পরীক্ষার জন্যও অনুরূপ কোনো ব্যবস্থা করা সহজ নহে। অবশ্য, কতিপয় সদস্য বলেন, হাই স্কুলে শিক্ষার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদিগকে স্থানীয় বোর্ডের (Regional Boards) কয়েকজন বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালিত একটি সাধারণ পরীক্ষার দ্বারা নির্বাচন করা উচিত। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি এই যে, হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের পক্ষে ঠিকমত ছাত্রছাত্রী নির্বাচন করা সম্ভব না-ও হইতে পারে। কারণ, অধিকাংশ হাই স্কুলগুলিকেই প্রধানত ছাত্রদিগের বেতনের উপরই নির্ভর করিতে হয়। তাহা ছাড়া, সাফল্যের সহিত যথাযথভাবে পরীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন, এমন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক আগামী বহু বৎসর বিদ্যালয়ে নাও থাকিতে পারেন। কমিটি এই বিষয়-গুলি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু ছাত্রদের সংখ্যা এবং ব্যবস্থার অসুবিধার কথা ভাবিয়া অবশেষে স্থির করা হয় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে প্রবেশের জন্য পরীক্ষাকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষকদের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া ভালো।

কমিটি অবশ্য স্থির করেন যে, গরীব অথচ গুণী ছাত্রদিগকে প্রাথমিকোত্তর শিক্ষার জন্য সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্তরের শেষে একটি বৃত্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকিবে। উক্ত পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্র-সংখ্যার অনুপাতে শতকরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া প্রেরিত হইবে। শতকরা কতজন ছাত্র নির্বাচিত ও প্রেরিত হইতে পারিবে, তাহা সরকারী শিক্ষা বিভাগ স্থির করিয়া দিবেন।

এই পরিকল্পনা পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী হইবার সময়।—কমিটি এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষার পরিকল্পনাকে অনধিক বিশ বৎসরের মধ্যে কার্যকরী করিতে হইবে।

বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধান।—মাত্র চারি বৎসর কাল স্থায়ীভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের পক্ষে যথেষ্ট না হওয়ায় কমিটি স্থির করেন যে, যথাসম্ভব শীঘ্র বর্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে পাঁচ বৎসরের বিদ্যালয়ে পরিবর্তিত করিতে হইবে। অনর্থক অপচয়ের প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে কমিটি স্থির করেন যে, সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত, যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ে তাহাদের প্রথম বার্ষিক পাঠ শেষ করিয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যালয় ছাড়িতে না দেওয়ার জন্য অবিলম্বে সরকারকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। বর্তমান বিদ্যালয়গুলিতে যথাসম্ভব সত্বর সৃজনমূলক কাজ এবং কারিগরির প্রবর্তন করিতে হইবে।

বিদ্যালয়-গৃহ, আসবাবপত্র এবং পরিপার্শ্ব।—সাধারণত বিদ্যালয় গৃহ ছয় বিঘার মতো বিস্তৃত জমির উপর প্রস্তুত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। বাড়ির নক্সাটি সাধারণভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে, যাহাতে দেশের আর্থিক অবস্থার সহিত তাহার সংগতি থাকে। বিদ্যালয়ের কক্ষগুলির মধ্যে সরানো যাইতে পারে, এমন প্রাচীর থাকিবে ; এই প্রাচীরগুলি সরাইয়া ফেলিয়া সন্ধ্যায় একত্রে সমবেত হওয়া সম্ভব হইবে। কক্ষের এবং কক্ষের আয়তনের পরিমাণ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ অনুসারেই হইবে। নির্দেশটি হইল ৫টি ক্লাশ রুম। (প্রত্যেকটি ৪০০ বর্গ ফুট), একটি বারান্দা—৮ ফুট চওড়া, একটি শিক্ষকদের ঘর (৪০০ বর্গফুট) এবং সৃজনমূলক কাজ এবং কারিগরির জন্য একটি অতিরিক্ত ঘর। বুনিয়াদী বিদ্যালয়-গুলির আসবাব পত্রের বিষয়েও কমিটি চিন্তা করেন। বর্তমানে ডেস্ক ও বেঞ্চির যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তৎপরিবর্তে মাদুর বা ছাত্রদের জন্য নিচু ডেস্ক ও শিক্ষকদের জন্য নিচু প্ল্যাটফর্ম এবং জিনিষপত্র রাখিবার জন্য আলমারি, তাক বা আলনা ইত্যাদির মতো কিছু হইলেই চলিবে।

বিদ্যালয়ের স্থান নির্বাচন সম্পর্কে বিশদ বিষয়গুলি সরকারী শিক্ষা বিভাগ কর্তৃকই স্থির হইবে। তবে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য

বিদ্যালয় গৃহের উপযোগী স্থান নির্বাচন করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য দিতে হইবে :—

(ক) যেখানে স্থানীয় সহযোগিতা এবং অর্থ বা জমি দানরূপে পাওয়া যাইবে ;

(খ) যেখানে প্রয়োজন অধিকতর।

শিক্ষক এবং তাঁহাদের শিক্ষা।—কমিটির মতে, কোনো ত্রুটিহীন শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের গুরুত্ব, ছাত্রদের অপেক্ষা অধিক না হইলে, সমান তো বটেই। কোনো শিক্ষা ব্যবস্থা যতোই নির্ভুল এবং আদর্শের দিক হইতে ত্রুটিহীন হউন না কেন, তাহা যদি সুশিক্ষিত, বিশেষজ্ঞ এবং পরিতৃপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা কার্যকরী করা না হয়, তাহা কখনোও সফল হইতে পারে না। বর্তমানে, বলিতে গেলে, শিক্ষকদের শিক্ষা যথেষ্ট নহে ; শিক্ষাদানের কৌশল সম্পর্কেও তাঁহারা সম্পূর্ণ অবহিত নহেন ; এবং তাঁহাদের পারিশ্রমিকও যৎসামান্য। এই সকল শিক্ষকের দ্বারা প্রাথমিক শিক্ষাদান চলিবে, বা কোনো প্রকার প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনাকে সফল করা যাইবে, এমন আশা করা বৃথা। সুতরাং যে সকল শিক্ষক নূতন পাঠ্য তালিকাসহ নব প্রবর্তিত শিক্ষার ধারাকে কার্যত প্রয়োগ করিবেন, তাঁহাদিগকে যে এই নূতন দায়িত্বের উপযুক্ত হইতে হইবে, সে বিষয়ে কমিটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আরোপ করেন। পুরাতন শিক্ষা-ব্যবস্থার অপেক্ষা এই নব-প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকদের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োজন স্পষ্টতই অনেক অধিক হইবে।

(ক) শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা।—'ম্যাট্রিক্যুলেট ট্রেন্‌ড্' শিক্ষক তো দূরের কথা, কেবল ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষকও বর্তমানে এতোই অল্প সংখ্যায় আছেন যে, নিতান্ত হতাশ হইতে হয়। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা বিষয় নির্বাচন সমিতি যে পাঠ্য তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাকে সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করিবার জন্য অন্তত পক্ষে ম্যাট্রিক-পাশ শিক্ষকের প্রয়োজন। সুতরাং,

স্থির হইয়াছে যে, বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক বা শিক্ষিকারা যাহাতে নূতন পাঠ্য তালিকার প্রতি সুবিচার করিতে পারেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে সাধারণত ম্যাট্রিক-পাশ হইতে হইবে। ইহার অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ম্যাট্রিক পাশ নহেন, এমন যে সকল শিক্ষক রহিয়াছেন, অবিলম্বে তাঁহাদের স্থলে অন্য শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে; ইহার অর্থ, এখন হইতে যে সকল নূতন শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদিগকে ম্যাট্রিক পাশ হইতে হইবে।

কমিটির মতে, প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও প্রধানা শিক্ষিকাদিগকে পরিণতবয়স্ক হইতে হইবে; সাধারণত তাঁদের বয়স ২৫ বৎসরের কম হইলে চলিবে না। এবং হয় তাঁহাদিগকে 'ট্রেন্‌ড্‌ ম্যাট্রিকুলেট' এবং কমপক্ষে সাত বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, নয় উচ্চতর শিক্ষা এবং কমপক্ষে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের কেন্দ্রস্বরূপ হওয়ায়, স্বভাবতই তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর জোর দেওয়া হইয়াছে।

(খ) শিক্ষকদের শিক্ষা ব্যবস্থা। কমিটির সদস্যরা অনুভব করেন যে, বর্তমানে সাধারণত ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা বিদ্যার যে অসন্তোষজনক অবস্থা রহিয়াছে, সেকথা বিবেচনা করিলে নূতন শিক্ষা-সূচীকে কার্যকরী করিবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদিগকে দুই বৎসর 'ট্রেনিং' বা তালিম লইতে হইবে। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কথা বা এইভাবে তালিম লইয়া যে অল্পসংখ্যক মাত্র শিক্ষক বাহির হইবেন, তাঁহাদের কথা বিবেচনা করিয়া কমিটি এই পন্থা অবলম্বন হইতে বিরত হইয়াছেন। তবে তাঁহারা মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষকরা 'ট্রেনিং স্কুলে' এক বৎসরের জন্য শিক্ষালাভ করিবার পর কিছুদিন শিক্ষাদান করিবেন এবং পরে আবার ছয় মাসের জন্য পড়িতে যাইবেন। ফলে, শিক্ষা সংক্রান্ত যে নানা সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়, তাঁহারা সেগুলি সম্পর্কে গভীর দৃষ্টির অধিকারী হইবেন। সুতরাং, কমিটি সুপারিশ করেন যে, শিক্ষকরা এক বৎসর ধরিয়া তালিম পাইবার পর

কিছুদিন বিদ্যালয়ে নিয়মানুসারে কাজ করিবেন এবং অতঃপর ছয় মাসের জন্য তালিম লইবেন।

শিক্ষকদের শিক্ষাগ্রহণটিকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার মনে করা হইয়াছে। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, শিক্ষকদের সাধারণ শিক্ষা, সুপ্রসারী দৃষ্টিভংগী বা কোনো বিশেষ শিল্পে দক্ষতার বড়োই অভাব। তাই কমিটি স্থির করেন যে, শিক্ষকদের ট্রেণিং-এর বিষয়গুলির মধ্যে সাধারণ শিক্ষা এবং উপার্জনী শিক্ষা, উভয় বিষয়ই থাকিবে। উপার্জনী শিক্ষার মধ্যে শিক্ষার মূলনীতি, মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষার রীতিও শেখান হইবে। সাধারণ শিক্ষা এবং উপার্জনী শিক্ষার পরিপূরকরূপে থাকিবে কারিগরি কাজ সংক্রান্ত শিক্ষা, এবং বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা (Correlated Teaching) এবং ব্যায়াম শিক্ষা।

(গ) শিক্ষকদের বয়স।— ট্রেণিং লইবার জন্য যাঁহারা ভর্তি হইবেন, সাধারণত তাঁহাদিগকে ম্যাট্রিক পাশ এবং তাঁহাদের বয়স অন্যূন ১৮ বৎসর হইতে হইবে।

(ঘ) বেতনের হার এবং বৃদ্ধি।—ইহা অন্যতম সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং ইহা লইয়া প্রচুর আলোচনা হয় এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে বর্তমান বেতনের হারগুলি এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরামর্শ কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত হারগুলির মধ্যে তুলনা করিয়া দেখা হয়। অবশেষে স্থির হয় যে, অন্য ভাতা বাদে প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষকদের মাহিনা মাসিক ৪০৲ টাকা হইবে এবং উহার ক্রমিক বৃদ্ধি থাকিবে। অবশ্য, কতিপয় সদস্যের মত এই যে, মাসিক মাহিনা গোড়া হইতেই অন্তত পক্ষে ৫০৲ টাকা হওয়া উচিত।

বিদ্যালয়ে সরকারী শিক্ষকদের মূল মাহিনা যাহা হইবে, প্রধান শিক্ষক তাহা অপেক্ষা ১৫৲ টাকা বেশী পাইবেন।

পুরুষ এবং স্ত্রী শিক্ষকরা একই রূপ কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহারা সমান পারিশ্রমিক পাইবেন, কমিটি এইরূপ সিদ্ধান্ত-ও গ্রহণ করেন।

(ঙ) পুরাতন শিক্ষকগণ এবং নূতন মাহিনার হার।—নব প্রবর্তিত মাহিনার সুযোগ সুবিধা হইতে বর্তমান বা পুরাতন ধরণের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে বঞ্চিত রাখা অন্যায় মনে করা হইলেও সেই সংগে ইহাও স্বীকার করা হয় যে, এই সকল শিক্ষকের অধিকাংশই নিঃসন্দেহে অনুপযুক্ত। সুতরাং স্থির হয় যে, বর্তমানে প্রস্তাবিত নূতন পারিশ্রমিকের সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবার জন্য বর্তমান শিক্ষকরা যাহাতে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করিতে পারেন, তাহার সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(চ) শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত।—বর্তমানে পূর্ণাংগ বিদ্যালয়গুলির—যে-গুলিতে প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষক আছেন, অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চারি শ্রেণীর জন্য যেখানে চারিজন শিক্ষক আছেন—সংখ্যা অত্যন্ত অল্প (সমস্ত বিদ্যালয় সংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ হইবে)। এবং এই অল্পতা আদৌ বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং, স্থির হয় যে, অন্ততপক্ষে প্রতি শ্রেণীর জন্য একজন করিয়া শিক্ষকের ব্যবস্থা করাই আমাদের লক্ষ্য হইবে এবং শিক্ষক ও ছাত্রের অনুপাত হইবে ১ : ৩০। একজন মাত্র শিক্ষক আছেন, এইরূপ বিদ্যালয়গুলিকে সাধারণত প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। আরো স্থির হয় যে, পূর্ণাংগ বৃহৎ বিদ্যালয়গুলির জন্য অন্ততপক্ষে একজন স্ত্রী-শিক্ষক রাখিতে হইবে। কেন রাখিতে হইবে, তাহার কারণগুলি পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

(ছ) নূতন শিক্ষক নিয়োগ :—৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক সাড়ে বাইশ লক্ষ শিশুর পক্ষে প্রয়োজনীয় প্রায় পনের হাজার বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষক সরবরাহের সমস্যাটি নিতান্ত সহজ নহে। এই পরিকল্পনাকে পরিপূর্ণরূপে কার্যকরী করিতে হইলে, অন্ততপক্ষে, পচাত্তর হইতে নব্বই হাজারের মতো শিক্ষক প্রয়োজন হইবে। এখন এই প্রদেশে বত্রিশ হাজারের মতো শিক্ষক থাকিলেও নূতন শিক্ষাপদ্ধতি অনুসারে তাঁহাদিগকে যে কর্তব্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাদের অধিকাংশই তাহার অনুপযুক্ত। তাই তাঁহাদিগেরও ট্রেণিং-এর

ব্যবস্থা করিতে হইবে। সুতরাং পরিকল্পনার বিশ বৎসরের মধ্যে যে আঠারো বৎসর পাওয়া যাইবে, (কারণ, ট্রেণিং স্কুলগুলিতে যে সকল শিক্ষক শিক্ষা দিবেন তাঁহাদের প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় ট্রেণিং কলেজগুলির প্রারম্ভিক ব্যবস্থা করিতে কিছু সময় লাগিবে) সেই আঠারো বৎসরে প্রতি বৎসর অন্তত পক্ষে পাঁচ হাজার হইতে পাঁচ হাজার তিন শতের মতো ট্রেন্ড্ শিক্ষক বাহির করিতে হইবে। বর্তমানে এই প্রদেশে ট্রেণিং-এর জন্য কয়েকটি মাত্র প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, সেগুলির পক্ষে এই কাজ প্রায় অসম্ভব। সুতরাং, শিক্ষকদিগকে শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, ইতিমধ্যেই গভর্ণমেন্ট দুইটি 'বেসিক ট্রেণিং কলেজ' এবং দুইটি 'বেসিক ট্রেণিং স্কুল' প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কিন্তু তথাপি শিক্ষক সরবরাহের সমস্যা সহজ হইবে না ।

যাহাতে প্রয়োজনের অনুরূপ সংখ্যক শিক্ষক পাওয়া যায়, সেই উদ্দেশ্যে প্রাথমিক শিক্ষকের পেশা গ্রহণের জন্য বাধ্যতামূলক কোনো ব্যবস্থার কথাও চিন্তা করা হয়। এই পেশা গ্রহণের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থার কথা কমিটি বিশেষ সমর্থন করেন না; কারণ, তাহাতে আকাঙ্ক্ষিত সাফল্য লাভ করা যাইবে, বলিয়া মনে হয় না। তবে, কতিপয় সদস্য শিক্ষা সংক্রান্ত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সামাজিক সেবার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনার সমর্থন করেন। তাঁহাদের মতে, অনুরূপ একটি পরিকল্পনা বর্তমান পরিকল্পনাকে কার্যকরী করিতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করিবে এবং এই প্রদেশের সার্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষকের সরবরাহের একটি সুনির্দিষ্ট সুব্যবস্থা করিতে পারিবে।

ট্রেণিং বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক।—যাঁহারা প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলির ভাবী শিক্ষকগণকে নয়া শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষা দিবেন, সেই সকল ট্রেণিং বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকগণের উপর অনেক কিছুই নির্ভর

করিবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই সকল শিক্ষক বা শিক্ষিকাদের স্কুল-কলেজের বিদ্যার যোগ্যতা তো থাকিবেই, সেই সংগে শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকিলে আরো ভালো হয়; কারণ, তাহাতে তাঁহাদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে, তাহা তাঁহারা পরিপূর্ণ দক্ষতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন। সুতরাং স্থির হয় যে, ট্রেণিং বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকরা বি. এ., বি. টি. হইবেন এবং তাঁহাদের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও কিছু থাকিবে। কিন্তু এই সকল বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি "সক্রিয় বিদ্যালয়" হওয়ায়, স্থির হয় যে, যদি ট্রেণিং দিবার জন্য নির্বাচিত শিক্ষকেরা কারিগরি এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ না করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদিগকে কিছু দিনের জন্য উক্ত বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সরকার এই বিশেষ শিক্ষার জন্য ব্যবস্থা করিবেন। কোনো ত্রুটিবিহীন শিক্ষার মূলনীতি এই যে. যে সকল শিক্ষক শিক্ষা-সূচীর অন্তর্গত সংস্কৃতিমূলক বা উপার্জনমূলক বিষয়ে শিক্ষা দিবেন, তাঁহাদিগকেও কারুশিল্প বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষায় পারদর্শী হইতে হইবে। কেন না, তাহাতে শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মধ্যে যোগাযোগ সুন্দরতর ভাবে স্থাপিত হইবে। কিন্তু এই সকল কারু শিল্প প্রভৃতি বিষয়ে ট্রেণিং-এর ব্যবস্থা করা সত্বর সম্ভব নাও হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে এই মূলনীতি ঘোষণার ফলে কারু শিল্পে শিক্ষাদানের জন্য, প্রয়োজন হইলে, পৃথক শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ থাকিবে না। তবে উল্লিখিত নীতিকেই আদর্শ বা লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

বর্ত্তমান তালিমী বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধান।—বর্তমানে সে সকল ট্রেণিং স্কুল রহিয়াছে, সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে তুলিয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না। সুতরাং স্থির হইয়াছে যে, এই সকল বিদ্যালয়ে যে ট্রেণিং দেওয়া হইবে, তাহাকে এখন হইতে এমন উন্নত ধরণের করিতে হইবে, যাহাতে তাহা যতো শীঘ্র সম্ভব নব-প্রবর্তিত ট্রেণিং বিদ্যালয়গুলির অনুরূপ বা সমকক্ষ হইতে পারে।

বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা।—বর্তমানে বিদ্যালয় পরিদর্শনের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা মোটেই সন্তোষজনক নহে। এই দুরবস্থার প্রধান কারণ, উপযুক্ত পরিমাণ কর্মচারীর অল্পতা এবং তাহার ফলে তত্ত্বাবধানের অভাব। কোনো শিক্ষা ব্যবস্থাকে কার্যকরী করিতে হইলে তাহাতে পরিদর্শকগণের সুনিয়মিত পরিদর্শন এবং সহানুভূতিশীল সাহায্য, পরামর্শ ও নির্দেশদানের প্রয়োজন। বর্তমান সময়ে বিদ্যালয়ের এক একজন সাব ইন্‌স্‌পেক্‌টরের অধীনে প্রায় দুইশত প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। কমিটি এই ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক মনে করেন না। অবশ্য, সেই সংগে কমিটি ইহাও স্বীকার করেন যে, গভর্ণমেণ্টের বর্তমান অবস্থায় প্রতি একশত প্রাথমিক বিদ্যালয় পিছু একজন সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টরের অধিক ব্যবস্থা করা সম্ভব নাও হইতে পারে। তবে, এমন কি এই সংখ্যাকেও যথেষ্ট ভাবা হয় না। তাই সুপারিশ করা হয় যে, পরিদর্শকের সংখ্যা ক্রমেই অধিক পরিমাণে বাড়াইতে হইবে এবং পরিদর্শকের স্বল্পতা কতক পরিমাণে দূর করিবার জন্য স্থানীয় শিক্ষাব্রতী বা শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মীদিগের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে হইবে। কমিটি ইহাও স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, পরিদর্শনের উদ্দেশ্য হইবে প্রধানত বিদ্যালয় পরিচালনায় উপদেশ-পরামর্শ দেওয়া এবং সাহায্য করা—অকারণ নিন্দা বা কাজে-আসিবে-না এমন সমালোচনা করা নহে।

প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব।—বর্তমানে জেলা স্কুল বোর্ডের যে ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহাতে প্রাথমিক শিক্ষার কোনও উন্নতি হয় নাই। গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাফল্যের সহিত এই গুরু দায়িত্ব বহন সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের মতোই যে সকল দেশ পূর্বে অনুন্নত ছিল, যথা, জাপান, তুরস্ক এবং রাশিয়া,সর্বত্রই ইহা যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং কমিটি সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমগ্র দায়িত্ব সরকারের গ্রহণ করা উচিত ; এবং এই উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোনো নূতন প্রতি-

ষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বা বর্তমান স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির উপযোগিতা ও যোগ্যতা অনুসারে সেগুলিকে নিয়োগ করিতে সরকারের সকল প্রকার ক্ষমতা বা স্বাধীনতা থাকিবে ; এবং যেখানে প্রয়োজন হইবে, সেখানে এই উদ্দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান গড়িতে-ও সরকারের বাধা থাকিবে না। কলিকাতা কর্পোরেশনের অন্তর্গত অঞ্চলের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে সরকার পৃথক ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন। একথাও লিপিবদ্ধ করা হয় যে, শিক্ষা সচিব তাঁহার কর্তব্য এবং দায়িত্ব পালনে একটি পরামর্শ কমিটির সাহায্য পাইবেন এবং এই পরামর্শ কমিটিটি প্রধানত বেসরকারী হইবে। অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সমস্ত বিভিন্ন অঞ্চল এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হইতে ইহাতে প্রতিনিধি প্রেরিত হইবেন। স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসার করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টকে প্রচুর ক্ষমতা দিতে হইবে। এই সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রদেশের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত আইনগুলিরও সংশোধন করাইতে হইবে। এই আইনগুলির কি কি সংশোধন আবশ্যক, সেবিষয়ে একটি খসড়া প্রস্তুতের জন্য একটি ছোট সাব-কমিটিও নিযুক্ত হয়।

উপসংহার।—এই কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকার করেন যে, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সমস্যা এখন সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। আমাদের চতুর্দিকে পৃথিবীতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিতেছে। যদি বাংলা দেশকে ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলির সংগে স্থান পাইতে হয়, তবে ইহা একান্ত প্রয়োজনীয় যে, প্রাথমিক শিক্ষার দ্রুত প্রসারের সমস্যা অবিলম্বে সমাধান করিতে হইবে। এই সমস্যা কিরূপ বিশাল ও ব্যাপক তাহা বুঝিতে হইলে, আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিক্ষকদের অনুমোদিত পারিশ্রমিকের হারে দেশের ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদি) শিক্ষার প্রবর্তন করিতে হইলে প্রতি বৎসর প্রায় ১৪ কোটি টাকার প্রয়োজন হইবে।

এই পরিচ্ছেদের প্রধান সুপারিশ এবং উপসংহারগুলির সংক্ষিপ্তসার :

১। অর্থের এবং ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাব, এই উভয় কারণেই বর্তমানে প্রাদেশিক সরকার প্রাক্-প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু যে সকল স্বেচ্ছা-প্রণোদিত প্রতিষ্ঠান আদর্শস্থানীয় প্রাক্-বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিবেন, সরকার সেগুলিকে উপযুক্ত অর্থ দিয়া সাহায্য করিবেন।

২। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকশিত করিয়া এবং সন্তোষজনক ভাবে সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটি সর্বগ্রাহী শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

৩। পাঁচ বৎসর বয়স্ক শিশুদের ভর্তি হইবার পক্ষে কোনো বাধা না থাকিলেও প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হইবার সর্বনিম্ন বয়স সাধারণত হইবে ছয় বৎসর। সাময়িক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য হইল পাঁচ বৎসর (৬—১১)। যাহাই হউক, ৬ হইতে ১৪ বৎসরের শিশুদের বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক বিদ্যালয়ী শিক্ষা প্রাথমিক বা নিম্ন বুনিয়াদী (৬—১১) এবং মধ্য বা উচ্চ বুনিয়াদী (১১—১৪), এই দুই স্তরে শেষ করাই চরম লক্ষ্য হইবে।

৪। সমগ্র প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) অবস্থাতেই সহ-শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হইবে এবং বিদ্যালয়গুলিতে যথাসম্ভব অধিক স্ত্রী-শিক্ষক নিয়োগ করিতে হইবে।

৫। 'সক্রিয় বিদ্যালয়গুলি' শিক্ষা সংক্রান্ত নানাবিধ সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ। সুতরাং সক্রিয় বিদ্যালয়ের উপযোগী কারুশিল্প বা সৃজনমূলক কার্যের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। কারণ, এই সকল কারুশিল্প এবং সৃজন-

মূলক কার্যগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই সমগ্র শিক্ষা সংগঠিত হইবে। কোনো একটি মাত্র বুনিয়াদী কারিগরি শিল্প থাকিলে চলিবে না। উচ্চতর শ্রেণীগুলিতে অর্থাৎ উচ্চ বুনিয়াদী স্তরে, উৎপাদনশীল মূল কারিগরি বা বিভিন্ন কারিগরি শিক্ষার প্রস্তুতি হিসাবে এই সকল বিভিন্ন ধরণের কাজগুলি ব্যবহৃত হইবে।

৬। যে সকল সংস্কৃতিমূলক শিক্ষার বিষয়কে সহজে সৃজনমূলক ক্রিয়াকর্ম বা কারুশিল্পের সহিত সহজে সংযুক্ত করা সম্ভব নহে, শিশুরা যাহাতে একটি সুসংবদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সেজন্য সেগুলিকে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হইবে।

৭। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের শিক্ষাসূচীর গুরুত্ব অনুসারে শিক্ষণীয় বিষয়গুলি নিম্নলিখিত রূপ হইবে ঃ

(১) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা (২) ব্যায়াম ও খেলাধূলা শিক্ষা (৩) সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা (৪) সৃজনমূলক কাজকর্ম এবং কারুশিল্প (৫) গৃহকর্ম, তৎসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান ও উদ্যান রচনা (৬) ভাষা ও সাহিত্য (৭) সহজ অংক (৮) পারিপার্শ্বিক নানাবিধ শিক্ষা (৯) কলা, সংগীত, নৃত্য এবং (১০) নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা।

৮। সমগ্র শিক্ষা-সূচীটিকে একটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত কার্য এবং উদ্যম-উৎসাহ-রূপে দেখিতে হইবে। ইহাকে কেবল শিক্ষাদান বা নিষ্ক্রিয় শিক্ষা গ্রহণ রূপে দেখিলে চলিবে না।

৯। পাঠ্যতালিকাগুলি পরীক্ষামূলক এবং পরিবর্তনশীল হইবে। বিভিন্ন বিষয় অনুসারে সমগ্র শিক্ষাসূচীটি প্রস্তুত করা হইলেও প্রথম দুই বৎসরে বিভিন্ন বিষয়গুলিকে অভিন্ন এবং অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখিতে হইবে এবং সেগুলিকে যথাসম্ভব পরস্পর সংযুক্ত ও সংপৃক্ত রাখিতে হইবে।

১০। চিন্তা করিবার অভ্যাস, ভাব প্রকাশের শক্তি এবং গণতান্ত্রিক ও সামাজিক রীতিতে জীবন যাপন প্রভৃতির উপর বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে প্রচুর

পরিমাণে জোর দিতে হইবে। নূতন বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে একটি আনন্দ এবং সৌন্দর্যের আবহাওয়া সর্বদা বিরাজ করিবে।

১১। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সত্যবাদিতা, সাহস, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, করুণা এবং নাগরিক ও সামাজিক সহানুভূতির মতো নৈতিক গুণাবলীর যেরূপ বিকাশ সাধন করিতে হইবে, সেইরূপ তাহাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক সামর্থ্যেরও উন্নতিবিধানের উপর-ও জোর দিতে হইবে।

১২। প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রছাত্রীদিগকে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীর মাতৃভাষা প্রাদেশিক ভাষা হইতে পৃথক হইলে, প্রাদেশিক ভাষার শিক্ষা তৃতীয় শ্রেণী হইতে এবং পঞ্চম শ্রেণীর পূর্বে শুরু করিতে হইবে।

১৩। সুস্থ সবল ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য ছাত্রছাত্রীদিগকে অসাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা দিতে হইবে। ভারতীয় গঠনতন্ত্রের প্রস্তুতি সমাপ্ত হইলে, তাহাতে যদি সমস্ত বিদ্যালয়ে সকল প্রকার ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া না হয়, তবে এইরূপ শিক্ষা প্রচলিত থাকিবে। কিন্তু স্তব, উপাসনা, সংগীত, ভজন বা বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত উপযোগী অংশ-পাঠ প্রভৃতিকে ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা বলিয়া না-ও বিবেচনা করা হইতে পারে। এগুলিকে ধর্ম সংক্রান্ত মনোভাব গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ব্যায়াম বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

১৪। 'সক্রিয় শিক্ষা-স্থচীর' পক্ষে উপযোগী করিয়া তুলিবার জন্য পাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা যথাসম্ভব হ্রাস করিতে হইবে। অবশ্য, প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষকদিগকে সাহায্য করিবার জন্য 'শিক্ষকদের নির্দেশ-পুস্তক' (Teacher's Books) থাকিবে।

১৫। বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময়ে বা পরে বিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় বিভিন্ন সময়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য একটি 'বিদ্যালয়ী চিকিৎসা ও সেবাদল'

মাহিনার অপেক্ষা ১৫৲ টাকা বেশী পাইবেন। স্ত্রী এবং পুরুষ শিক্ষকদের পারিশ্রমিকে কোনো পার্থক্য থাকিবে না।

২৭। বর্তমান পুরাতন শিক্ষকরা যাহাতে নূতন প্রস্তাব অনুসারে বর্ধিত বেতন পাইবার অধিকারী হইতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করিবার সকল সুযোগসুবিধাই তাঁহাদিগকে দেওয়া হইবে।

২৮। প্রত্যেক শ্রেণীতে অন্ততপক্ষে একজন করিয়া শিক্ষক থাকিবেন্। শিক্ষক এবং ছাত্রের হার হইবে ১ ঃ ৩০। প্রতি বৎসরে যে সকল ট্রেন্ড্ শিক্ষক বাহির হইবেন, তাঁহাদের সংখ্যা ৫০০০ হইতে ৫৩০০ হইবে। বর্তমানে যে ট্রেণিং স্কুলগুলি রহিয়াছে, সেগুলি যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর নূতন ধরণের ট্রেণিং স্কুলে পরিবর্তিত হইতে পারে, সেজন্য সেগুলিকে আরো উন্নত করিতে হইবে।

২৯। বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে সুদৃঢ় করিতে হইবে। পরিদর্শকগণ স্থানীয় শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মীদের সহযোগিতা পাইবার চেষ্টা করিবেন।

৩০। প্রাথমিক শিক্ষাকে দ্রুত প্রসারিত করিতে হইলে গভর্ণমেণ্টের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দিতে হইবে। সুতরাং বর্তমানে প্রদেশে যে সকল প্রাথমিক শিক্ষা-বিধি রহিয়াছে, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সেগুলির সংশোধন ও সংযোজন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মাধ্যমিক শিক্ষা

এ পর্যন্ত এই প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষা এক প্রকার সংকীর্ণ সাহিত্যিক শিক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। উহার একমাত্র লক্ষ্য হইল—বিশ্ববিদ্যালয়। উক্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যক্তিগত রুচি বা শক্তির দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য দেওয়া হয় না। তাই এ প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের যেরূপ আশু প্রয়োজন, সেইরূপ মাধ্যমিক শিক্ষারও পুনর্গঠন আশু প্রয়োজন। কমিটির অভিমত এই যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে বাড়ন্তবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন রুচি, শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা গড়িয়া তুলিবার উপযোগী শিক্ষাদানের একটি স্বয়ম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা। মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকার তাঁবেদার করিয়া রাখিলে চলিবে না। এই শিক্ষাকে আত্মসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে, তাহাতে ছাত্রছাত্রীরা এই শিক্ষালাভ করিয়া যথাযোগ্য অর্জনশীল কার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে এবং শক্তিশালী ছাত্রছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়া উচ্চতর পঠনমূলক ও শিল্পমূলক শিক্ষালাভ করিবে অথবা বৃত্তিমূলক বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পাইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রাথমিক বিভাগগুলিতে ভর্তি হইবার সর্বনিম্ন বয়স।—মাধ্যমিক শিক্ষা শুরু করিবার সর্বনিম্ন বয়স হইবে এগার (১১+)। কিন্তু দশ বৎসর বয়সের বালকবালিকাদিগের ভর্তি হইবার পক্ষে কোনো বাধা থাকিবে না। অবশ্য, ইহা-ও স্থির হয় যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে পৃথক ভাবে একটি প্রাথমিক বিভাগ থাকিতে পারিবে। এই প্রাথমিক বিভাগটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালক কমিটিরই অন্তর্গত হইবে, তবে উহাতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের সাধারণ তত্ত্বাবধানে এবং পরিচালনা-

ধীনে থাকিবেন পৃথক শিক্ষক। বর্তমানে এই প্রদেশে বহু মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শ্রেণীগুলি থাকায় এই ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইতেছে। বর্তমান অবস্থায় প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক বিদ্যালয় গৃহে লওয়া যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। একথা মনে রাখিলে এই ব্যবস্থার সম্ভাবিত প্রতিবাদের অনেকখানিই তিরোহিত হইবে। এবং এই উভয় শিক্ষাবিভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং একই পরিচালক কমিটির তত্ত্বাবধানে থাকায় বিদ্যালয়ের আবহাওয়ার অখণ্ডতা বা সমগ্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারিবে।

শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য।—প্রচুর আলাপআলোচনার পর স্থির হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকালের দৈর্ঘ্য ১১ হইতে ১৭+, এই ছয় বৎসর হইবে। এই সিদ্ধান্তটি সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা সংক্রান্ত দিকগুলি বিবেচনা করিয়াই গৃহীত হইয়াছে। প্রায় এগার বৎসর বয়সে কতকগুলি বিশেষ মানসিক ও শারীরিক লক্ষণের সহিত কৈশোর শুরু হইবার সংগে মিলাইয়া প্রাথমিকোত্তর শিক্ষা শুরু করাই শিক্ষার একটি ত্রুটিহীন রীতি। দৈহিক পুষ্টি, মানসিক শক্তি এবং নূতন কৌতূহল প্রভৃতিতে পার্থক্য থাকায় বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের একই বিদ্যালয়ে পড়ানো শিক্ষার দিক হইতে ত্রুটিহীন নহে। কমিটির মতে, বর্তমান ইনটারমিডিয়েট স্তরের শিক্ষা মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেই দিবার জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে একটি একাদশ শ্রেণী যোগ করিতে হইবে। এই সংযোজনটিও শুদ্ধ শিক্ষাবিষয়ক কারণেই করা হইবে। অর্থাৎ, ইহাতে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের মাধ্যমিক শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিবার এবং বিদ্যালয় ত্যাগের কালে জীবন সম্পর্কে একটি অপেক্ষাকৃত পরিণত দৃষ্টিভংগী লাভ করিবার সুযোগ পাইবে। এবং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে বা বৃত্তিমূলক, শিল্পমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়িতে যাইবে, তাহারা-ও ভালোভাবে শিক্ষালাভ করিয়া প্রস্তুত হইয়া যাইবে। এই ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীরা একটি পুরাতন ও পরিচিত পরিপার্শ্বে

তাহাদের কৈশোরের দিনগুলি অতিবাহিত করিতে পারিবে এবং যে শিক্ষা উপযুক্ত উপকরণ থাকিলে বিদ্যালয়েই লাভ করা যাইবে, তাহা পাইবার জন্য কলেজে ছুটিতে হইবে না। কেবল তাহাই নহে, এই ব্যবস্থায় এক বৎসর সময়ও বাঁচিবে। যে শিক্ষা বর্তমানে ১২ বৎসরে সম্পূর্ণ হয়, তাহা তখন ১১ বৎসরে সমাপ্ত হইতে পারিবে। সমগ্র মাধ্যমিক শিক্ষাকালেই শিক্ষা এবং পরীক্ষার মাধ্যম হিসাবে বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ব্যবহৃত হওয়ায়, এবং ইংরেজি ভাষার বোঝা অনেক পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায়, আশা করা যায়, ছয় বৎসর-ব্যাপী এই মাধ্যমিক শিক্ষায় উচ্চতর শিক্ষালাভের পক্ষে যথোপযুক্ত প্রস্তুতি হইতে পারিবে।

কেন্দ্রীয় পরামর্শ সমিতি বিদ্যালয়ে পাঠের সময়কে ১২ বৎসর করিতে সুপারিশ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে এই প্রদেশে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত যে ভাবে অগ্রসর হয়, সেকথা ভাবিয়া বর্তমান কমিটি ঐ সুপারিশ সমর্থন করেন না। কমিটি বলেন, বিদ্যালয়গুলিতে প্রস্তাবিত ১১ বৎসরব্যাপী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এমন ভাবে করিতে হইবে, ছাত্রছাত্রীরা যেন বিদ্যালয়ী পাঠ শেষ করিয়া ডিগ্রী লাভের জন্য উচ্চতর শ্রেণীতে বা উচ্চতর বৃত্তিমূলক বা শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারে। এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়াই, কমিটি উক্ত প্রস্তাবিত ১১ বৎসর ব্যাপী বিদ্যালয়ী শিক্ষা পরিকল্পনায় ইণ্টারমিডিয়েট পাঠ্য বিষয়কেও মাধ্যমিক শিক্ষাসূচীর অন্তর্গত করিতে বলেন। অবশ্য, কমিটি একথাও বলেন যে, ইহা এমন একটি বিষয়, যাহার সম্বন্ধে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কেবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত পরামর্শ করিয়াই গ্রহণ করা সম্ভব।

বিভিন্ন ধরণের মাধ্যমিক বা প্রাথমিকোত্তর বিদ্যালয়গুলি।—কমিটি সুপারিশ করেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি দুই প্রকারের হইবে: উচ্চ বুনিয়াদি বা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত আছে, এমন নিম্ন হাই স্কুল; এবং যথার্থ হাই স্কুল। এগুলিতে একবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা (পঠনমূলক বা শিল্পমূলক) থাকিতে পারে

বা বহুবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা-ও থাকিতে পারে। স্থির হয় যে, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি হইবে শিল্পকেন্দ্রিক। অন্য পক্ষে, অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক শিক্ষার সহিত কারুশিল্প বা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা-ও থাকিবে; তাহাতে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা কেবল পুথিগত না হইয়া যথাসম্ভব বাস্তব এবং কর্মগত হইবে।

নূতন ধরণের হাই স্কুল।—হাইস্কুলগুলিতে ১১+ বৎসর হইতেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি হইবে। এই সকল বিদ্যালয়ে তাই ছাত্রছাত্রীদের ভিন্নতর প্রয়োজন, রুচি ও শক্তি অনুসারে বিভিন্নরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের কর্তব্য হইবে বিদ্যালয়ত্যাগকালীন পরিচয় পত্রে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বিশেষ মানসিক গঠন, রুচি ও শক্তি সম্পর্কে জানাইয়া দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে, সম্ভবত ১০+ বা ১১+ বৎসর বয়সেই ছাত্রছাত্রীদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহা নিরূপণ করা সম্ভব হয়। কারণ, ঐ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিশেষ রুচি ও শক্তি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই ধরা পড়িতে থাকে। তবে সকল শিশুর পক্ষে ধরা পড়া সম্ভব না-ও হইতে পারে। অনেক শিশুর মানসিক গঠন, ১১+ বৎসরে যথেষ্ট পরিমাণে ধরা না পড়িলেও, পরবর্তী দুই বৎসরে, এমন কি তাহার পরেও ধরা পড়িতে থাকে। সুতরাং শিক্ষাসূচী এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, ছাত্রছাত্রী ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত যাহাতে এক ধরণের শিক্ষায় বা বিদ্যালয়ে অনুপযুক্ত হইলে অন্য ধরণের শিক্ষায় বা বিদ্যালয়ে—যথা, সাহিত্যিক হইতে বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক হইতে সাহিত্যিক, পুথিগত হইতে শিল্পগত-বাণিজ্যগত,* বাণিজ্যগত-শিল্পগত হইতে পুথিগত শিক্ষায় বা বিদ্যালয়ে —কিম্বা একই বিদ্যালয়ে বিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিলে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে স্থানান্তরিত করা সম্ভব ও সহজ হইবে। ইহা হইতে স্পষ্টই

* টেকনিক্যাল স্কুলহইতেগুলি সাধারণতঃ একটি বাণিজ্যবিষয়ক বিভাগও থাকিবে।

বোঝা যায় যে, সকল ছাত্রছাত্রীর উপযোগী বিষয়গুলিতে একটি "সাধারণ মূল শিক্ষার" (a common core) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, যাহাতে ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষাকে বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের শেষ তিন বৎসরে সীমাবদ্ধ রাখিয়া মানুষের জ্ঞান ও কর্মের বিভিন্ন শাখার সহিত প্রাথমিক একটি পরিচয় লাভ করিতে পারে।

যাহাতে অতি অল্প বয়সেই ছাত্রছাত্রীরা কোনো বিশেষ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে না পারে, আধুনিক সমগ্র শিক্ষার ধারাই সে জন্য চেষ্টা করিতেছে। কারণ, বিশেষ বিষয়ের আশু শিক্ষার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সামগ্রিক কোনো শিক্ষা লাভে অসমর্থ হয়। "তাহারা গাছের জন্য বন দেখিতে পায় না।" বাড়ন্তবয়সীদের ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য একান্ত প্রয়োজন হইল মানুষ হিসাবে তাহার নিজের ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে উপলব্ধি করা—মানুষ হিসাবে, যে-মানুষের দৈহিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, বা সৌন্দর্য ও সৃষ্টিচেতনাগত প্রয়োজনগুলি সমান। বাড়ন্তবয়সীরা যাহাতে অভ্রান্ত ভাবে পরিণতির ও পরিপূর্ণতার পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেজন্য সাহায্য করাই মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির প্রধান লক্ষ্য। ব্যক্তি হিসাবে, সমাজের অংশ হিসাবে, ভারতীয় ইউনিয়নের নাগরিক হিসাবে, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর বিভিন্ন বিচিত্র সম্ভাবনা যাহাতে পরিপূর্ণরূপে পরিণত ও বিকশিত হইতে পারে সে, বিষয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি ছাত্রছাত্রী-দিগকে সাহায্য করিবে।

বিভিন্ন ধরণের হাই স্কুল ও শিক্ষাসূচী।—কোনো বিশেষ অঞ্চলের ভিন্নতর প্রয়োজন বা সামর্থ্যের দাবী মিটাইবার জন্য একবিধ শিক্ষার উপযোগী বিদ্যালয়গুলি (unilateral schools) ছাড়াও প্রত্যেক মহকুমায় উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম উপকরণসহ একটি করিয়া বিবিধ শিক্ষার উপযোগী (multilateral) হাই স্কুল থাকা বাঞ্ছনীয়। গোড়ার দিকে কোনো বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় বা বিশেষ বিভাগ নির্বাচনে ছাত্রছাত্রীদের যে ভুল হইতে পারে, তাহা সংশোধনের

প্রশ্নটি কমিটি অত্যন্ত সহানুভূতির সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন। এই সংশোধন বা পরিবর্তন যাহাতে সহজে করা সম্ভব হয়, সেজন্য স্থির করিয়াছেন যে, অষ্টম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত (বয়সকাল ১৪+) প্রতি বৎসরের শেষে ছাত্রছাত্রীদিগকে বিদ্যালয় বা বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ দেওয়া হইবে। অষ্টম শ্রেণীর শেষে (বয়সকাল ১৩+) কিশোর ছাত্রছাত্রীরা কোনো ক্রমে তাহাদের স্ব স্ব ব্যক্তিগত রুচি ও শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিবে, আশা করা যায়।

বিভিন্ন প্রকারের বিদ্যালয়ে যাহাতে সকল কিশোরকিশোরীদের জন্য সাধারণ শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একটি সাম্য রাখা যায়, কিংবা এক ধরণের বিদ্যালয় হইতে অন্য ধরণের বিদ্যালয়ে বা এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে ছাত্রছাত্রী-দিগকে সহজে স্থানান্তরিত করা চলে, সে দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মাতৃভাষা, ইংরাজি, সামাজিক জ্ঞান, প্রাচীন ভাষা, অংক, সহজ বিজ্ঞান, কলা, সংগীত, কারুশিল্প এবং ব্যায়াম প্রভৃতির মতো "সাধারণ মূল" (common core) বিষয়গুলির সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী সাব-কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া কতকগুলি সুপারিশ করিয়াছেন। শিক্ষাসূচী এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, যে সকল ছাত্রছাত্রী ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত বিষয় গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে বিজ্ঞান সংক্রান্ত মূল জ্ঞানগুলি অর্জন করিতে হইবে, অন্য পক্ষে যাহারা বিজ্ঞান এবং কারুশিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলি গ্রহণ করিবে, তাহাদিগকে ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধেও সাধারণ পরিচয় লাভ করিতে হইবে। ছাত্রছাত্রীদিগের পরিপূর্ণ, সুস্থ ব্যক্তিত্ব বিকাশের উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সাহিত্যিক শিক্ষা এবং বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি শিক্ষার ত্রুটি সংশোধন করিতে হইবে।

কমিটি সুপারিশ করেন যে, সরকারী শিক্ষা বিভাগ শিক্ষকদিগকে নির্দেশ দানের জন্য একটি পুস্তক (HandBook of Suggestions) প্রকাশ করিবেন।

কারিগরি শিক্ষা।— কারিগরি বা কারুশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাটি বর্তমানে

একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এই শিক্ষার বিষয়ে কমিটি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উপযুক্ত অঞ্চলে কৃষি ও বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষাসহ কারুশিল্প সংক্রান্ত উচ্চ বিদ্যালয় (Technical high school) প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করেন। উক্ত বিদ্যালয়গুলি একশিল্পিক (Mono-technical) বা বহু-শিল্পিক (Poly-technical) হইতে পারে। কেন্দ্রীয় পরামর্শ কমিটি যেরূপ সুপারিশ করিয়াছেন, সেই ভাবেই এই কমিটি নিম্ন কারু বিদ্যালয়গুলির (১৪ হইতে ১৬) এবং উচ্চ কারু বিদ্যালয়গুলির (১৭—২০) উন্নতি বিধান করিতে চান। নিম্ন ও উচ্চ কারু বিদ্যালয়গুলির উপযোগী পাঠ্যতালিকা গঠনের জন্য একটি সাব-কমিটিও নিযুক্ত হইয়াছিল। ওভারসিআরদের পাঠ্য তালিকা সম্পর্কে বিবেচনা করিতে এবং কারিগর বা মিস্ত্রী প্রভৃতির শিক্ষা সম্বন্ধে যথোপযুক্ত কিছু করিতে তাঁহারা পারিবেন কিনা, তাহা আলোচনা করিতে এবং সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অভিমত দিতে তাঁহাদের উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল। কারু শিক্ষা সাব-কমিটির (Technical Education Sub-committee) অভিমত এই যে, নিম্ন বা উচ্চ কারু শিক্ষালয়গুলি ঠিকমত তাঁহাদের আলোচনার আওতায় আসে না; কারণ, নিম্ন কারু শিক্ষালয়গুলির উদ্দেশ্য হইল বিশেষ ব্যবসায় বা পেশা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া; আবার, উচ্চ কারু শিক্ষালয়গুলির উদ্দেশ্য হইল উচ্চতর কারুবিদ্যায় শিক্ষা দেওয়া। এই সাব-কমিটি যে সমস্ত প্রধান সুপারিশ করেন, সেগুলির অন্যতম ছিল বিজ্ঞান ও কারুশিল্প সংক্রান্ত শিক্ষাসূচী হইতে প্রাচীন ভাষাকে বাদ দেওয়া। জেনারেল কমিটি এই সুপারিশ গ্রহণ করেন নাই।

বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা।—মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইল একদিকে ছাত্র-ছাত্রীর সাধারণ সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন রুচি, শক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে যথাসম্ভব বিভিন্নরূপ শিক্ষাসূচীর প্রবর্তন করা। তাই কমিটি মনে করেন, কোনো বিশেষ বিষয়ের শিক্ষা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি

আরম্ভ করা উচিত হইবে না। হাইস্কুলের শিক্ষার শেষ তিন বৎসরেই এই বিশেষ শিক্ষার প্রবর্তন চলিবে।

প্রথম তিন বৎসরের জন্য শিক্ষাসূচী প্রায় সকলের পক্ষেই এক রূপ থাকিবে। সাধারণ ও মূল বিষয়গুলিই হইবে এই শিক্ষাসূচীর ভিত্তি। কিশোরকিশোরীরা, ১৪+ বৎসর বয়সে, এই সকল মূল বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব সামর্থ্য বুঝিতে পারিবে এবং বহুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রেই কোন বিশেষ দিকে তাহাদের রুচি ও শক্তি রহিয়াছে, তাহা লক্ষিত হইবে। সুতরাং, এই সময়ে শিক্ষাসূচীতে বিষয়সূচীর বিভিন্নতা আনিতে পারা যাইবে। কিন্তু "সাধারণ মূল" শিক্ষার বিষয়-গুলি তখনো ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাসূচীর চারভাগের তিন ভাগ অধিকার করিয়া থাকিবে। নির্বাচনের উপযোগী বিষয়ের সংখ্যা অধিক হইলে সেগুলি সকলের রুচি এবং শক্তির দাবী মিটাইতে সক্ষম হইবে। সুতরাং এই সমান্তরাল শিক্ষাসূচীতে কতকগুলি বিভিন্নমুখী বিশেষ ধারা থাকিবে—যে ধারাগুলি একই প্রধান ধারায় প্রবাহিত হইয়া পরে নিজ নিজ বিভিন্ন পথে অগ্রসর হইবে এবং উক্ত প্রধান ধারার মধ্যে সাধারণভাবে সমস্ত বিভিন্ন ধারাগুলিই বর্তমান থাকিবে। এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ধারা হইতে অন্য একটি রিশেষ ধারায় স্থানান্তরণ অতি সহজেই সম্পন্ন হইতে পারিবে। উহাতে শিশুর উপর কোনো বিশেষ ধারার অবাঞ্ছিত প্রভাব পড়িবে না বা শিশুর মানসিক ভারসাম্য-ও নষ্ট হইবে না।

হাইস্কুলগুলিতে বাধ্যতামূলক ভাষা শিক্ষার সূচী।—সকলেই স্বীকার করেন, ভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নটি অত্যন্ত জটিল। এই প্রশ্ন সম্পর্কে কমিটি দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াছেন। দেশের বর্তমান পটভূমিকায় মাধ্যমিক শিক্ষার কোনো একটি স্তরে রাষ্ট্রভাষাকে (Federal Language) স্থান দিতেই হইবে। সেই সংগে ইহাও কমিটি সমানভাবে অনুভব করেন যে, আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি এবং এমন কি আজিও আমাদের জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে সংস্কৃত ভাষা, তাহাকে শিক্ষাসূচীতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিতে হইবে। ইহাও

স্বীকৃত হইয়াছে, অন্ততপক্ষে চারি বৎসর কাল মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিলে কোনো প্রাচীন ভাষা শেখা সম্ভব নহে। ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর আজিকার অবস্থার দিক হইতে বিচার করিলে ইংরাজি ভাষাকেও শিক্ষা-সূচীতে বাধ্যতামূলক না রাখিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ভাষা বাংলা সম্পর্কে তো কোনো মতভেদ থাকিতেই পারে না। সুতরাং ভাষার এই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি দাঁড়াইতেছে এই যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষার কোন্ কোন্ বিভিন্ন স্তরে এই ভাষাগুলি শিক্ষা দিতে হইবে, অথচ তাহাতে কোনো বিশেষ স্তরেই উহা বোঝায় পরিণত হইবে না। অবশেষে স্থির হয় যে, ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আগাগোড়া বাংলা এবং ইংরাজি ভাষা বাধ্যতামূলক থাকিবে। বর্তমানে দশ বা এগারো বৎসর ধরিয়া শিক্ষার ফলে ইংরাজি ভাষায় যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা মাত্র ছয় বৎসরের শিক্ষায় লাভ করা সম্ভব হইবে কিনা, সে বিষয়ে কোনো কোনো সদস্য সংশয় পোষণ করেন। তবে কমিটি মনে করেন, ইংরাজি ভাষা শিক্ষার উন্নততর রীতি এবং ছাত্রছাত্রীদের অধিকতর মানসিক পরিণতির ফলে তাহা সম্ভব হইবে। রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে প্রায় সকলেরই এই মত যে উহাকে বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর বেশ গোড়ার দিকেই শুরু করিতে হইবে। উহাকে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ পর্যন্ত পড়াইবার প্রয়োজন নাই। ছাত্রছাত্রীদিগকে রাষ্ট্রভাষায় কথা বলিবার যোগ্যতা দিতে তিন বৎসরই যথেষ্ট হইবে, এমনও মনে করা হয়। সুতরাং স্থির হয় যে, রাষ্ট্রভাষা (হিন্দী) প্রাথমিকোত্তর শ্রেণীগুলিতে তিন বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে। প্রাচীন ভাষা শিখিবার জন্য অন্ততপক্ষে চারি বৎসর সময় লাগিবে। সুতরাং স্থির হয় যে, সংস্কৃত বা আরবিক ভাষার মতো প্রাচীন ভাষাগুলিকে মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ চারি বৎসর সকল ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হইবে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন ভাষাগুলিকে যাহারা ভাষা ও সাহিত্য পড়িবে, কেবল মাত্র তাহাদের জন্য এবং তিন বৎসরের জন্য বাধ্যতামূলক করা

উচিত। কিন্তু কমিটির অধিকাংশ সদস্যই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, মাধ্যমিক শিক্ষার শেষ বৎসরে ছাত্রছাত্রীদিগকে মাত্র তিনটি ভাষা পড়িতে হইবে। এখনো তাহারা তাহাই পড়িতেছে। সুতরাং বাধ্যমূলক এই ভাষা-শিক্ষার সূচীটিকে আপাতদৃষ্টিতে দুরূহ মনে হইলেও, বস্তুত তাহা নহে। কমিটির সুপারিশ অনুসারে পুনর্গঠিত মাধ্যমিক শিক্ষাসূচীতে ভাষার স্থান হইবে নিম্নলিখিত রূপ :—

বাংলা	ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্রেণী।
ইংরাজি	ষষ্ঠ হইতে একাদশ শ্রেণী।
রাষ্ট্রভাষা (হিন্দী)	ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী।
প্রাচীন ভাষা—সংস্কৃত, আরবিক, পারসিক, পালি প্রভৃতি	অষ্টম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী।

কমিটি স্থির করেন যে, উচ্চ বুনিয়াদী স্তরেও ছাত্রছাত্রীদিগকে হাই স্কুলের মতোই বাংলা এবং রাষ্ট্র ভাষা শিখিতে হইবে, ইংরাজি না শিখিলেও চলিবে। কমিটির অভিমত এই যে, ছাত্রছাত্রীদের এক ধরণের বিদ্যালয় হইতে অন্য ধরণের বিদ্যালয়ে সহজে যাওয়া ব্যাহত হইতে পারে, এমন কিছুই করা চলিবে না।

শিক্ষাসূচী।—সতর্ক আলোচনা ও বিবেচনার পর কমিটি মূল বিষয়গুলির শিক্ষা সম্বন্ধে মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী সাব-কমিটির নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি গ্রহণ করিয়াছেন :—

নিম্ন (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) হাইস্কুলের জন্য সাধারণ মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি

(১) বাংলা।
(২) ইংরাজি।

(৩) অংক।

(৪) সামাজিক জ্ঞান (একত্রে ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান ও ভূগোল)।

(৫) সাধারণ বিজ্ঞান বা ছাত্রীদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

(৬) রাষ্ট্র ভাষা (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)।

(৭) প্রাচীন ভাষা (অষ্টম শ্রেণী), সংস্কৃত, পালি, পারসিক, আরবিক ইত্যাদি।

(৮) চিত্রকলা ও সংগীত।

(৯) হস্তশিল্প।

(১০) ব্যায়াম শিক্ষা, স্বাস্থ্য-চর্চা, তৎসহ ব্যক্তিগত এবং সামাজিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

নিম্ন (ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) হাইস্কুলের জন্য সাধারণ মূল শিক্ষণীয় বিষয়গুলি

(১) বাংলা।

(২) প্রাচীন ভাষা।

(৩) ইংরাজী।

(৪) সাধারণ বিজ্ঞান (পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব)। ছাত্র-ছাত্রীদিগকে কোনো প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক কাজ করিতে হইবে না।

(৫) সামাজিক জ্ঞান, তৎসহ প্রাথমিক অর্থনীতি। এই পাঠ্য বিষয়ে গত একশত বৎসরের ভারতবর্ষের সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও থাকিবে।

(৬) দেহ সংক্রান্ত শিক্ষা (পরীক্ষার জন্য নহে)।

(৭) স্ব-নির্বাচিত প্রয়োগমূলক শিক্ষা—শিল্প বিভাগের জন্য, (বিভাগ 'ক') —চিত্রকলা অথবা সংগীত, অথবা সূতা কাটা ও কাপড় বোনা, রং করা, অথবা

চামড়ার কাজ, অথবা দর্জির কাজ ; অথবা বাগান করা, অথবা খাতা বাঁধাই ইত্যাদি। (পরীক্ষার জন্য নহে)।

অথবা

স্ব-নির্বাচিতসংস্কৃতিমূলক শিক্ষা—বিজ্ঞান, কারুশিল্প এবং বাণিজ্যবিষয়ক বিভাগের জন্য (বিভাগ 'খ' 'গ' ও 'ঘ'।)—চিত্রকলা, অথবা সংগীত, অথবা বাংলা সাহিত্য, অথবা পৃথিবীর ইতিহাস অথবা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা (পরীক্ষার জন্য নহে)।

(৮) শিল্প বিভাগের ('ক' বিভাগের) ছাত্রছাত্রীরা নবম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ মূল বিষয় রূপে অংক পড়িবে।

হাইস্কুলে (নবম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী) বিশেষ পাঠের ব্যবস্থা

পঠনমূলক (Academic) হাইস্কুল

'ক' বিভাগ (কলাবিষয়ক শিক্ষাসূচী)

বাধ্যতামূলক "মূল" বিষয়গুলি ছাড়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির **যে কোনো দুইটি** বাছিয়া লইতে ইইবে :—

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্তসার।
(২) ভূগোল (ভারত ও পৃথিবী)।
(৩) অংকশাস্ত্র।
(৪) একটি আধুনিক ভাষা (মাতৃভাষা ছাড়া)।
(৫) ইংরাজি সাহিত্য।

এই দুইটি ছাড়া, ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির **যে কোনো**

একটিকে অতিরিক্ত স্ব-নির্বাচিত বিষয়রূপে দশম ও একাদশ শ্রেণীতে **লইতেও পারিবে** :—

(১) তর্কশাস্ত্র।
(২) অর্থশাস্ত্র।
(৩) গৃহশিল্প।
(৪) চিত্রকলা। (শক্ত রকমের)
(৫) সংগীত। (")
} যাহারা চিত্রকলা এবং সংগীতকে একটি "মূল" বিষয় রূপে গ্রহণ করিয়াছে, কেবল তাহাদের জন্য।

'খ' বিভাগ (বিজ্ঞান সংক্রান্ত শিক্ষাসূচী)

"মূল" বিষয়গুলি এবং অংকশাস্ত্র ছাড়া (অংকশাস্ত্র এই বিভাগের জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে), ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির **যে কোনো দুইটি** লইতে হইবে :—

(১) পদার্থবিদ্যা।
(২) রসায়ন।
(৩) ভূতত্ত্ব।
(৪) জীববিদ্যা (Biology) ।
(৫) ভূগোল।

দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির **কোনো একটি লইতেও পারিবে** :—

(১) উচ্চতর অংকশাস্ত্র (Advanced Mathematics) ।
(২) কৃষিবিদ্যা।
(৩) শারীরবৃত্ত (Physiology) ।
(৪) রঞ্জন বিদ্যা (Dyeing) ও শ্রমমূলক চিত্রকলা (Industrial Art)।
(৫) সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক মানবতত্ত্ব।

শিল্পমূলক (টেকনিক্যাল) হাইস্কুল

'গ' বিভাগ (টেকনিক্যাল বা শিল্পমূলক পাঠ্যতালিকা)

"মূল" বিষয়গুলি, এবং অংকশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যাসংক্রান্ত অংকন এবং কারখানাগত প্রয়োগ ছাড়া (অংকশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা সংক্রান্ত অংকন এবং কারখানাগত প্রয়োগ, এগুলিও এই বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে) ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনো একটি লইতে হইবে ঃ—

(১) পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন।

(২) প্রাথমিক যন্ত্রবিদ্যা (Elementary Engineering), তৎসহ প্রয়োগমূলক বলবিদ্যা (Applied Mechanics), প্রয়োগমূলক তাপ ও তাড়িত শক্তি (Applied Heat and Electricity)।

(৩) শ্রমমূলক চিত্রকলা।

(৪) রাসায়নিক শিল্পবিদ্যা (Chemical Technology)।

(৫) কৃষিবিদ্যা।

তাহাছাড়া, ছাত্রছাত্রীরা দশম ও একাদশ শ্রেণীতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির যে কোনো একটিও লইতে পারিবে ঃ—

(১) উচ্চতর অংকশাস্ত্র (Advanced Mathematics).

(২) উচ্চতর অংকনবিদ্যা (Abvanced Drawing).

(৩) উচ্চতর পদার্থবিদ্যা (" Physics)

(৪) উচ্চতর রসায়ন (" Chemistry)

(৫) প্রাথমিক বেতার যন্ত্রবিদ্যা (Elementary Radio Engineering).

'ঘ' বিভাগ (বাণিজ্যবিষয়ক পাঠ)

'মূল' বিষয়গুলি এবং বাণিজ্যবিষয়ক ইংরাজি ছাড়া (বাণিজ্যবিষয়ক

ইংরাজিও এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বাধ্যতামূলক থাকিবে), ছাত্রছাত্রী-দিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দুইটি লইতে হইবে :—

(১) হিসাব রক্ষণ (Book Keeping) ও গণনবিদ্যা (Accountancy).

(২) ব্যবসায়িক রীতি, পত্রালাপ ও সংগঠন (Business Methods, Correspondence and Organisation)।

(৩) শর্টহ্যাণ্ড (দ্রুতলেখন) ও টাইপ রাইটিং।

(৪) বাণিজ্যবিষয়ক ভূগোল এবং বাণিজ্যবিষয়ক পাটীগণিত।

(৫) একটি আধুনিক ভাষা (মাতৃভাষা ছাড়া)।

তাহা ছাড়া, দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির মধ্যে **যে কোনো একটিও লইতে পারিবে :—**

(১) উচ্চতর হিসাব রক্ষণ এবং গণনবিদ্যা।

(২) উচ্চতর ব্যবসায়িক রীতি, পত্রালাপ এবং সংগঠন।

(৩) সেক্রেটারির উপযোগী কর্মশিক্ষা (Secretarial Practice)।

(৪) বিজ্ঞাপন ও দোকানদারি (Salesmanship)।

(৫) প্রয়োগমূলক অর্থনীতি।

পঠনমূলক ও শিল্পমূলক পাঠ্যতালিকার মধ্যে সাম্যবিধান। কমিটির অভিমত এই যে, পঠনমূলক, শিল্পমূলক ও বাণিজ্যমূলক পাঠ্যতালিকার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ ভারসাম্য রাখিতে হইবে।

শিক্ষার মান।—মাধ্যমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীদিগকে এমন পরিমাণ শিক্ষা দিতে হইবে, তাহারা যেন মাধ্যমিক পাঠ শেষ করিয়া যে-সাধারণ পরীক্ষা দিবে, তাহাতে পাশ করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি (ডিগ্রী) লাভের জন্য পড়িতে বা উপার্জনশীল এবং উচ্চতর কারু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারে।

শিক্ষক।—সুপারিশ অনুসারে, নূতন মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে সকল শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহাদের জ্ঞানের ও শিক্ষার পরিধি এরূপ বিস্তৃত, বিচিত্র এবং

বিশদ হওয়া প্রয়োজন যে, তাঁহারা যেন ছাত্রছাত্রীদের বিস্তৃত ও বিচিত্র রুচি এবং শক্তি অনুসারে শিক্ষা দিতে পারেন। অবশ্য, ইহা স্বীকার করা হইয়াছে যে, গোড়ার দিকে এমন কি বিবিধবিষয়ক বিদ্যালয়গুলির পক্ষেও বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রকে বেশী বিস্তৃত করা সম্ভব হইবে না।

উপকরণ।—প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একটি করিয়া সমাবেশ কক্ষ এবং ব্যায়ামাগার থাকিবে। (বিদ্যালয় অত্যন্ত ছোট হইলে সমাবেশ কক্ষ এবং ব্যায়ামাগার একত্রে হইলেও চলিবে।) তৎসহ বিদ্যালয়ে থাকিবে একটি গ্রন্থাগার, একটি বিজ্ঞানাগার, একটি চারু ও কারু শিল্পাগার, জলযোগের জন্য একটি কক্ষ বা আচ্ছাদিত মণ্ডপ এবং প্রয়োগমূলক কার্যকলাপের উপযোগী কতিপয় কক্ষ। শ্রবণ ও দর্শন, উভয়বিধ শিক্ষার উপযোগী, বহুমূল্য না হইলেও যথাযোগ্য, যন্ত্রপাতি রাখিতে হইবে। ব্যায়ামাগারেও যথাযোগ্য সাজসরঞ্জাম চাই। খেলাধূলার জন্য সুবিস্তৃত সমতল মাঠ থাকিবে। মাঠটি বিদ্যালয় সংলগ্ন হইবে: আশে পাশে অনতিদূরে হইলেও চলিবে।

ছাত্রসংখ্যা ও বৃত্তি।—প্রতি ক্লাশে, বিশেষত নিচের ক্লাশে, ৩০ জনের অধিক ছাত্র থাকিলে চলিবে না। ছাত্রছাত্রীদের পিতা বা অভিভাবকের উপার্জনের পরিমাণ হিসাবে গরীব ও যোগ্য ছাত্রছাত্রীকে অকৃপণ ভাবে বৃত্তি ও অবৈতনিক পাঠের সুযোগ দিতে হইবে।

পাঠ্যতালিকার স্বরূপ।—মূল বিষয়গুলির শিক্ষণীয় বস্তুকে দৈনন্দিন জীবন এবং বর্তমান পৃথিবীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত রাখিতে হইবে। সংগীত বা হস্ত-শিল্পের মতো কলাবিদ্যা এবং অন্যান্য সৃজনমূলক কার্যকলাপের প্রতি অধিকতর লক্ষ্য দিতে হইবে। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর পক্ষেও যেমন, যে সকল ছাত্রছাত্রী পঠনমূলক শিক্ষায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছে, তাহাদের পক্ষে-ও তেমনি সৃজনমূলক শিক্ষার মূল্য আছে। সমস্ত স্তরেই শিক্ষাকে যথাসম্ভব বাস্তবিক এবং প্রয়োগমূলক করিয়া তুলিতে হইবে।

ভ্রমণ, অভিযান ইত্যাদি।—জীবনের বাস্তবতার সহিত ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইতে পারে, সেজন্য বৎসরে একবার কি দুইবার তাহাদের বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাউনি ফেলিয়া থাকা, ভ্রমণ ও অভিযানের ব্যবস্থা প্রভৃতি করিতে হইবে।

শিক্ষার মূল উপাদান।—নূতন মাধ্যমিক শিক্ষার ভিত্তি হইবে ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক মংগলের প্রতি লক্ষ্য দান, তাহাদের আদর্শকে গড়িয়া তোলা, তাহাদের চিন্তাগুলিকে যুক্তিপূর্ণভাবে সাজাইয়া মাতৃভাষার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া, তাহাদের ক্রটিহীনভাবে শিক্ষালাভ, তাহাদের অবস্থা বিশেষের সহিত নিজেদিগকে খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা ও স্বাধীন চিন্তা শক্তির অর্জন এবং কলাশিল্পের মধ্য দিয়া তাহাদের সৃজনী বৃত্তির প্রকাশ। না বুঝিয়া-শুঝিয়া কেবল কণ্ঠস্থ করিয়া শিক্ষালাভের যে রীতি প্রচলিত আছে, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ের নৈতিক আবহাওয়া ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ গঠনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী; সুতরাং বিদ্যালয়গুলিতে আগাগোড়া একটি নৈতিক আবহাওয়া বজায় রাখিতে হইবে। মনে হয়, সমগ্র দিনের কাজ শুরু করিবার জন্য একটি ভক্তিমূলক সূচীসহ প্রাতঃকালীন সমাবেশটি বিদ্যালয়ে নৈতিক আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে বা তাহা বজায় রাখিতে খুবই কাজে আসিবে।

স্বাস্থ্য বিভাগ।—কমিটি ছাত্রছাত্রীদিগের স্বাস্থ্য এবং শারীরিক যোগ্যতার উপর যথাসম্ভব অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। সুপারিশ করেন যে, প্রাথমিক স্তরের জন্য যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি মাধ্যমিক স্তরেও ছাত্র-ছাত্রীদের জলযোগের ব্যবস্থা সহ একটি স্বাস্থ্য বিভাগ থাকিবে। এই স্বাস্থ্য বিভাগ বা হেল্‌থ সার্ভিসকে সরকারী শিক্ষা বিভাগই নিয়ন্ত্রিত করিবেন। অবশ্য, এই স্বাস্থ্য বিভাগকে জনস্বাস্থ্য বিভাগের সহিত পরিপূর্ণ সহযোগ রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।

সহ-শিক্ষা।—মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা অনুমোদন করা যাইবে কি না, ইহা লইয়া প্রচুর বাক্‌বিতণ্ডা হয়। কতিপয় সদস্য বলেন যে, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর মিলিত ব্যবস্থা, পৃথক বসিবার বন্দোবস্ত, পৃথক বিশ্রাম কক্ষ প্রভৃতির উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে সহ-শিক্ষায় কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এইরূপ কোনো ব্যবস্থা না থাকায়, দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির হয় যে, মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা বাঞ্ছনীয় নহে, এবং বর্তমান অবস্থায় সরকারী শিক্ষা নীতি হিসাবেও উহা গৃহীত হইতে পারে না। অবশ্য, কমিটি একথাও মনে করেন যে, উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকিলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে সহ-শিক্ষার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। মাধ্যমিক শিক্ষার সাধারণ নীতি অনুসারে সহ-শিক্ষাকে গ্রহণের সময় এখনও আসে নাই।

শেষ পরীক্ষাগুলি।—বিদ্যালয়ের বাহিরে সাধারণ ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের নীতিটিকে কমিটি ভালো চোখে দেখেন না, যথাসম্ভব সেগুলি এড়ানো উচিত মনে করেন এবং বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বিভিন্ন রেকর্ডের উপরই তাঁহারা অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। উহার প্রধান কারণ, বিদ্যালয়ের বাহিরে গৃহীত পরীক্ষায় বিচার সন্তোষজনক হয় না, এবং এমন কি বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার উপরও নির্ভর করা চলে না। পরীক্ষার উক্ত রূপ ব্যবস্থাকে কেবল 'অপরিহার্য মন্দ' বা necessary evil রূপে সহ্য করিতে হইতেছে। তাই কমিটি স্থির করেন যে—

(ক) উচ্চ বুনিয়াদী (মধ্য) স্তরের শেষে একটি আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা হইবে। তবে সার্টিফিকেট বা পরিচয় পত্র দিবার সময় বিদ্যালয়ে রক্ষিত ছাত্রছাত্রীর ধারাবাহিক সমস্ত রেকর্ডের উপরও নির্ভর করিতে হইবে।

(খ) মাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি সাধারণ ভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা (Public Examination) হইবে। এই পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কারুশিল্প বা উপার্জনশীল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ভর্তি হইবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষার কাজ

করিতে পারিবে। যাহারা উক্ত সাধারণ পরীক্ষায় যোগ দিবে না, বা দিতে পারিবে না, তাহাদিগকে বিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, রক্ষিত বিভিন্ন রেকর্ড এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে গৃহীত অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের সাক্ষ্যরূপে বিদ্যালয় ত্যাগকালীন পত্র দিতে হইবে।

মাধ্যমিক স্তরের শেষে গৃহীত সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাটিকে একই সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাধ্যমিক স্কুল বোর্ড পৃথক ভাবে গ্রহণ করিতেছেন, এইরূপ কোন পরিস্থিতির যদি উদ্ভব হয়, সেকথা ভাবিয়া কমিটি অভিমত প্রকাশ করেন যে, মাধ্যমিক স্তরের শেষে বহুসংখ্যক সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে।

এই বিষয়ে কমিটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের মিলিত কমিটির সুপারিশের (১৯৪২) সহিত একমত যে, শিক্ষা, অর্থ ব্যয় এবং ব্যবস্থাপনা, সকল দিক হইতেই মাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি মাত্র পরীক্ষাই বাঞ্ছনীয় এবং এই পরীক্ষাটি এই ধরণের হইবে যে, যে সকল ছাত্রছাত্রী বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া উপার্জনে ব্যাপৃত হইবে বা যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইবে, তাহাদের সকলের পক্ষেই উক্ত পরীক্ষা উপযোগী হইবে।

শিক্ষক এবং তাঁহাদের শিক্ষা—প্রাথমিক শিক্ষার বেলাতে যেমন করিয়াছিলেন, মাধ্যমিক শিক্ষার বেলাতেও কমিটি তেমনিভাবে শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ এবং শিক্ষকদের ট্রেণিংএর উপর যথাসম্ভব জোর দিয়াছেন। কারণ, শিক্ষাপদ্ধতির উৎকর্ষ এবং শিক্ষকদের ট্রেণিং ছাড়া নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা-পদ্ধতি কখনো সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না। বস্তুত, উহাকে কেন্দ্র করিয়াই সমস্ত শিক্ষাপদ্ধতিটি গঠিত হইয়াছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার উৎকর্ষ না হইলে বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত লোক জুটিবে না এবং উচ্চতর পঠনমূলক বা শিল্পমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতেও

নিয়মিতভাবে উপযুক্ত প্রকারের ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাইবে না। সুতরাং মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদিগের গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক।

(ক) **শিক্ষকদের যোগ্যতা**—মাধ্যমিক শিক্ষাকাল বর্ধিত করিয়া এগারো বৎসর করায়, উপরের তিনটি শ্রেণীতে যে 'গ্র্যাজুয়েট ট্রেণ্ড' শিক্ষকের অবশ্য প্রয়োজন ঘটিবে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। অবশ্য চিত্রকলা, সংগীত, কারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়গুলিতে যে সকল বিশেষজ্ঞ শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিবে। সর্বোচ্চ শ্রেণীতে (একাদশ শ্রেণীতে) যাঁহারা শিক্ষাদান করিবেন, তাঁহাদিগকে অপেক্ষাকৃত অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন হইতে হইবে। কারণ, অন্যথায় শিক্ষাদান সম্ভব হইবে না। এবং নিম্নতর শ্রেণীগুলিতেও আই. এ. বা আই. এস্-সি. পাশ করেন নাই বা অনুরূপ কোনো যোগ্যতা অর্জন করেন নাই, এমন শিক্ষক থাকিলে চলিবে না।

(খ) **শিক্ষকদের ট্রেণিং**—কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্ত শিক্ষককেই আগামী নয় বৎসরের মধ্যে ট্রেণিং লইতে হইবে, এবং সেজন্য তাঁহাদিগকে সকল সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইবে। কমিটি একথা-ও বলেন যে, শিক্ষকরা ইতি-পূর্বে যে ধরণের ট্রেণিং পাইয়াছেন, তাহাতেও সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনিতে হইবে। বর্তমান ট্রেণিং প্রয়োগমূলক হইবে। তাহাতে হস্তশিল্প, কারুশিল্প এবং শারীরিক ব্যায়াম সংক্রান্ত শিক্ষাও থাকিবে। কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সুপারিশ অনুসারে, গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ট্রেণিংএর সময় এক বৎসর হইবে। শিক্ষান্তে তাঁহারা একটি ট্রেণিং সংক্রান্ত ডিগ্রী পাইবেন। কতিপয় সদস্য প্রস্তাব করেন যে, ট্রেণিংএর সময় দেড় বৎসর হওয়া উচিত। কিন্তু বর্তমানে ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাল্পতা এবং এই নিয়মের ফলে ট্রেণিং-প্রাপ্ত শিক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে বাধা ঘটিবে, তাহা বিবেচনা করিয়া উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। আণ্ডারগ্র্যাজুয়েটদের ক্ষেত্রে, তাঁহাদের সাধারণ

শিক্ষা সন্তোষজনক না হওয়ায়, একটি পৃথক দুই বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স প্রবর্তিত করা হইবে। তবে যে সকল শিক্ষক সুদীর্ঘকাল ধরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করিতেন, তাঁহাদের ক্ষেত্রে ট্রেণিংর কালকে সংক্ষিপ্ত করাই বাঞ্ছনীয় মনে হয়। সুতরাং কমিটি স্থির করেন যে, যে সকল আন্‌ট্রেন্‌ড শিক্ষক দশ বৎসরের অধিককাল মাধ্যমিক শিক্ষালয়ে কাজ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য একটি ছয় মাসব্যাপী সংক্ষিপ্ত বিশেষ ট্রেণিংএর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কমিটি এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করেন যে, চিত্রকলা, সংগীত, কারুশিল্প, ব্যায়াম প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষকদের ট্রেণিংএর জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।

(গ) **বেতন**—কমিটির অভিমত এই যে, উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের হার এমন হওয়া উচিত যে, যাহাতে মাধ্যমিক শিক্ষার সাফল্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিরাও শিক্ষকতা করিতে আসেন।

বুদ্ধি পরীক্ষা—শিক্ষা এবং ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বুদ্ধির পরীক্ষা গ্রহণের গুরুত্ব এই কমিটি স্বীকার করেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় তাহার অসুবিধা বুঝিতে পারেন, বাংগালী ছাত্রদের বুদ্ধি-পরীক্ষার কোনো সুনিয়মিত মাপ-কাঠি নাই। মাঝে মাঝে ব্যক্তিগতভাবে এদিকে চেষ্টা হইয়াছে, তবে সুসংবদ্ধভাবে এদিকে কেনো প্রচেষ্টা বা কাজ হয় নাই।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগে শিক্ষক ট্রেণিং কলেজগুলিতে এ বিষয়ে সুব্যবস্থিতভাবে কাজ করিতে হইবে। বিভিন্ন পরীক্ষার বিশ্লেষণ, শিশুদের বয়স নির্ণয় এবং পরীক্ষাগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ, প্রভৃতি সমস্ত প্রাথমিক ব্যাপারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সাহায্য করিবেন।

বুদ্ধির পরীক্ষা অথবা অন্যান্য বহু পরীক্ষার ব্যবস্থা আজো ত্রুটিহীন না হইলেও সেগুলির প্রচুর উপযোগিতা রহিয়াছে। এই সকল বা অন্যান্য অনেক পরীক্ষার

দ্বারা ১১+ বৎসর বয়সে অনেকখানি নির্ভুলভাবে বুদ্ধিমান এবং নির্বোধ শিশুদিগকে বাছিয়া ফেলা যায়। তাহাতে পরে অনেকখানি স্থির বিশ্বাসের সংগে ছাত্রছাত্রীদিগকে শিক্ষা বা তাহাদের পেশা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়।

এ পর্যন্ত বাংলা, তথা ভারতের শিক্ষক এবং শিক্ষাব্রতীরা ইংরাজি বা আমেরিকান পরীক্ষার পদ্ধতি—অনেক ক্ষেত্রে সেগুলির বাংলা সংস্করণ মাত্র ব্যবহার করিতেছিলেন; সেগুলিকে একটুকু আধটুকু পরিবর্তন করা হইত বটে, কিন্তু তাহাতে প্রথমে এই পরীক্ষাকে সুনিয়মিত করিয়া তুলিবার জন্য যে পদ্ধতি বা নীতির প্রয়োগ করা প্রয়োজন, তাহা করা হইত না। এখন এই প্রদেশের নিজস্ব পরীক্ষার রীতিনীতি আবিষ্কার করিবার সময় আসিয়াছে। কারণ, এই সুবিস্তৃত ক্ষেত্রে গবেষণা এবং পরীক্ষা চালাইবার জন্য অন্ততপক্ষে তিন চার বৎসর প্রয়োজন, সুতরাং এই গবেষণা ও পরীক্ষা অবিলম্বে সুরু করা দরকার।

গ্রেট বৃটেনে বুদ্ধির সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পরীক্ষাগুলি সমস্তই বিভিন্ন শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। এখানে পশ্চিম বংগেও যদি অনুরূপভাবে একদল মনস্তাত্ত্বিক, ট্রেণিংপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং সুপ্রচুর জ্ঞানসম্পন্ন পিতামাতার সন্ধান মেলে, তাহা হইলে বুদ্ধি পরীক্ষার একটি সুনিয়মিত মান আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। যাহার ফলে অবশেষে সকলকেই শিক্ষা-সংক্রান্ত "সমান" সুযোগসুবিধা দেওয়া যাইতে পারে। যদি কোনো, মনস্তাত্ত্বিক সংঘ ট্রেণিং ব লেজগুলিতে বা স্বতন্ত্রভাবে সরকার কর্তৃক সংগঠিত হয়, তবে তাঁহারাই এই দায়িত্বগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হইবেন।

নিয়মিত বুদ্ধির এবং অন্যান্য পরীক্ষার দ্বারা শিশুর বুদ্ধিগত এবং অথবা শিক্ষাগত অবস্থা বুঝিতে হইলে আগেই শিশুর বয়ঃক্রম জানিতে হইবে। পরীক্ষার কোনো একটি সুনির্দিষ্ট মান স্থির করিবার জন্যও শিশুদের

প্রতিনিধি হিসাবে ব্যবহৃত নমুনাগুলির সত্যকারের বয়ঃক্রম জানা অবশ্য প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইয়াছে। সুতরাং কখন শিশুর শিক্ষারম্ভ আবশ্যক হইবে, তাহা জানিবার জন্যও শিশুদের বাস্তবিক বয়ক্রম জানা অপরিহার্য। কমিটি মনে করেন, দেশে শিশুর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করিবার নিয়মকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে এবং নিয়ম করিতে হইবে যে, শিশুর জন্মের এক মাসের মধ্যেই যেন উহা লিপিবদ্ধ করানো হয়। এই নিয়ম যখন প্রবর্তন করিতে হইবে, তখন এখনও সময় হয় নাই বা উহাতে জনসাধারণের উপর বেশী চাপ পড়িবে, এইরূপ অজুহাতে এ বিষয়ে আইন প্রণয়নে বিলম্ব করিলে চলিবে না।

সমস্ত শ্রেণীর লোকের যোগ্যতা নির্ণয় বা আবিষ্কার করাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হইবে। সুতরাং সেজন্য অন্যান্য পরীক্ষাসহ বুদ্ধির পরীক্ষাকেও ব্যবহার করিতে হইবে। এই পরীক্ষার জন্য বয়ঃক্রম জানা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, বয়ক্রম না জানিয়া কাহারও মানসিক বয়স বা পরিণতি জানা সম্ভব নহে।

পেশা গ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশ—প্রধান শিক্ষক, প্রধান শিক্ষয়িত্রী এবং সেই সংগে অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীরা ছাত্রদের প্রত্যেকের রেকর্ড কার্ডের সাহায্যে তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণাবলীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবেন। তাঁহারা ছাত্রছাত্রীদের পিতামাতা বা নিয়োগকর্তাদের এ বিষয়ে নির্ভুলভাবে উপদেশ দিতে পারিবেন। বিচক্ষণ প্রধান শিক্ষক বা প্রধানা শিক্ষিকারা কর্মে নিয়োগকারীদের সহিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো নিয়োগ পরিষদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগ রাখিবেন। তাহাতে তাঁহারা কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ রুচি ও ক্ষমতা এবং তাহাদের পিতামাতাদের ইচ্ছা ও অভিরুচি, সকল কিছুর সহিত সুপরিচিত হইতে পারিবেন। মূলকথা হইল যে, যে কোনো

প্রকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয় হইতে ছাত্রছাত্রীরা বাহির হউক না কেন, তাহারা কি ধরণের মানুষ, তাহার খানিকটা সাক্ষ্য লইয়া যাইতে পারিবে এবং এই সাক্ষ্যকে নিয়োগকর্তারা স্থির বিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন। ফলে, তাহা ছাত্রছাত্রীদিগকে উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দিবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ—বাংলা দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ এবং উন্নয়নের সমস্যাটি দীর্ঘকাল ধরিয়া কণ্টকাকীর্ণ হইয়া আছে। বংগীয় আইন সভায় পর পর মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত বহু বিলই ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ, এই বিলগুলি যেরূপ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিল, তাহা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। কমিটি এইরূপ মনে করেন যে, দেশে মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠনের যে কোনো পরিকল্পনা প্রস্তুত হউক না কেন, মাধ্যমিক শিক্ষা-পরিষদ গঠনের প্রশ্নটি তাহার সহিত অংগাংগীভাবে জড়িত থাকিবে। সুতরাং কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য ব্যাপৃত থাকিবে, এমন একটি কর্তৃত্ব-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান আর বিলম্ব না করিয়া অচিরে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য স্বতন্ত্র স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব প্রচুর পরিমাণে থাকিবে। এই পরিষদ কেবল সাধারণত শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষা সচিবকে উপদেশ পরামর্শ দিবে না, মাধ্যমিক শিক্ষাকে নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিতও করিবে। অবশ্য, এ বিষয়ে তাহারা, বিশেষত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির ব্যাপারে, সরকারের অনেকখানি তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকিবে। সরকার প্রবর্তিত নিয়মকানুন অনুসারে উক্ত পরিষদ নিম্নলিখিত কর্তব্যগুলি পালন করিবে :—

(ক) পরীক্ষা গ্রহণ করিবে ;

(খ) বিদ্যালয় অনুমোদন করিবে ;

(গ) বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দিবে ;

(ঘ) শিক্ষাসূচী ও পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিবে ;

(ঙ) পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন করিবে এবং প্রকাশের দায়িত্ব লইবে ;

(চ) বিবাদ-বিতর্কের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা করিবে ;

(ছ) ইহাকে ব্যয়ের জন্য যে শিক্ষাসচিবের অনুমোদন সাপেক্ষ অর্থ দেওয়া হইবে, তাহার ব্যবস্থা ও ব্যবহার করিবে ;

(জ) শিক্ষার উন্নয়নের পরিকল্পনা প্রণয়ন করিবে।

পরিদর্শন ব্যবস্থা।—মাধ্যমিক শিক্ষার পরিদর্শন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রচুর আলাপ আলোচনা হয়। স্থির হয় যে, মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের স্বকীয় কর্তব্য পালনের জন্য নিজস্ব একটি পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের দায়িত্ব পরিত্যাগ করিলে চলিবে না। সুতরাং কমিটি সুপারিশ করেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ব্যাপারে সরকারের দায়িত্ব পালন করিবার জন্য তাঁহাদের স্বকীয় একটি পরিদর্শন ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্য স্থান, পরিপার্শ্ব, গৃহ ও সজ্জাদি।—কমিটি মনে করেন যে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উপযোগী পরিপার্শ্ব ও স্থানের নির্বাচন, বা গৃহ ও সজ্জাদির নির্ধারণ শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ (Educational Survey) সমাপ্ত হইবার পর করাই সর্বাপেক্ষা সমীচীন হইবে। মাধ্যমিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়নের জন্য একটি পরিষদ প্রতিষ্ঠার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কমিটি স্থির করেন যে, শিক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ফলে সংগৃহীত ও প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুসারে এই সকল প্রশ্নের সমাধান মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদই করিবেন।

উপসংহার।—কমিটির বিশ্বাস এই যে, কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ প্রদেশের কিশোরকিশোরীদের প্রয়োজন, শক্তি ও রুচি অনুসারে মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ও সংস্কার সাধনে সমর্থ হইবে।

এই পরিচ্ছেদে প্রদত্ত প্রধান সুপারিশ এবং সিদ্ধান্তগুলির সংক্ষিপ্তসার

১। মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে কিশোর (বাড়ন্তবয়সী) ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন প্রয়োজন, শক্তি ও রুচি অনুসারে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টিকারী স্বয়ম্পূর্ণ একটি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন। উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ী শিক্ষার প্রয়োজন অনুসারে অন্যায়ভাবে সংকীর্ণ বা গণ্ডীগত করিয়া তুলিলে চলিবে না।

২। মাধ্যমিক শিক্ষারম্ভের সর্বনিম্ন বয়স ১১+ হইবে; তবে ১০ বৎসর বয়স্ক ছাত্রছাত্রীদিগকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। মাধ্যমিক শিক্ষা-কালের ব্যাপিতা হইবে ১১+ হইতে ১৭+ পর্য্যন্ত ছয় বৎসর।

৩। ১১ বৎসরব্যাপী বিদ্যালয়ী পাঠ্যতালিকার মধ্যে বর্তমান কলেজী শিক্ষার ইন্টারমিডিয়েট স্তরটিকেও অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়া অনুরূপ কোনো সিদ্ধান্ত চূড়ান্তরূপে গৃহীত হইবে না।

৪। প্রদেশের মাধ্যমিক শিক্ষালয়গুলি দুই প্রকারের হইবে; উচ্চ বুনিয়াদী বা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত নিম্ন হাই স্কুল এবং যথার্থ হাই স্কুল। এগুলির কোনোটিতে একবিধ (গঠনমূলক বা শিল্পমূলক) এবং কোনোটিতে বহুবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকিতে পারিবে।

৫। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলি কারু-কেন্দ্রিক হইবে; অন্যপক্ষে, অন্যান্য বিদ্যালয়গুলিতে কারুশিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে।

৬। অষ্টম শ্রেণী (বয়স্কাল ১৪+) পর্যন্ত প্রতি বৎসরান্তে এক ধরণের বিদ্যালয় হইতে অন্য ধরণের বিদ্যালয়ে বা যে সকল বিদ্যালয়ে বহুবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেগুলিতে এক বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে স্থানান্তরণ চলিবে।

৭। একটি উদার শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ৬নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানান্তরণের

সুবিধার জন্য সকলের উপযোগী কতকগুলি "মূল" বিষয় থাকিবে। শিক্ষাসূচীটিকে এমনভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, যাহারা ভাষা ও সাহিত্য বিষয় লইবে, তাদের বিজ্ঞান সম্পর্কে কতিপয় মূল জ্ঞান লাভ করিতে হইবে; অন্যপক্ষে যাহারা বিজ্ঞান বা কারুশিল্প সংক্রান্ত বিষয়গুলি লইবে, তাহাদিগকেও ভাষা ও সাহিত্যের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। হাই স্কুলের মাত্র সর্বোচ্চ তিন শ্রেণীতে বিশেষ বিষয় পাঠের সুযোগ থাকিবে।

৮। উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে ইংরাজি ভাষা একটি স্বেচ্ছামূলক (optional) বিষয় হইতে পারিবে। সমগ্র হাই স্কুলীয় শিক্ষাকালে, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত, রাষ্ট্র ভাষা এবং অষ্টম শ্রেণী হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি প্রাচীন ভাষা পড়িতে হইবে।

৯। প্রত্যেক শ্রেণীতে, বিশেষত, নিম্নতর শ্রেণীতে, ৩০ জনের অধিক ছাত্র থাকা চলিবে না।

১০। দরিদ্র এবং উপযুক্ত ছাত্রদিগকে বৃত্তি এবং অবৈতনিক পাঠের সুযোগ দিতে হইবে।

১১। শিক্ষাকে যথাসম্ভব বাস্তব এবং প্রয়োগমূলক করিতে হইবে। সংগীত বা কারুশিল্পের ন্যায় কলাবিদ্যা এবং সৃজনশীল কার্য্যাবলীর দিকে অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে। ভ্রমণ, অভিযান, বিদ্যালয়ের বাহিরে ছাউনি ফেলিয়া অবস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

১২। প্রাথমিক শিক্ষার মতোই মাধ্যমিক শিক্ষাতেও জলযোগের ব্যবস্থাসহ একটি সুদক্ষ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভাগ রাখিতে হইবে।

১৩। বর্তমান অবস্থায় মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা থাকা বাঞ্চনীয় নহে; সুতরাং সহ-শিক্ষা উপযুক্ত ব্যবস্থায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে অনুমোদন করা যাইবে।

১৪। উচ্চ বুনিয়াদী (মধ্য) স্তরের শেষে কোনো বিদ্যালয় বহির্ভূত পরীক্ষা

গৃহীত হইবে না। আভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং রক্ষিত ধারাবাহিক রেকর্ডের উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রছাত্রীকে বিদ্যালয়ত্যাগের পরিচয় পত্র দিতে হইবে। মাধ্যমিক স্তরের শেষে একটি সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষা গৃহীত হইবে। এই পরীক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কারুশিল্পমূলক ও উপজীবিকামূলক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য প্রবেশিকারূপে গণ্য হইতে পারিবে। যাহারা সাধারণভাবে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় যোগ দিবে না, তাহারা বিদ্যালয় ত্যাগকালীন পরিচয়পত্র পাইবে।

১৫। মাধ্যমিক স্তরের শেষে একাধিক সাধারণ পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা চলিবে না।

১৬। আগামী দশ বৎসরের মধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষালয়ের শিক্ষকদিগকে ট্রেণিং লইতে হইবে। এ ব্যাপারে তাঁহারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাইবেন। তাঁহাদের ট্রেণিং যাহাতে প্রয়োগমূলক বা প্র্যাকটিক্যাল হয় সেদিক লক্ষ্য থাকিবে।

১৭। গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের ট্রেণিং কাল এক বৎসর হইবে; ট্রেণিং শেষে তাঁহারা ট্রেণিংএর ডিগ্রী পাইবেন। আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটদের জন্য দুই বৎসরের একটি ডিপ্লোমা কোর্স থাকিবে। যে সকল শিক্ষক দশ বৎসরের অধিককাল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য একটি ছয় মাসের বিশেষ সংক্ষিপ্ত পাঠ্যতালিকার ব্যবস্থা থাকিবে।

১৮। বাঙ্গালী শিশুদের বুদ্ধির পরীক্ষা লইবার জন্য সরকার (একটি যথোপযুক্ত সুনির্দিষ্ট মান অনুসারে) ব্যবস্থা করিবেন। একটি মনস্তাত্ত্বিক পরিষদ প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

১৯। বুদ্ধির পরীক্ষা লইবার জন্য এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাকে কার্যকরী করিবার জন্য আইন পাশ করিয়া শিশুর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করাইবার নিয়ম প্রবর্তন করিতে হইবে।

২০। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বা শিক্ষিকারা ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের গ্রহণীয় পেশা সম্পর্কে নির্দেশ ও উপদেশ দিবেন। সেজন্য তাঁহাদিগকে

নিয়োগকারী বা, থাকিলে, নিয়োগ পরিষদের সংগে যোগাযোগ রাখিতে হইবে।

২১। কেবল মাধ্যমিক শিক্ষার বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবে এমন একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের গঠন এই প্রদেশে এইরূপ কোনো শিক্ষার পুনর্গঠনের সহিত অংগাংগীভাবে জড়িত। সুতরাং মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠাকে আর বিলম্বিত করিলে চলিবে না। এই পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষাকে উন্নীত, নিয়ন্ত্রিত এবং সুনিয়মিত করিবে। অবশ্য, বিশেষ করিয়া উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনাগুলির বিষয়ে উহাকে সরকারের পরামর্শ দিবার এবং নাকচ করিবার কতিপয় ক্ষমতাকে মানিয়া চলিতে হইবে।

উপসংহার

সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া কমিটি মনে করেন যে, তাঁহাদের সকল চেষ্টাই, কি প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী), কি উচ্চ বুনিয়াদী (মধ্য), কি নিম্ন হাই, কি উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার প্রত্যেক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিত্ব, স্বাবলম্বন এবং চিন্তাশক্তির বিকাশ ও পরিণতির দিকে সর্বদা জোর দিয়া তথ্যগত জ্ঞানের সহিত কারু ও হস্তশিল্পকে সংযুক্ত করিয়া একটি সম্পূর্ণ সর্বগ্রাহী শিক্ষাসূচীর প্রণয়নে নিযুক্ত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে কর্মগত নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে এবং উহাকে সানন্দ এবং সৃজনশীল করিয়া তুলিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। বিভিন্ন স্তরে শিক্ষাসূচী ও পাঠ্যতালিকাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে, তাহাতে বিভিন্ন রুচি ও শক্তির ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের দাবী মিটাইতে পারিবে, এবং ছাত্রছাত্রীদের রুচি ও শক্তি অনুসারে একরূপ শিক্ষা হইতে অন্যরূপ শিক্ষায় যাইতে বা উচ্চতর শিক্ষালাভ করিতে কোনো স্তরেই এমন কি প্রকারান্তরেও ব্যাঘাত ঘটাইবে না। কমিটির সমগ্র আলোচনাতেই শিক্ষক এবং তাঁহাদের

দক্ষতাকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া মনে করা হয়। কমিটি আশা করেন, তাঁহাদের প্রদত্ত সুপারিশগুলি প্রদেশের সরকার এবং শিক্ষিত জনসাধারণ কর্তৃক মোটামুটি ভাবে গৃহীত হইবে।

প্রাথমিক (নিম্ন বুনিয়াদী) বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা

এই পাঠ্যতালিকাগুলি পরীক্ষামূলক মাত্র। এগুলি হইতে কেবল খানিকটা সংকেত বা নির্দেশ মিলিবে। এগুলিকে লব্ধ অভিজ্ঞতা অনুসারে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা যাইবে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত কর্মচারী এবং যদি স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় কোনো কর্তৃপক্ষ থাকেন, তবে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া বিভিন্ন ছাত্রের বিভিন্ন প্রয়োজনের উপযোগী করিয়া এই পাঠ্যতালিকার পরিবর্তন করিতে পারিবেন। কিন্তু পাঠ্য তালিকার উক্তরূপ কোনো পরিবর্তন করিতে হইলে তাহা শিক্ষাসূচীর (Curriculum) মূল কাঠামোর মধ্যেই করিতে হইবে। যে সকল বিষয়ে তারকা চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যদি কোনো বিশেষ ছাত্রছাত্রীর দলের পক্ষে এই বিষয়গুলি বোধগম্য না হয়। তবে সেগুলিকে পাঠ্যতালিকা হইতে বাদ দেওয়া চলিবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা

এই নূতন শিক্ষা ব্যবস্থায় স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কারপরিচ্ছন্নতার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে। কারণ, কেবল উহার উপর ভিত্তি করিয়াই কোনো রূপ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব। স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত শিক্ষাটি প্রয়োগমূলক হইবে। প্রতিদিন ক্লাসে পড়াশুনা শুরু হইবার পূর্বে ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া লইতে হইবে। ছাত্রছাত্রীরা যখন সংক্রামক বা অন্য কোনোরূপ ব্যাধিতে ভুগিতে থাকে, তখন শিক্ষকরা তাহাদিগকে স্কুলে আসিতে দিবেন না।

মধ্যে মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইবে এবং তাহাদের বুকের মাপ, ওজন, উচ্চতা এবং অসুখ বিসুখের তালিকা (Health Cards) নিয়মিতভাবে রাখিতে হইবে। এইরূপ রাখিবার বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিবার কারণগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইবে এবং তাহাদের অসুখের উপযুক্ত চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। মধ্যে মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর স্বাস্থ্য তালিকাগুলির তুলনা পুংখাণুপুংখভাবে করিতে হইবে এবং পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য তাহাদিগকে নম্বর দিতে বা প্রশংসা করিতে হইবে। ছাত্র ছাত্রীরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কিনা এবং তাহাদের স্বাস্থ্য ভালো কিনা, তাহার উপর নির্ভর করিয়া ছাত্রছাত্রীদিগকে এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীতে উঠাইতে হইবে।

প্রথম শ্রেণী (বয়ক্রম ৬+)

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য

(ক) **সাধারণ পরিচ্ছন্নতা**—অংগপ্রত্যংগের সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। নিয়মিত স্নান, নিমের দাঁতন প্রভৃতির দ্বারা দেশীয় পদ্ধতিতে দাঁত পরিষ্কার করা, লবণ জলে কুলকুচি করা। নখ পরিষ্কার রাখা—দাঁতে নখ কাটার কদভ্যাস ত্যাগ করা, যেখানে সেখানে থুতু ও কফ ফেলা বা মাথার চুল এলোমেলো উস্‌কো খুসকো রাখা প্রভৃতি কদভ্যাস বর্জন করা। থুতুর মধ্য দিয়া রোগ সংক্রমণ ঘটে। নিয়মিত স্নান করা, বিশেষত স্রোত আছে অর্থাৎ বদ্ধ নহে এমন জলে স্নান করিবার উপকারিতা। পোশাক পরিচ্ছদ এবং শয্যাদ্রব্যের পরিচ্ছন্নতা ও সুব্যবস্থা।

(খ) **মলমূত্র ত্যাগ**—কোথায়, কখন এবং কেন? জলের ঠিকমত ব্যবহার এবং প্রতিষেধক ব্যবস্থা। মলমূত্র ত্যাগের বেগ হইলে তাহা চাপিবার চেষ্টা করার অপকারিতা। নিয়মিতভাবে মলমূত্র ত্যাগের ব্যক্তিগত অভ্যাস। কোষ্ঠ কাঠিন্যের আশংকা।

(গ) **আহার**—আহারের নিয়মিত সময় ও পরিমাণ। কি খাইতে হইবে। খাইবার আগে হাত মুখ ধোয়ার উপযোগিতা। দ্রুত ভোজনের বিপদ। আহারের পূর্বে এবং পরে বিশ্রামের প্রয়োজন। গৃহে যে খাদ্যের অভাব হইবে, সম্ভব হইলে বিদ্যালয়ে প্রদত্ত খাদ্যে তাহার পূরণ করা। অর্থাৎ খাদ্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের একটি ভারসাম্য বজায় রাখা।

(ঘ) **পানীয় জল**—পানীয় জলের বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধতার প্রয়োজন কি এবং কিরূপে বিশুদ্ধ করা যায়।

(ঙ) **পরিচ্ছদ**—অতি বেশী এবং অল্প পরিচ্ছদের অপকারিতা। পোষাক পরিচ্ছদ সম্পর্কে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস।

(চ) **নিদ্রা, বিশ্রাম ও ব্যায়াম**—কিরূপ, কখন, কেন এবং কতক্ষণ ধরিয়া।

(ছ) **শ্বাস প্রশ্বাস**—উন্মুক্ত বায়ু সেবনের উপযোগিতা। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিভু́ল রীতি। বিশুদ্ধ বায়ুর ও সূর্যালোকের উপকারিতা।

(জ) **সাধারণ ব্যাধি ও তাহার প্রতিরোধ**—বিশেষত, পেটের গণ্ডগোল, সর্দি, জ্বর প্রভৃতির মতো শিশুদের ব্যারাম এবং নাক, গলা, কাণ এবং চামড়া সংক্রান্ত ব্যাধি। কি ভাবে এগুলির প্রতিরোধ করিতে হইবে। বসার বা হাঁটার সময় সোজা হইয়া বসা বা হাঁটা।

(ঝ) **সংক্রামক ব্যাধি**—যথা ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, টাইফয়েড, কলেরা, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম, ছুলি ইত্যাদি। কিভাবে সংক্রমণ ঘটে। কিভাবে সংক্রমণের প্রতিরোধ করা যায়। প্রতিরোধের বিভিন্ন ব্যবস্থা।

(ঞ) **প্রাথমিক চিকিৎসা**—ছিঁড়িয়া যাওয়া, চোট লাগা, কাটা, মোচড় লাগা। মুখে, কাণে, নাকে প্রভৃতিতে জিনিষ ঢুকানো এবং কাপড়-চোপড়ে আগুন লাগিলে তাহা লইয়া দৌড়াদৌড়ি করার বিপদ। ঘুষি মারিবার বিপদ।

(ট) **সর্বাগ্রে নিরাপত্তা**—'সর্বাগ্রে নিরাপত্তা' safety first বিধান সম্পর্কে প্রাথমিক শিক্ষা।

(পরিচ্ছন্নতা সমাজগত

বিঃ দ্রঃ—গৃহে ও বিদ্যালয়ে যে সকল দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়, সেগুলির পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিশুদিগকে ক্রমেই অধিকতরভাবে সজাগ করিতে হইবে। বিদ্যালয়ে আসিবার প্রথম বৎসরেই যাহাতে ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত অভ্যাসগুলি গড়িয়া উঠে, সেদিকে শিক্ষকশিক্ষয়িত্রীদিগকে বিশেষভাবে লক্ষ্য দিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়ক্রম ৭+)

এই শ্রেণীতেও প্রথম শ্রেণীর কর্মসূচীই অধিকতর বিশদভাবে অনুসৃত হইবে। আশা করা যায়, শিশুরা ব্যক্তিগত এবং সমাজগত, উভয় প্রকার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে লক্ষণীয় সাফল্যের, এবং উক্ত পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিষয়ে অধিকতর দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিবে। এই শ্রেণীর শেষে, চূড়ান্ত লক্ষ্য হইবে স্বাস্থ্য, শৃংখলা এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে শিশুদিগকে অধিকতর সচেতন করিয়া তোলা। সেই সংগে ইহাও আশা করা যায় যে, শিশুরা স্ব স্ব গৃহে এই অভ্যাসগুলিকে অধিকতর দক্ষতার সহিত অনুসরণ করিবে। শিশুদের পিতামাতার নিকট হইতে শিশুদের সদ্‌স্বভাব, পড়াশুনা এবং সখ ও খেয়ালখুশী ইত্যাদির সম্পর্কে সচরাচর গৃহীত সংবাদের সংগেই তাহাদের পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কেও সংবাদাদি লইতে পারা যাইবে।

তৃতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৮+)

(ক) **ব্যক্তিগত**—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে শিশুরা স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে যে কর্মসূচী অনুসরণ করিতেছিল, তৃতীয় শ্রেণীতেও তাহাই অনুসরণ করিবে।

সেই সংগে, আশা করা যায়, তাহারা বিদ্যালয়ে বয়োকনিষ্ঠ শিশুদিগকে এবং গৃহে বয়োকনিষ্ঠ ভাইবোনদিগকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষাদানের দায়িত্ব কতক পরিমাণে লইতে পারিবে।

(খ) **পানীয় জল**—কি ভাবে জল দূষিত হয়। জল শোধন করিবার এবং বিশুদ্ধ রাখিবার বিভিন্ন নিয়ম ও রীতি।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৯+)

(ক) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীতে অনুসৃত কর্মসূচী চতুর্থ শ্রেণীতে আরো পরিণতি লাভ করিবে। সেই সংগে ব্যক্তিগত এবং সমাজগত স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর মধ্যে কি বৈজ্ঞানিক নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহা বুঝিতে শিখিবে।

(খ) প্রয়োজন অনুসারে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সাম্যরক্ষা। এইরূপ সাম্যবিধানের প্রয়োজন ও গুরুত্ব। বয়স, দৈহিক গঠন এবং কাজ অনুসারে খাদ্য। অসুখকালীন পথ্য।

(গ) সহজলভ্য পরিবেধকের ব্যবহার।

(ঘ) পারিপার্শ্বিক পরিচ্ছন্নতার অভ্যাসকে বৃদ্ধি করিয়া সমগ্র গ্রামেও প্রসারিত করিতে হইবে। পরিচ্ছন্নতা রক্ষা সম্পর্কিত কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামগুলির যত্ন লইতে হইবে।

(ঙ) ঝাঁটা প্রভৃতির প্রস্তুতি এবং ব্যবহার।

(চ) 'স্বাস্থ্য দিবস' পালন ; মাসে একবার হইলেই ভালো। 'স্বাস্থ্য দিবস' পালনের উদ্দেশ্যে পরিচ্ছন্নতার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া সমাজগত পরিচ্ছন্নতা সহ সর্ববিধ পরিচ্ছন্নতা সাধন।—বক্তৃতা এবং উপযোগী প্রাচীরপত্র প্রদর্শনও চলিবে।

(ছ) **সুস্থ জীবন যাপন**—আদর্শ গ্রাম, আদর্শ বিদ্যালয় এবং আদর্শ গৃহের পরিকল্পনা বা সেগুলির নক্সার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি :

গো-শালার পরিচ্ছন্নতা, সার প্রভৃতির জন্য গোময় ও গোমূত্র প্রভৃতি রক্ষার ব্যবস্থা।

(জ) সংক্রামক ছোঁয়াচে ব্যাধিগুলির সম্পর্কে বিশদতর আলোচনা; গৃহে বা গ্রামে সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে তাহার প্রতিরোধের জন্য কি কি ব্যবস্থার প্রয়োজন, সে সম্পর্কে শিক্ষা দান।

প্রাথমিক চিকিৎসা—প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ, ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বা অসুস্থ ব্যক্তির প্রাথমিক চিকিৎসা করা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত কঠিনতর বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া। সেবা শুশ্রূষা সংক্রান্ত প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া।

১। **আহার**—খাদ্য যাহাতে দূষিত হইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করার উপযোগিতা। "মাছি মারো"—মাছির অপকারিতা। খাদ্য যাহাতে দূষিত হইতে না পারে তাহার ব্যবস্থা। বাসন-কোশন, রান্নাঘর, খাবার ঘর প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা। কাদা, ছাই বা তেঁতুল প্রভৃতি পরিষ্কারক দ্রব্যের ব্যবহার-রীতি।

২। (ক) **গৃহের পরিচ্ছন্নতা।**

(খ) **বিদ্যালয় কক্ষ**—কক্ষের সাজ সরঞ্জাম, বিদ্যালয়ের উঠান, বারান্দা এবং খিড়কির পরিচ্ছন্নতা।

(গ) **কারুশিল্প**—উদ্যান-রচনা এবং অন্যান্য কার্যাদির জন্য ব্যবহৃত সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রাদির উপযুক্ত ব্যবস্থা এবং পরিচ্ছন্নতা।

(ঘ) আবর্জনা এবং নষ্ট দ্রব্যাদির সদ্ব্যবহার। সার তৈয়ারীর জন্য গর্ত।

(ঙ) ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিবরণী, ওজন এবং উচ্চতার হিসাব রাখা।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়ঃক্রম ১০+)

চতুর্থ শ্রেণীর জন্য যে সকল করণীয়ের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার

অনুবৃত্তি করিতে হইবে এবং সেই সংগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও পালন করিতে হইবে :—

(১) ব্যক্তিগত ও সমাজগত পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে একটি পূর্ণতর চেতনার সৃষ্টি।

(২) বিশেষত, শ্বাসযন্ত্র এবং পাকযন্ত্রের কার্যকলাপ সম্পর্কে দেহতত্ত্বের প্রাথমিক জ্ঞান। হজম কার্যে প্রাকৃতিক সাহায্য। দৃষ্টি শক্তির হ্রাস কেন ঘটে এবং কি ভাবে তাহা এড়াইতে পারা যায়।

(৩) স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজন।

(৪) গ্রাম পরিষ্কার—বিশেষত যে সকল স্থানে মশা ও মাছিরা ডিম পাড়ে।

(৫) গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব গ্রহণ।

(৬) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিবরণী (Health cards) রক্ষা।

(৭) অসুস্থ ব্যক্তির সেবা যত্ন করা।

(৮) শিশুর ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের শেষ বিবরণী লওয়া।

২। ব্যায়াম ও খেলাধূলা

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।—শিশুদের উপযোগী ব্যায়াম শিক্ষার পাঠ্যতালিকা প্রস্তুত করিতে গিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে যে, শিশুদের করণীয় ব্যায়ামগুলিতে বাঁধাধরা ভংগী যথাসাধ্য এড়াইতে হইবে। তাহাদের অংগচালনায় যতোখানি সম্ভব স্বাভাবিক স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারা যায়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। লম্ফঝম্ফ, দৌড়ধাপ, উঠানামা এবং ফেলা-ছোঁড়া প্রভৃতি ব্যাপারগুলি শিশুর পক্ষে এতোই স্বাভাবিক যে, সেগুলির পরিবর্তে অন্য কিছু ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা সম্ভব নহে। প্রত্যেক ব্যায়াম শিক্ষার সূচীতেই বিশ্রামের জন্য একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট করিয়া রাখিতে হইবে; কারণ, শিশুদের জন্য বিশ্রাম একান্ত প্রয়োজন। একথাও বলা হয় যে, প্রতি দিন একটু ক্ষণ করিয়া ব্যায়াম শিক্ষা

দেওয়া উচিত হইবে। ব্যায়াম শিক্ষার সময় স্বল্প হইবে, ১৫ মিনিট হইতে আধ ঘণ্টা।

শিশুদের কল্পনা শক্তি প্রবল। কল্পনামূলক ব্যায়াম নির্বাচন করিয়া শিশুদের কল্পনা শক্তির ব্যবহার এবং তাহার পরিণতিসাধন করিতে হইবে। শিশুরা পশু, পাখী প্রভৃতি হইবার ভাণ বা অভিনয় করিতে পারে।

ব্যায়াম শিক্ষার সূচীটিকে এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হইবে যে, তাহাতে শিশুর নিজের পোষাক পরিচ্ছদ ধোওয়া, বাগান করা, জল তোলা, পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত অন্যান্য কাজ প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্মের সহিত তাহার ব্যায়াম শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাবলীর একটি ভারসাম্য থাকিবে। কিন্তু এ প্রসংগে স্মরণীয় যে, শিশুর উক্ত দৈনন্দিন কর্মগুলিকে তাহার ব্যায়াম শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যাদির পরিবর্তে ব্যবহার করা চলিবে না।

১ম ও ২য় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৬—৮) : সময় ১৫ হইতে ২০ মিনিট—

১। **একলা সাধারণ ব্যায়াম** :—দৌড়ধাপ, লাফঝাঁপ, এক পা বা দুই পায়ের উপর লাফানো। স্কিপ করা (দড়ি লইয়া লাফানো) ; দোলা ; চড়া।

২। **দল বাঁধিয়া ব্যায়াম** :—(ক) কোনো বস্তুর অনুকরণে খেলা ও সঞ্চালন, যাহাতে দেহের বৃহৎ পেশীগুলির সঞ্চালন হয়। বল লইয়া লুফালুফি করা। হাতাহাতি গাজর দেওয়া।

(খ) নিম্নলিখিত ধরণের ছোটোখাটো খেলা : 'বাঘের মাসী' ; 'ইঁদুর বেড়াল' 'বড় পুতুল' 'ছোটো পুতুল' 'বনের রাজা' 'গাড়ী চালানো' 'চাকা চালানো'।

নিম্নলিখিত ধরণের দল বাঁধিয়া খেলা : "লেজ ধরা", "শিকল বাঁধা"।

(গ) সহজ ধরণের দল বাঁধিয়া নৃত্য। চারি জনের এক একটি দল লইয়া শুরু করিতে হইবে। সেই সংগে গান ; এবং গানের সংগে খেলা, যথা, "চাষীর বর্ষা এলো রে", "গগন তলে, গগন তলে"।

(ঘ) সাঁতার। (কেবল জলে পা ছুঁড়িবার সহজ ভংগী।)

নানা ভংগীতে গঠনমূলক ব্যায়াম।—বিভিন্ন ভংগী (বসা, দাঁড়ানো এবং শোয়া)। বিভিন্ন গঠনের নিয়মিত খেলাধূলা—সারি করিয়া দাঁড়ানো, হাঁটা, সারবন্দী হইয়া ডাইনে বামে ঘোরা, পিছু পিছু হাঁটা এবং বৃত্তাকার হওয়া—এক কোণ হইতে অন্য কোণে যাওয়া, কোণ বদল করা—সারিতে বা বৃত্তে নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া আসা। অল্প লাফ দিয়া ঘোরা, চট করিয়া ভারসাম্য বজায় রাখিয়া থামিয়া দাঁড়ানো।

৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণী।—(বয়ঃক্রম ৮—১০) সময় ২৫ হইতে ৩০ মিনিট—

১। পূর্ব বৎসরে শেখা খেলাধূলার পুনরাবৃত্তি চলিতে পারিবে। দল বাঁধিয়া খেলা ধূলায় উৎসাহ দিতে হইবে।

২। **একা-একা।**—দৌড়ানো, লাফানো-ঝাঁপানো, স্কিপ করা, হামাগুড়ি দেওয়া, লুফালুফি করা।

৩। **দল বাঁধিয়া**—(ক) দৌড়ান এবং ধরিবার চেষ্টা করা; 'সমুদ্র ও ছেলেরা', 'দস্যু ও সৈন্য', 'কানামাছি', 'বুড়ি ছোঁয়া' প্রভৃতি ধরণের খেলা; স্কার্ফ, বল এবং লাঠি প্রভৃতির সহযোগে দল বাঁধিয়া খেলা করা; 'সাপের খোলস ছাড়া' প্রভৃতি ধরণের দল বাঁধিয়া খেলা।

(খ) বল লইয়া খেলা—লুফালুফি, দৌড়াদৌড়ি, বল মাটিতে আছাড় দিয়া তাহা লাফাইয়া উঠিলে তাহাকে ধরা এবং এইরূপ ধরিতে ধরিতে সোজা বা বৃত্তাকারে দৌড়া।

(গ) দল বাঁধিয়া তালে তাল নাচ—সরল লোক নৃত্য, ব্রতচারী নাচ, রাস, গার্বা (মেয়েদের জন্য) ইত্যাদি।

(ঘ) সাঁতার কাটিয়া যাওয়া।

(ঙ) দেহের সজীব সাবলীলতা বাড়াইবার জন্য ব্যায়াম :—

(১) দড়ি লইয়া লাফাইতে লাফাইতে আগাইয়া চলা।

(২) ডিগবাজী খাইবার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে অংগসঞ্চালন করা।

(৩) ছুটিয়া গিয়া ডিগবাজী খাওয়া বা ঝাঁপ দেওয়া।

(৪) ছুটিয়া গিয়া দড়ি বা দাগের উপর দিয়া লাফাইয়া যাওয়া।

৪। **বিভিন্ন ভংগীতে গঠনমূলক ব্যায়াম**—(ক) দ্রুত সারবন্দী হওয়া, পিছু পিছু দাঁড়ানো, বৃত্তরচনা করা, পা ফেলা, ডাইনে বামে ঘোরা, তালে তালে পা ফেলা, আদেশ অনুসারে, বাজনা বা গানের তালে তালে পা ফেলিয়া আগাইয়া চলা।

(খ) সাধারণ সরল ভংগীতে ব্যায়াম এবং মাঝে মাঝে বিশ্রাম।

পঞ্চম শ্রেণী—(বয়ক্রম ১০-১১) : সময় ২৫ থেকে ৩০ মিনিট।

১। পূর্ব বৎসরের কোনো কোনো ব্যায়ামের পুনরাবৃত্তি চলিতে পারে।

২। **একা-একা**।—পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলির মতোই—তবে নূতন ও কঠিন-তর বিভিন্ন রীতি প্রবর্তিত করিতে হইবে।

৩। **দল বাঁধিয়া**—(ক) দৌড় ও ধরার খেলা। খেলাগুলি কঠিনতর ধরণের হইবে, যথা—গোলা ছুট, হাডু-ডু ইত্যাদি।

(খ) হাই জাম্প (উঁচুতে লাফানো) লং জাম্প (লম্বায় লাফানো)। ক্রিকেট বল ছোঁড়া প্রভৃতির সরল ব্যায়াম।

(গ) শরীরের সাবলীলতা চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা রকমের সরল ব্যায়াম :—

(১) যন্ত্র সহ বা যন্ত্র ব্যতীত নিয়ন্ত্রিত অংগসঞ্চালন।

(২) শশকের মতো লম্ফ প্রদান।

(৩) ব্যাং এর মতো লাফাইবার জন্য (Leap Frog) প্রয়োজনীয় অংগসঞ্চালন।

(৪) হাই জাম্প বা উঁচুতে লাফ দিয়া উঠা।

(৫) সামনে ও পিছনে দোল খাওয়া।

(ঘ) 'কাবিং' এবং বাহিরে ভ্রমণ ও অভিযান প্রভৃতির উদ্দেশ্যে যাওয়া।

(ঙ) ছুটিয়া একত্রিত হইবার নানাবিধ খেলা।

(চ) বল লইয়া নানাবিধ খেলা।

(ছ) সরল সুনির্বাচিত 'আসন'।

(জ) 'সূর্য নমস্কার' ধরণের বিভিন্ন ব্যায়াম।

(ঝ) দল বাঁধিয়া নানাবিধ নৃত্য—ব্রতচারী, রাস, গার্বা (মেয়েদের জন্য) অথবা অন্য কোনোরূপ স্থানীয় লোক নৃত্য ; দল বাঁধিয়া 'স্কিপ' করা।

দ্রষ্টব্য :—

(১) প্রতিদিন সংগীত সহযোগে সমবেত ব্যায়ামের (mass drill) পর ক্লাশ বসিবে।

(২) ব্যায়ামগুলি (একা বা দল বাঁধিয়া) শিশুদের বয়স, শরীরের গঠন এবং সেই দিনের খেলাধূলা অনুসারে প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে ১০ হইতে ১৫ মিনিট করিতে হইবে। শিশুরা নিজেরাই তাহাদের নেতা বা দলপতি নির্বাচিত করিয়া লইবে এবং শিক্ষকদের পরিচালনা ও নির্দেশ অনুসারে নিজেরাই নিজেদের ব্যায়াম, খেলাধূলা এবং ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া লইবে।

(৩) পাঠ্য তালিকার অন্তর্গত খেলাধূলার অংশটি বিকালে অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ সময় একজন শিক্ষক উপস্থিত থাকিবেন।

(৪) ব্যায়াম শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সূচী সম্পর্কে রক্ষিত বিবরণী বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীতে দেখাইতে হইবে। ফলে শিশুরা প্রত্যেকে বা সমগ্রভাবে কতখানি আগাইয়াছে বা পিছাইয়া পড়িয়াছে, তাহার একটি পরিমাপ পাওয়া যাইবে।

(৫) স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিবরণী এবং শিশুদের প্রত্যেকের পুষ্টির তালিকা অতি সাবধানতার সহিত রক্ষা করিতে হইবে।

(৬) গাজরের থলে, মাদুর, বাঁশের যন্ত্র, দোলনা, 'জাংগল জিম্' 'স্লাইড ল্যাডার' 'সী-শ' সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি প্রস্তুতের কাজ শিশুরাই শিক্ষকদের নির্দেশ অনুসারে সুরু করিতে পারিবে।

(৭) নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষাকালের আগাগোড়া শরীর ডলা বা অন্যান্য চিকিৎসামূলক ব্যায়ামের ক্রমশঃ অধিকতর ব্যবহার পাঠ্য তালিকার অংগীভূত থাকিবে।

৩। সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা

এই পাঠ্যতালিকাটি মূলত প্রয়োগমূলক। ইহাতে সামাজিক জীবনযাপনের উপরই সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। কেন কিছু করা উচিত বা কেন কিছু করা উচিত নয়, তাহা শিশুদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণী

১। ব্যক্তিগত সম্পর্ক এবং আদবকায়দা—বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে, শিক্ষকদিগকে অতিথিদিগকে, ভাইবোনদিগকে এবং সহপাঠীদিগকে কিরূপে অভিবাদন করিতে হয়। বাড়ীতে যাহারা কাজকর্মে সাহায্য করে, তাহাদের প্রতি যথোপযুক্ত মনোভাবের সৃষ্টি। আত্ম-সংযম, অমায়িকতা, বন্ধুভাব ও সহ-যোগিতার অভ্যাসগুলি গড়িয়া তোলা।

২। শিশুরা তাহাদের সামাজিক অভ্যাস সংক্রান্ত নিয়মকানুনগুলি নিজেদের চেষ্টাতেই গড়িয়া লইবে; যথা বিনীত হও; পরিচ্ছন্ন হও; অপরকে সাহায্য করো; সৎ হও; ঠিক সময়মতো কাজ করো; সময় কখনো নষ্ট করিও না; খুব জোরে কথা কহিও না; সভাসমিতিতে গোলযোগের কারণ হইও না; যে আগে আসিবে, সেই আগে পাইবে; শব্দ না করিয়া খাও; ধীরে ধীরে খাও; খাওয়ার সময় কেতাদুরস্ত হও; নিজের পালা আসিবার জন্য অপেক্ষা

করো; সারবন্দী হইয়া দাঁড়াইতে শেখো; কোনো জিনিষ আগে অপরকে দিতে শেখো; ইত্যাদি।

৩। সহযোগিতার দ্বারা কিরূপে জীবনযাপন করিতে হয়, সে সম্পর্কে সামাজিক শিক্ষা। যথা, প্রয়োজন হইলে অপরের সহিত জিনিষ ভাগ করিয়া লওয়া (শিক্ষকরা নিয়ম করিয়া দিবেন না); পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিষয়ে দলগত ভাবে সচেষ্ট হওয়া; স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কাজকর্মে যথাসম্ভব উৎসাহিত করা।

সহযোগিতার পথে জীবনযাপন সম্পর্কে বিভিন্ন সমস্যার আলোচনার জন্য ছাত্রছাত্রীরা বা শিক্ষকরা ক্লাসে সভা করিতে পারেন।

৪। ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসের জন্য বা স্কুলের জন্য বিভিন্ন কর্মী নির্বাচনে অংশ লইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। প্রথম শ্রেণীর জন্য যে কার্যতালিকা দেওয়া হইয়াছে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীতেও তাহার অনুবর্তন চলিবে! তবে সাধুতা এবং অপরের কথা বিবেচনা করিবার অভ্যাসগুলির উপর অধিকতর জোর দিতে হইবে। ক্লাসে ছাত্রছাত্রীরা যাহা টুকিয়া লয়, তাহা নিজেদের মধ্যে অদলবদল করিবে; ইহাতে তাহাদের স্বার্থপরতা নষ্ট হইবে; তাহারা সাধারণত নিজেদের দ্রব্যাদি পরস্পরের মধ্যে ভাগ করিয়া লইবে।

নিজ নিজ ক্লাসে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ অসামাজিক ব্যবহার-গুলির দৃষ্টান্ত লইয়া আলাপের একটি বিচারসভা (tribunal) গড়িয়া তুলিবে।

২। এই অবস্থা হইতে ক্রমেই উপরের দিকে ছাত্রছাত্রীরা সাধারণ গৃহ-কর্মে তাহাদের পিতামাতাকে সাহায্য করিবে এবং বিদ্যালয়ে সামাজিক জীবন গড়িবার জন্য ব্যক্তিগত ও দলগত দায়িত্ব আরো অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিবে।

৩। ডাক পিওন, গ্রামের ডাকহরকরা, পুলিশ চৌকিদার, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর, জেলে, ঝাড়ুদার প্রভৃতি ব্যক্তিরা, যাহারা জনসাধারণের উপকার করে, তাহাদের প্রতি যথোচিত মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী

১। যতোখানি অনুসরণ করা সম্ভব হইবে, সেইরূপ ভাবেই শিশুদের অভ্যাস এবং মনোভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে শিশুদিগকে দৈনন্দিন কার্যকলাপের মধ্য দিয়া নাগরিক শিক্ষা দিতে হইবে ঃ—

(ক) শিশু এবং তাহার স্কুল।

(খ) শিশু এবং তাহার গৃহ।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠ্য তালিকায় যে সকল কাজের সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রসংগে সেগুলিরই অনুবর্তন চলিবে।

(গ) শিশু ও তাহার নিজের গ্রাম।

১। সে তাহার গৃহের আশপাশ পরিচ্ছন্ন রাখিবে;

২। গ্রামের এবং স্থানীয় অঞ্চলের রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন রাখিবে;

৩। পুকুর বা পাতকুয়াগুলি কখনো নষ্ট বা নোংরা করিবে না।

এই শ্রেণী হইতে উপরের দিকে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের বিদ্যালয়ে দলগত জীবনযাপনের দায়িত্ব গ্রহণ আরম্ভ করিবে—বিশেষত, বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা, বিদ্যালয়ে আহারাদি বা বিদ্যালয়ে যদি কোনো আমোদ প্রমোদ বা উৎসব থাকে, সেই ব্যাপারে। তাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবেও কাজ করিতে পারে।

৩। বিদ্যালয়ে বা ক্লাসের পরীক্ষাগুলিতে এবং খেলাধূলায় ছাত্রছাত্রীরা অসৎ উপায় অবলম্বন করিবে না। অপরের জিনিষ অনুমতি না লইয়া কখনো লইবে না।

৪। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য পূর্বদেশীয় দেশগুলির সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা এবং জানাশুনা চাই।

চতুর্থ শ্রেণী

১। প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত যে কার্যসূচী বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে, সাধারণত তাহারই অনুবর্তন।

২। দুর্বল ও দুঃস্থকে সাহায্য করিবার নীতির প্রসার। সাধুতার মনোভাব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা—সকল অবস্থায় ভদ্রতা এবং মুখের হাসি বজায় রাখা।

৩। গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা—লোকজন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদব কায়দা লক্ষ্য করা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সামাজিক আদব কায়দা সম্পর্কে বক্তৃতা।

৪। পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, আদালত, চৌকীদারি ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। সহরে বা গ্রামে যখন পঞ্চায়েৎ বা সভা বসে, তখন তাহাতে অংশ গ্রহণ।

৫। **ভোট দেওয়া**—ক্লাসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া শিশুরা যে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহা হইতে নির্ভুলভাবে ভোটদানের গুরুত্ব কি, সে সম্পর্কে আলোচনা। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাল-মন্দ সম্পর্কে আলোচনা।

৬। (ক) সত্যবাদিতার গুরুত্ব।

(খ) ক্লাশে ছাত্রছাত্রীদের সাধুতা—দৈনন্দিন জীবনে, ব্যবসায়ে, কাজকর্মে সাধুতা—গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে দৃষ্টান্ত।

(গ) শিশুদিগকে কাজ করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ এবং দায়িত্ব দিয়া সাধুতা সম্পর্কে বাস্তবিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট

নীতি, এই বাণী বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হইতেই শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঘ) নির্ভীকতা এবং সাহসের প্রয়োজনীয়তা।

বিঃ দ্রঃ—মিথ্যা কথা বলিবার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া চলিবে না। কেন মানুষ মিথ্যা কথা বলে, তাহার কারণ বা উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিতে হইবে এবং এই সকল মূল কারণগুলি যথাসম্ভব দূর করিতে হইবে।

৭। নিম্নলিখিত স্থানে উপযুক্ত সামাজিক আদবকায়দা মানিয়া চলিতে হইবে :

(ক) জনসাধারণের ব্যবহার্য যানবাহনে।

(খ) প্রমোদাগারে, উৎসবে, ভোজসভায়, সভাসমিতি এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য বিভিন্ন স্থানে।

৮। স্বেচ্ছাসেবকের কাজ, ছোটোখাটো সেবা, ছোটোখাটো সংবাদ-বহন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনসেবায় শিশুদের শিক্ষাদান।

৯। রাস্তা নোংরা না করা, বারান্দা হইতে জল বা আবর্জনা নিক্ষেপ না করা, যেখানে সেখানে থুতু বা পানের পিক না ফেলা, প্রতিবেশীদের কথা বিবেচনা করা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিশুদিগের মধ্যে নাগরিক চেতনা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১০। শিশুরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ছোটখাটো অভিযানের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবে।

১১। চলতি ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদ—খবরের কাগজ পড়া ; শিশুরা প্রধান সংবাদ গুলি কাটিয়া লইয়া তাহাদের নিজেদের প্রাচীরপত্র প্রস্তুত করিবে।

১২। নিম্নলিখিত ধরণের দল গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে শিশুদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে : ছবি আঁকার দল ; নাটুকে দল ; কৃষিকাজের দল ;

৪। ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য পূর্বদেশীয় দেশগুলির সামাজিক আচার ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা এবং জানাশুনা চাই।

চতুর্থ শ্রেণী

১। প্রথম হইতে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত যে কার্যসূচী বিশদভাবে দেওয়া হইয়াছে, সাধারণত তাহারই অনুবর্তন।

২। দুর্বল ও দুঃস্থকে সাহায্য করিবার নীতির প্রসার। সাধুতার মনোভাব গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা—সকল অবস্থায় ভদ্রতা এবং মুখের হাসি বজায় রাখা।

৩। গ্রাম বা পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যবেক্ষণ করা—লোকজন, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি ও আদব কায়দা লক্ষ্য করা। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকের সামাজিক আদব কায়দা সম্পর্কে বক্তৃতা।

৪। পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, আদালত, চৌকীদারি ব্যবস্থা এবং কর সংগ্রহ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান। সহরে বা গ্রামে যখন পঞ্চায়েৎ বা সভা বসে, তখন তাহাতে অংশ গ্রহণ।

৫। **ভোট দেওয়া**—ক্লাসের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়া শিশুরা যে বাস্তবিক অভিজ্ঞতা লাভ করিবে তাহা হইতে নির্ভুলভাবে ভোটদানের গুরুত্ব কি, সে সম্পর্কে আলোচনা। প্রতিযোগিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাল-মন্দ সম্পর্কে আলোচনা।

৬। (ক) সত্যবাদিতার গুরুত্ব।

(খ) ক্লাশে ছাত্রছাত্রীদের সাধুতা—দৈনন্দিন জীবনে, ব্যবসায়ে, কাজকর্মে সাধুতা—গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে দৃষ্টান্ত।

(গ) শিশুদিগকে কাজ করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ এবং দায়িত্ব দিয়া সাধুতা সম্পর্কে বাস্তবিক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সাধুতাই সর্বোৎকৃষ্ট

নীতি, এই বাণী বাস্তবিক অভিজ্ঞতা হইতেই শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে।

(ঘ) নির্ভীকতা এবং সাহসের প্রয়োজনীয়তা।

বিঃ দ্রঃ—মিথ্যা কথা বলিবার জন্য কোনো শাস্তি দেওয়া চলিবে না। কেন মানুষ মিথ্যা কথা বলে, তাহার কারণ বা উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দিতে হইবে এবং এই সকল মূল কারণগুলি যথাসম্ভব দূর করিতে হইবে।

৭। নিম্নলিখিত স্থানে উপযুক্ত সামাজিক আদবকায়দা মানিয়া চলিতে হইবে:

(ক) জনসাধারণের ব্যবহার্য যানবাহনে।

(খ) প্রমোদাগারে, উৎসবে, ভোজসভায়, সভাসমিতি এবং জনসাধারণের ব্যবহার্য বিভিন্ন স্থানে।

৮। স্বেচ্ছাসেবকের কাজ, ছোটোখাটো সেবা, ছোটোখাটো সংবাদ বহন এবং পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য প্রভৃতির মধ্য দিয়া জনসেবায় শিশুদের শিক্ষাদান।

৯। রাস্তা নোংরা না করা, বারান্দা হইতে জল বা আবর্জনা নিক্ষেপ না করা, যেখানে সেখানে থুতু বা পানের পিক না ফেলা, প্রতিবেশীদের কথা বিবেচনা করা প্রভৃতির মধ্য দিয়া শিশুদিগের মধ্যে নাগরিক চেতনা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

১০। শিশুরা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে ছোটখাটো অভিযানের ব্যবস্থা করিবে এবং তাহাতে অংশ গ্রহণ করিবে।

১১। চলতি ঘটনা সংক্রান্ত সংবাদ—খবরের কাগজ পড়া; শিশুরা প্রধান সংবাদ গুলি কাটিয়া লইয়া তাহাদের নিজেদের প্রাচীরপত্র প্রস্তুত করিবে।

১২। নিম্নলিখিত ধরণের দল গড়িয়া তুলিবার বিষয়ে শিশুদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে: ছবি আঁকার দল; নাটুকে দল; কৃষিকাজের দল;

প্রকৃতিতত্ত্বের দল ; খেলাধূলার দল ; স্বাস্থ্যরক্ষার দল ; পরিচ্ছন্নতার দল ; খবরের কাগজের দল ; ইত্যাদি।

১৩। অন্যান্য দেশের সামাজিক আদবকায়দা সম্পর্কে আলোচনা এবং সেগুলি বোঝা।

পঞ্চম শ্রেণী—

১। প্রথম হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত যে কার্যসূচী গৃহীত হইয়াছে, তাহাই সাধারণত অনুসৃত হইবে।

২। শিশুদের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনীতিক এবং ধর্মসম্বন্ধীয় বিভিন্ন দল কর্তৃক গ্রাম বা সহর পরিদর্শন।

বিঃ দ্রঃ।—পরিদর্শনের লক্ষ্য হইবে শিশুদের বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর নির্ভরশীলতা সম্বন্ধে চেতনা এবং বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ধর্মানুষ্ঠান সম্পর্কে পারস্পরিক শ্রদ্ধা গড়িয়া তোলা।

৩। গ্রাম বা শহরের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ—কিরূপে উহার উন্নতি করা যায়—শিশুরা দলগতভাবে পরিচ্ছন্নতার অভিযানে, ম্যালেরিয়ার প্রতিরোধের অভিযানে, অন্যান্য স্বাস্থ্যসংক্রান্ত ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশ লইতে পারিবে।

৪। গ্রাম, মহকুমা, জেলা ও প্রদেশের শাসন ব্যবস্থা—কিরূপে পরিচালিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশনের কর্তব্য কি। এ সমস্ত অত্যন্ত সরল ভাবে বর্ণনা বা আলোচনা করিতে হইবে। বাস্তবিক দৃষ্টান্তও দিতে হইবে।

৫। ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকদের সহযোগে তাহাদের বিদ্যালয়কে স্থানীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত করিবে। তাহারা স্থানীয় ব্যক্তিদিগকে সংগীত, আবৃত্তি, নিজেদের রচিত ছোটো নাটক, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির দ্বারা আনন্দদান করিবে।

৬। দলগত সংগঠনগুলি চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ হইবে।

৭। **জনকল্যাণ**।—চতুর্থ শ্রেণীর জন্য জনকল্যাণ কার্যের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তৎসহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও শিশুদিগকে পালন করিতে হইবে :—

(১) কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটিলে কি ভাবে এবং কাহাকে খবর দিতে হইবে। (যেখানে সম্ভব হইবে, সেখানে) দমকল, হাসপাতাল, থানা প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইতে হইবে। আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিবার পর কোথায় এবং কি ভাবে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, তাহাও জানিতে হইবে।

(২) অপরিচিত বা আগন্তুক কেহ কোনো সাহায্য চাহিলে দিতে হইবে।

৪। সৃজনমূলক কার্য এবং কারিগরি

(১) সৃজনমূলক কাজ

প্রাথমিক পরিচয়।—(ক) প্রত্যেক শিশুর ব্যক্তিগত কৌতূহল এবং পরিপার্শ্ব অনুসারে তাহাদের স্বতঃপ্রণোদিত বিভিন্ন কার্যাবলীতে উৎসাহিত এবং পরিচালিত করাই সৃজনমূলক কার্যের উদ্দেশ্য হইবে। নিম্ন বুনিয়াদী শ্রেণীর শিশুরা যাহা কিছু প্রস্তুত করুক না, তাহাকেই সৃজনমূলক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। প্রত্যেক শিশু, সে নিজে যাহা করিয়া আনন্দ পায়, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সে কাজ করিবে এবং তাহার হাতে যাহা আছে, তাহা হইতে কিছু গড়িতে বা প্রস্তুত করিয়া তুলিতে তাহাকে সুযোগ দিতে হইবে। ইহাই বাঞ্ছনীয়। শিশুকে তাহার সৃজনমূলক কাজের জন্য ছেঁড়া বা টুকরা জিনিষপত্র সহ প্রয়োজনীয় সকল বস্তু ব্যবহার করিতে এবং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) কারিগরির কাজের সংগে সংগে শিশুদিগকে শিক্ষকদিগের বিনা সাহায্যে বা পরিচালনায় স্বাধীন ভাবে কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট অবসর দিতে হইবে।

(গ) শেষ দুই তিন বৎসরে কোনো পরিকল্পনা পূর্ণ করিবার ভংগীতে দল বাঁধিয়া প্রচুর পরিমাণে সৃজনমূলক কাজ করা যাইবে। শিক্ষকরা এই ধরণের কাজকে কোনো বিশেষ ছাত্রছাত্রী বা সমগ্র শ্রেণীর উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দিবেন না। ছাত্রছাত্রীর ব্যক্তিগত এবং দলগত উৎসাহ-আগ্রহ এবং রুচি অনুসারে তাহাদের উপর সৃজনমূলক কাজের ভার দিতে হইবে। সৃজন-মূলক কাজ এবং পরিকল্পনার মধ্যে সহযোগসিদ্ধ প্রচেষ্টার এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়কে একটি মাত্র অবিভক্ত অভিন্ন শিক্ষাসূচী রূপে দেখিবার বা পরস্পর সংযুক্ত করিবার সুযোগ থাকিবে। কেবল তাহাই নহে, উহাতে মধ্যে মধ্যে একাধিক কারিগরির কাজ করিবারও প্রয়োজন ঘটিবে।

নিম্নে পর পর শ্রেণী হিসাবে কতিপয় সৃজনমূলক কাজের তালিকা দেওয়া গেল। প্রয়োজন বোধে শিক্ষকগণ এই তালিকার সংশোধন ও সংযোজন করিতে পারিবেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—

(ক) ব্যক্তিগত ও দলগত কাজ।—(১) সৃজনমূলক খেলা।—প্রধানত একলা। যথা, রান্না বান্না খেলা; ইট বানানোর খেলা; পুতুলের ঘর বানানোর খেলা; গাছের শাখা প্রশাখা দিয়াশলাইএর বাক্স বা অন্যান্য টুকরা জিনিষ দিয়া পুতুলের ঘরের আসবাবপত্র বানানোর খেলা; ডাকঘর-ডাকঘর খেলা: দোকান-দোকান খেলা; ইত্যাদি।

(২) বালি দিয়া পুতুল বা জিনিষপত্রের অনুকরণে কিছু তৈয়ার করা।

(৩) কাগজ কাটা ও ভাঁজ করা।—আঁঠা এবং রঙিন কাগজ হইলেই ভালো হয়। নানা জ্যামিতিক ভংগীতে নানা চেহারার কাগজ কাটা।

(৪) ইচ্ছামত ছবি আঁকা।—তুলি, রং এর গুঁড়া, বা গিরিমাটি প্রভৃতির সহযোগে। মেঝেতে কয়লা, বা রঙিন পেনসিল ইত্যাদি বা পেষ্টেল ও রঙিন চকখড়ি দিয়া ছবি আঁকা।

(৫) মাটি দিয়া পুতুল ইত্যাদি বানানো। শিশুরা তাহাদের নিজের অভিজ্ঞতা মত সহজ সাধারণ কিছু জিনিষ তৈয়ার করিবে; শিক্ষকদের সাহায্য বা নির্দেশ ছাড়াই কাদা লইয়া কাজ করিবে; মাটি পাকাইয়া লম্বা করিতে অভ্যাস করিবে; পাকাইবে; পিঠার মতো বানাইবে; তাল পাকাইবে; চৌকা করিবে; বড়ি বানাইবে; সেগুলিকে রং করিয়া মালা গাঁথিবে; পুতুলের ঘরের জন্য উনান বানাইবে।

(৬) বয়ন—খেজুর, তাল বা নারিকেল পাতা দিয়া আসন প্রভৃতি বোনা।

(৭) **কাগজের কাজ।**—ঘুড়ি বানানো; বইএ মলাট দেওয়া; বই ছাপাইবার জন্য কাগজ কাটিয়া তৈয়ার করা; মলাটে ডিজাইন করা; কাগজ দিয়া খেলনা টাকা পয়সা বানানো; পিচবোর্ড কাটিয়া বাটখারা তৈয়ার করা।

(৮) পুতুল বানানো।—ন্যাকড়া, কাদা, কাগজ, ময়দার ডালা, ডালা-পাকানো—ভিজান কাগজ, ডালপালা, লতাপাতা, ঘাসখড় ইত্যাদির সহযোগে।

(৯) সৃজনমূলক অংগসঞ্চালন, নাট্যাভিনয়, নৃত্য, মূক অভিনয় ও অংগভংগী।

(খ) **দল বাঁধিয়া কাজ।**—নমুনা স্বরূপ কতকগুলি বিষয়ের তালিকা: (১) পুতুল রাখিবার জন্য একটি আস্তানা বা ঘর তৈয়ার করা।

(২) নির্মিত পুতুলগুলি দিয়া একটি পুতুলের প্রদর্শনী খোলা।

(৩) কাদা, ইঁট, খড়কুটা, ডালপালা, বাঁশ প্রভৃতি দিয়া "আমার ঘর" তৈয়ার করা।

(৪) মুদীর দোকান-দোকান খেলা।

(৫) ডাকঘর-ডাকঘর খেলা; ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণী—

(ক) **একা এবং দল বাঁধিয়া কাজ**—(১) ন্যাকড়া, কাদা, টুকরা কাঠ, গাছের কচি ডাল, খড়কুটা, বাঁশ, ময়দার ডালা, ভেজান কাগজের ডালা, কাগজের টুকরা, কার্ডবোর্ড ইত্যাদি দিয়া পুতুল বানানো।

(২) কাদার কাজ।—শিশুদের অভিজ্ঞতা অনুসারে গেলাশ,বাটি, পেয়ালা, দোয়াত ইত্যাদি বানানো—এবং রৌদ্রে শুকনা করা। বিদ্যালয়ের মেঝে কাদা ও জল দিয়া লেপা-মোছা।

(৩) কাগজের কাজ।—খাম, রঙিন নিমন্ত্রণ পত্র, বই-এর মলাট, দিনপঞ্জী তৈয়ার করা এবং উৎসব বা পরব উপলক্ষে সাজাইবার জন্য কাগজ কাটা ইত্যাদি।

(৪) পাতা ও বাঁশের কাজ।—থলে, পাখা, খেলাঘর ইত্যাদি নির্মাণ করা; চুপড়ি, ঝুড়ি ইত্যাদি বোনার প্রাথমিক শিক্ষা।

(৫) গান, নাচ, অংগভংগী, মূক অভিনয়।

(খ) **দল বাঁধিয়া কাজ** : নমুনা স্বরূপ কতকগুলি কাজের তালিকা :

(১) পুতুলের প্রদর্শনী।

(২) শিশুদের দ্বারা রচিত ও পরিচালিত নাটকের অভিনয়।

(৩) 'আমার বাড়ি এবং 'অন্য লোকের বাড়ি' ধরণের কিছু করা।

(৪) 'আমার স্কুল।'

(৫) ক্ষেতে বা খামারে পশু ইত্যাদির অনুকরণে কিছু করা।

চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণী।—

(ক) **একা এবং দল বাঁধিয়া কাজ**।—মাটির কাজ।—দেওয়াল, মেঝে ও ছাদ—কাদা ও জল দিয়া লেপা-পোঁছা। কাদা দিয়া ছাদ বানানো; পুতুল গড়া; বাঁশের ছাঁচের সাহায্যে কাদা দিয়া নানা আকৃতির জিনিষ তৈয়ার করা;

কেনো পাত্রের উপর ছাঁচের সাহায্যে নানাবিধ নক্সা করা; জলে ধুইলে উঠিবে না, এমন রঙ দিয়া পাত্র রং করা; কাদা দিয়া ইট এবং ঘর বানাইয়া, সেগুলিকে আগুনে পোড়ানো এবং তাহার পদ্ধতি।

(২) কাগজের কাজ। ডাইরি, নোট খাতা, বাজে খাতা, ব্লটিং প্যাড, প্রকৃতি সংক্রান্ত ছবির বই, খোলা কাগজের এলবাম, কার্ডবোর্ড সহযোগে কলম ও পেনসিল রাখার বাক্স বানানো। জুস্ শেলাই করিয়া বই বাঁধা; ইত্যাদি। কার্ডবোর্ডের কাজ—যথা, বাড়ি, চোঙ, চৌকা; বা ত্রিকোণ পিরামিড ধরণের খেলনা তৈয়ার করা। ইত্যাদি।

(৩) পাতা ও বাঁশের কাজ।—খেলা ঘরের ছাদের জন্য বাঁশের কাঠামো এবং বেড়া তৈয়ারী; পোষা জীবজন্তুর জন্য পিঁজরা, খাঁচা এবং ঝাঁটা, ঝুড়ি, বাঁশী ইত্যাদি তৈয়ারী করা।

(৪) পাকানো ও বোনার কাজ।—দড়ি এবং মাদুর ইত্যাদি তৈয়ারী।

(৫) নাচ, গান, অভিনয় ও অংগভংগী।

(৬) সৃজনমূলক খেলা।—ছেলেমেয়েদের নিজেদের খরচের কাগজ, বুলেটিন, ছবিওয়ালা দিনপঞ্জী (ক্যালেণ্ডার), ছবিওয়ালা জলবায়ুর তালিকা, কাজের হিসাব, ছেলেমেয়েদের নিজেদের সাহিত্য পত্রিকা, ইত্যাদি।

দল বাঁধিয়া অনুকরণমূলক কিছু করা।—(১) গোয়ালঘর, (২) গ্রামের বাড়ি, (৩) শহরের বাড়ি, (৪) ডাকঘর, (৫) গ্রামের রেল স্টেশন, (৬) মুদীর দোকান, (৭) ময়রার দোকান, (৮) খামার, (৯) গ্রামের মেলা, (১০) আদর্শ গ্রাম।

(গ) গৃহ বা বিদ্যালয়ের জন্য যে সকল জিনিষ করিতে বা প্রস্তুত করিতে হইবে (দৃষ্টান্ত হিসাবে কতিপয় বস্তুর তালিকা)।—

(১) কারুকার্য করা ইস্কুলের নোটিশ বোর্ড।

(২) ঝাড়ু।

(৩) ছুঁচ রাখার বাক্স।

(৪) আলপিন রাখার পাত্র (পিন কুশান)।

(৫) বই রাখার তাক।

(৬) ছবির ফ্রেম।

(৭) কাগজ ফেলার ঝুড়ি।

(৮) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্ড।

(৯) মাটির পিরিচ ও রেকাবি।

(১০) গণনা যন্ত্র বা 'অ্যাবাকাস'।

(১১) সংখ্যা লিখিবার জন্য ব্যবহৃত বোর্ড।

(১২) লুডো, সাপ ও সিঁড়ি ইত্যাদি, খেলার সরঞ্জাম।

(১৩) স্কুলের জলযোগ বা খাবার।

(১৪) খেলনা ঢাক।

(১৫) পিঠা তৈয়ারী করার বা ছাপাইবার ছাঁচ।

(২) কারিগরি

প্রাথমিক পরিচয়—

(ক) কারিগরির কাজ প্রধানত পরীক্ষামূলক এবং ভাবপ্রকাশের উপায় রূপে থাকিবে—বিশেষত, প্রথমের দুই তিনটি ক্লাশে। বহু বিভিন্ন প্রকার মাল-মশলা এবং যন্ত্রের সাহায্যে নিজের কল্পনা বা ইচ্ছামত পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ-ও ছেলেমেয়েদিগকে দিতে হইবে। শেষ দুই শ্রেণীতে কারিগরি বা বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে কায়দা কানুন ও কৌশল সম্পর্কে নির্দিষ্ট শিক্ষা এবং নির্দেশ দিতে হইবে।

(খ) কারিগরির উপার্জনগত দিকটির প্রতি জোর দেওয়া চলিবে না। সেই সংগে, বড়োদের তৈয়ারী জিনিষে যে একটি মার্জিত রূপ থাকে, তাহা আনিবার জন্য শিশুদিগকে অন্যায় ভাবে তাড়া দেওয়া উচিত হইবে না।

(গ) কোন শিশুর পক্ষে কোন কারিগরি বা কারিগরিগুলি উপযোগী হইবে, তাহা নির্বাচিত করিতে হইলে শিশুদের আগ্রহ ও শক্তি এবং স্থানীয় পরিপার্শ্বের উপর সর্বাপেক্ষা অধিক জোর দিতে হইবে। কারিগরির কাজে শিশুদিগকে কি পরিমাণ দক্ষতা লাভ করিতে হইবে, তাহা নির্দিষ্ট করা না থাকিলেও, আশা করা যায়, তাহারা ১১ বৎসর বয়সে যখন বিদ্যালয় ত্যাগ করিবে, তখন নির্বাচিত কারগরি বা কারিগরিগুলিতে কাজ করিবার উপযোগী প্রাথমিক দক্ষতা অর্জন করিবে এবং যন্ত্রাদি ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত দৈহিক শক্তিও তাহাদের বর্ধিত হইবে। বিভিন্ন ধরণের বহু যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে এবং অধিকতর নির্ভুলভাবে কাজ করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে হইবে। মালমসলা, মাপ-জোঁক এবং গঠনাদির বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা কিছু দক্ষতা অর্জন করিবে এবং সতর্কভাবে কাজ করিবার উপযোগিতা কি, তাহা উপলব্ধি করিতেও শুরু করিবে।

(ঘ) তৃতীয় শ্রেণী হইতে উপরের দিকে ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের কারু-কার্যের নিয়মিত তালিকা ও বিবরণী রাখিতে শুরু করিবে।

(ঙ) নিম্নে কতিপয় কারুশিল্পের উল্লেখ করা হইতেছে। উহাদের মধ্যে অনধিক তিনটি যে কোনো বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচিত করা যাইতে পারে।

(১) সূতা কাটা ও কাপড় বোনা। (২) কৃষিকার্য ও বাগান করা। (৩) কাঠের কাজ। (৪) চামড়ার কাজ। (৫) কাগজ তৈয়ারী করা। (৬) সূচীশিল্প নক্সা করা এবং বুনন। (৭) কার্ডবোর্ডের কাজ ও বই বাঁধান। (৮) মাটির পুতুল প্রভৃতি বানানো।

বিঃ দ্রঃ—বিষয়গুলির মধ্যে যোগাযোগ রাখিতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে হইবে।

সূতাকাটা ও কাপড় বোনা

প্রাথমিক পরিচয়—

শিশুদের কাজকে উপার্জনমূলকের অপেক্ষা সৃজনমূলক করিয়া তোলার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই পাঠ্যতালিকাটি প্রস্তুত করা হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা কত কি প্রস্তুত করিল, তাহার অপেক্ষা কিরূপে প্রস্তুত করিল, তাহার উপরেই অধিকতর জোর দিতে হইবে।

যথাসম্ভব যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রথম শ্রেণী—

(১) যেখানে তূলা হয়, সেখানে তূলা তোলা বা কুড়ানো। (২) পরিষ্কার করা। (৩) শুকনা করা এবং তক্তা ও লাঠি সহযোগে বীজ বাদ দেওয়া। (৪) তকলি দিয়া সূতা কাটা। (৫) নাটাই-এ সূতা গুটাইয়া রাখা।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

(১) প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত সূচীর অনুবৃত্তি। (২) বীজহীন তূলা হইতে পাঁজ পাকানো। (৩) তকলি দিয়া সূতা কাটা; ঘণ্টায় গড়ে চল্লিশ তার। (৪) সূতাকে ফেটি করিয়া রাখা।

বিঃ দ্রঃ—ডান এবং বাম, উভয় হাতেই তকলি দিয়া সূতা কাটা শিখাইতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী—

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কর্ম-সূচীর পুনরাবৃত্তি। (২) বাঁশের ধনুক এবং একখানি কাঠ সহযোগে তূলা ধোনা। (৩) তকলি দিয়া সূতা কাটা— ঘণ্টায় বেগ গড়ে ৬০ তার (rounds)।

কাটা সূতার প্রকার ভেদ এবং ভালোমন্দ সম্পর্কে শিশুরা ধীরে ধীরে জ্ঞানলাভ করিতে আরম্ভ করিবে।

চতুর্থ শ্রেণী—

(১) তৃতীয় শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত কর্মসূচীর অনুবর্তন। (২) পিঞ্জন দিয়া তূলার বীজ বাহির করা। (৩) চরকার ব্যবহার আরম্ভ করা—

গড়ে কাজ : (১) চরকায়— ঘণ্টা পিছু ১০০ তার।
(২) তকলিতে— ঘণ্টা পিছু ৮০ তার।

(৪) ছোটোখাটো তাঁত দিয়া বয়ন শুরু করিতে হইবে।—ফিতা, আসন, গামছা, ইত্যাদি।

পঞ্চম শ্রেণী—

(১) চতুর্থ শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচীর অনুবর্তন।

(২) সূতাকাটা—

গড়ে কাজ : (১) চরকায়— ঘণ্টা পিছু ১৬০ তার।
(২) তকলিতে— ঘণ্টা পিছু ১০০ তার।

(৩) সূতা কতখানি এবং কেমন শক্ত, তাহা বিচার করা। ভালো সূতা চিনিতে শিখা।

(৪) বয়ন : ছোট তাঁতে—আসন, ঢাকনা, সাদাসিদা তোয়ালে ইত্যাদি।

(৫) দেশী রঙের সাহায্যে সেগুলিকে রং করা এবং ছাপানো।

চরকা এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জামের যত্ন করা। বাঁশ দিয়া চরকা ও ধনুক বানানো এবং ছোরার আকারে বাখারির টুকরা করা।

উদ্যান রচনা ও কৃষিকার্য

১। এই বিষয়টি মূলত প্রয়োগমূলক হইবে। আশা করা যায়, বিদ্যালয়স্থ উদ্যানে ফল, শাকসব্জী এবং ফুল উভয়েরই চাষ থাকিবে।

২। এ বিষয়ে শিশুদের কাজ কেবলমাত্র বিদ্যালয়েই সীমাবদ্ধ থাকিবে না। তাহাদের পিতামাতার কার্যেও শিশুরা যাহাতে সক্রিয়ভাবে আগ্রহান্বিত হইয়া

উঠে এবং স্ব স্ব শক্তির অনুপাতে পিতামাতার কার্যে সাহায্য করে, সে বিষয়েও তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইবে। শিশুরা গৃহে তাহাদের পিতামাতার সহিত কি পরিমাণ কাজ করে, শিক্ষকরা তাহার খোঁজ লইবেন।

৩। যতোবার সম্ভব হয়, শিশুদিগকে স্থানীয় কৃষিকার্য, বাজার ও মেলার সহিত পরিচিত করিবার জন্য বিদ্যালয় হইতে তাহাদিগকে লইয়া যাইতে হইবে।

৪। সুযোগ সুবিধা থাকিলে, পশু-পক্ষী এবং মৌমাছি পালন প্রভৃতি বিষয়ে শিশুদিগকে উৎসাহিত এবং আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিতে হইবে।

৫। বিদ্যালয়স্থ উদ্যানে প্রথম দুই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পরিশ্রম করিতে পারিবে, এমন আশা করা যায় না। তাহারা প্রধানত বিদ্যালয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রছাত্রীদের এবং গৃহে পিতামাতার কার্য লক্ষ্য করিবে এবং নিজ নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে তাহাদিগকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবে। তবে বিদ্যালয়ে বা গৃহে তাহাদের নিজেদের কাজের উপযোগী পৃথক কৃষিক্ষেত্র থাকিবে। এই ক্ষেতে তাহারা নিজেরা প্রয়োজনমত শিক্ষক বা পিতামাতার সাহায্যে ছোটখাটো কাজ করিবে। শিশুদিগকে তাহাদের শরীর ও সামর্থ্যের অনুপাতে বাগানে চাষের উপযোগী যন্ত্রপাতি দিতে হইবে।

পঞ্চম শ্রেণী—

(১) শাকসব্জী, ফুল, ফলমূল এবং বিভিন্ন সময়ের স্থানীয় লতাগুল্ম এবং তাহাদের বীজ চেনা।

(২) মাটির পাত্রে মাটি প্রস্তুত করা এবং ইতিপূর্বে চষা বা খুঁড়া হইয়াছে, এমন জমি তৈয়ার করা। (৩) বীজ বপনের উপযোগী জমি প্রস্তুত এবং সার দেওয়া—কেন ও কিরূপে। (৪) বীজ বপন। (৫) বীজ ছড়ানো, জমির তদারক। (৬) চারা রোপণ। (৭) চারার তদারক—কেন ও কিরূপে। (ক) দারুণ বৃষ্টি এবং দারুণ রৌদ্র হইতে বাঁচাইবার জন্য আচ্ছাদনের ব্যবস্থা। (খ) সেচন। (গ) নিড়ানো। (ঘ) পোকা দূর করা বা মারা।

(৮) সার তৈয়ার করিবার জন্য লতাপাতা এবং অন্যান্য উপযোগী মালমশলা সংগ্রহ। (৯) মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, ফুল, বীজ, ফল ইত্যাদি—গাছপালার বিভিন্ন অংশ চিনিতে শেখা। (১০) চারা বড় হইবার জন্য প্রয়োজনীয় আলো, বাতাস, উত্তাপ, সিক্ততা এবং উপযোগী মৃত্তিকার গুরুত্ব দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দেওয়া।

সম্পর্কিত জ্ঞান

১। পশু, পক্ষী এবং কীট—উদ্যানের শত্রু ও বন্ধুর দল।

২। গাছপালা ও তাহাদের আহার।

৩। গাছপালা এবং তাহাদের যত্ন ও তদারক।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

(১) প্রথম শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট কর্মতালিকার অনুবর্তন—অধিকতর বিশদভাবে। (২) বিদ্যালয়স্থ বা গৃহস্থ উদ্যানে বীজ বপনের উপযোগী জমির প্রস্তুতি। (৩) বীজবপন। (৪) বীজ এবং চারার যত্ন ও তদারক। (৫) চারা লাগাইবার উপযোগী ক্ষেত্রের রচনা। (৬) চারাগুলিকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে রোপণ। (৭) (ক) সারবন্দী করা—উত্তর হইতে দক্ষিণে। (খ) গাছ অনুসারে ব্যবধান দেওয়া। (গ) গাছ উপড়াইয়া তোলার এবং নাড়াচাড়া করার পদ্ধতি। (ঘ) লাগাইবার পদ্ধতি। (ঙ) জল ও আড়াল দেওয়া। (চ) বাগানে কোথায় কোন গাছ লাগাইতে হইবে, তাহার শিক্ষা—যে গাছ লম্বায় বাড়িবে, সেগুলিকে উত্তর দিকে দিতে হইবে। (৮) একস্থান হইতে অন্যত্র স্থানান্তরিত চারাগুলির যত্ন ও তদারক। (ক) জল দেওয়া। (খ) নিড়ানো। (গ) রৌদ্র ও জোর বৃষ্টি হইতে রক্ষা করা (ঘ) পোকা বাছাই বা মারা। (ঙ) অন্যান্য রোগ বা আক্রমণ হইতে গাছকে বাঁচানো। (চ) ফসল তোলা, ওজন, গণনা, ও বিক্রয় করা এবং হিসাব রাখা।

সম্পর্কিত জ্ঞান

১। গাছের চেহারা এবং ফুলের রং ও গন্ধ অনুসারে ফুল বাগানের পরিকল্পনা।

২। মরসুম অনুসারে ফুল, ফল ও শাকসব্জীর চাষ।

৩। গাছের বিভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা।

৪। বাগানের উপযোগী সাধারণ সার, যথা গোবর। (জ্বালানি হিসাবে গোবরের যথাসাধ্য অল্প ব্যবহার।)

৫। বীজ সংগ্রহ ও রক্ষা।

৬। সাধারণ পোকামাকড়—তাহাদের অপকারিতা এবং উপকারিতা।

তৃতীয় শ্রেণী—

প্রথম দুই শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়গুলিকে এই শ্রেণীতে আরো আগাইয়া দিতে হইবে। ফুলের বাগানের সব কাজ না হইলেও, অধিকাংশ কাজই শিশুরা নিজেরা তাহাদের স্ব স্ব উপযোগী যন্ত্রপাতির সাহায্যে সম্পন্ন করিবে।

(১) জমি প্রস্তুত করা এবং সার দেওয়া। (২) ভালো বীজ বাছাই করা। (৩) বীজ বপন ও অঙ্কুরোদ্গম। চারা একস্থান হইতে অন্য স্থানে রোপণ। (৪) পরবর্তী সমস্ত কাজ—কীটপতংগ, জন্তুজানোয়ার এবং জলবায়ুর আক্রমণ হইতে চারাগুলির সংরক্ষণ, আগাছা তোলা, নিড়ানি দেওয়া, ডালপালা ছাটা, জল দেওয়া, ফসল তোলা। (৫) পরবর্তী ফসলের জন্য জমি পরিষ্কার করা। (৬) বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ (৭) সার প্রস্তুত করা ৮) গুয়াপোকার চাষ (৯) ক্ষেতখামার, হাটবাজার এবং মেলা প্রভৃতিতে যাওয়া।

সম্পর্কিত জ্ঞান

১। গাছের খাদ্য।

। মূল, কাণ্ড, শাখাপ্রশাখা, পাতা, ফুল ও বীজের ভিন্ন ভিন্ন কাজ।

৩। সার ও সারের উপকারিতা ; পচা এবং টাটকা।

৪। প্রজাপতির জীবনেতিহাস।

চতুর্থ শ্রেণী—

তৃতীয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর পুনরাবৃত্তি এবং তৎসহ—

(১) বিভিন্ন প্রকারের জমি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ (২) বিভিন্ন রূপ সারের প্রস্তুতি। গো-জাত সার, লতাপাতাজাত সার, পচা আবর্জনাদির সার এবং খইল। (৩) বিভিন্ন ধরণের লাঙল এবং সেগুলির ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। (৪) বপনের পূর্বে বীজ প্রস্তুত করা—জলে ডুবাইয়া রাখা, বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ইত্যাদি। (৫) উদ্যান এবং চাষের জমি সম্পর্কে পরিকল্পনা। (৬) নালানর্দমা এবং জল তুলিবার জন্য নলের ব্যবস্থা। জল সেচন ও জল তোলা। (৭)ফসল তোলা এবং খামারের সাদাসিদা হিসাব রাখা। (৮) ভ্রমণে বাহির হইলে বিভিন্ন প্রকারের গাছপালার সহিত পরিচয়—জলজ বা বায়ুজ গুল্ম ; অর্কিড ; লতা ; ভেষজ জাতীয় লতাগুল্ম ; জ্বালানির উপযোগী লতাগুল্ম ; ফলের গাছ ; আসবাবপত্রের কাজে আসে, এমন গাছ।

সম্পর্কিত জ্ঞান

১। ফলমূল, শাকসব্জী, ফুলপাতা প্রভৃতি আহার্য বস্তুগুলির খাদ্য হিসাবে উপযোগিতা এবং শরীরের পক্ষে উপযোগী বিভিন্ন উপাদান সম্পন্ন খাদ্যের গুরুত্ব।

২। ক্ষেতখামারের পরিচালনা, বাজার দর এবং হিসাব রক্ষণ।

৩। উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা এবং উৎপাদনের খরচ অনুসারে ফসল নির্বাচন।

৪। পতিত রাখিয়া এবং সার দিয়া ক্ষেতের বিশ্রাম এবং শক্তি সঞ্চয়ের ব্যবস্থা।

৫। জল সরবরাহের বিভিন্ন উপায়—এবং সেগুলির উপযোগিতার তুলনা। জলকে ফসলের উপযোগী করার জন্য কি কি করা দরকার।

৬। বাগানের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সম্পর্কে যত্ন ও তদারক।

এই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ে, ফল এবং শাকসব্জী উভয় প্রকার ফসলই তুলিতে এবং ক্ষেতের কাজে সাহায্য করিতে পারিবে।

পঞ্চম শ্রেণী—

এই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা গৃহে এবং বিদ্যালয়ে বৎসরে সকল সময়েই ফুল, ফল এবং শাকসব্জীর চাষ করিতে এবং ক্ষেতখামারের কাজে সাহায্য করিতে পারিবে।

(১) পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কৃষিকার্য লক্ষ্য করা। জমির মাটি শক্ত কিংবা নরম, মাটির কণাগুলি বড় কিম্বা ছোটো, মাটির রঙ কিরূপ, ওজন কতো এবং ভিজা কি শুকনা, হিসাব করিয়া চাষের উপযোগী জমি নির্বাচন করা। (২) উপযুক্তরূপ সেচন—বর্ষাকালীন জলের সদ্ব্যবহার। (৩) কোন ফসলের সংগে বা পরে কি ফসল চাষ করিতে হয়। (৪) সার প্রস্তুত করা—হাড়, জীবজন্তুর পচা দেহ হইতে উৎপন্ন মৃত্তিকা, রাসায়নিক দ্রব্য, আবর্জনা ইত্যাদি—সেগুলির সংরক্ষণ—স্তূপাকারে বা গর্তে। (৫) নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, এমন কীটপতংগ বা গাছপালার ব্যাধি এবং তদনুসারে ফসল নির্বাচন। (৬) ছোট এক টুকরা জমি সর্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার কিরূপে সম্ভব। অল্প পরিমাণ পরিশ্রমেও বিরাট জমির চাষের ব্যবস্থা কি ভাবে হইতে পারে। (৭) পতিত জমির কিরূপে সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। জলজমির ব্যবহার। (৮) কলমের চারা করিবার পদ্ধতি—উহার উপকারিতা। (৯) পশুর খাদ্যের উপযোগী ফসল। (১০) ফসলের পরিবর্তন।

সম্পর্কিত জ্ঞান

১। সম্পর্কিত বিষয়—মৎস্যচাষ, পক্ষীপালন, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদির পালন এগুলির উপকারিতা।

২। মানুষের মংগলে লতাগুল্ম বৃক্ষাদির দান—

(ক) খাদ্য; (খ) পরিচ্ছদ; (গ) ঔষধ; (ঘ) রং; (ঙ) কাগজ; (চ) অতি প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তেল; (ছ) কাঠ।

৩। বৃক্ষ সাম্রাজ্যের কতিপয় বিশেষত্ব—অদ্ভুত ও অসাধারণ কয়েক প্রকারের মূল, কাণ্ড, পাতা এবং পুষ্প।

৪। বনোচ্ছেদ এবং বনোৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা।

কার্ডবোর্ডের কাজ (তৎসহ বই বাঁধাইএর প্রাথমিক কাজ) কাঠের কাজ

ছেলেমেয়েদের বয়স নয় বৎসর হওয়ার পূর্বে কাঠ বা ধাতুর মতো শক্ত কোনো জিনিষ লইয়া কাজ করা বা সে জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। তাই ছেলেমেয়েদের প্রথম তিন বৎসরের পাঠ্যতালিকা কার্ডবোর্ডের কাজকেই কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইয়াছে। প্রথমের দিকে বই বাঁধাইএর সহজ কাজ করাইবার পর শেষের দুই শ্রেণীতে বই বাঁধাইএর কঠিনতর কাজ এবং কাঠের কাজ করানো চলিবে।

শিশুরা সাধাসিধা, দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন সকল জিনিষ তৈয়ারী করিবার চেষ্টা করিবে। তবে সেগুলির সৌন্দর্যের দিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিবে না। শিশুরা যে সকল জিনিষ প্রস্তুত করিবে, গ্রামে এবং শহর অঞ্চলে সেগুলির মধ্যে পার্থক্য থাকিবে। পুস্তকের প্রয়োজন নাই। তথ্যগত (Theoretical) শিক্ষাকে কর্মগত প্রয়োগের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংযুক্ত রাখিতে হইবে। শিক্ষকের সুবিধার জন্য নির্দেশক পুস্তক (Teachers' Book) থাকিতে পারিবে। তাহাতে, ধরুন, বিশ হইতে ত্রিশটি উদাহরণ বা 'মডেল' দেওয়া থাকিবে। ব্ল্যাক বোর্ডে শিক্ষকরা সকল 'মডেল' আঁকিয়া দিবেন এবং ছাত্রছাত্রীদিগকেও অনুরূপ আঁকিতে উৎসাহিত করিবেন।

প্রথম শ্রেণী (বয়ক্রম ৬+)

১। যন্ত্র এবং যন্ত্রপাতি কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন।

২। (ক) সরল মাপজোক শিক্ষা।

(খ) সরল জ্যামিতিক গঠনগুলি (রঙিন কাগজের বর্গক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বৃত্ত, চতুর্ভুজ প্রভৃতি দেখিয়াই চিনিতে পারা।

৩। কাগজ ছেঁড়া, ভাঁজ করা, কার্ডবোর্ডে আঁঠা দিয়া জোড়া ইত্যাদি শেখা। চৌকোণ কাগজে বিভিন্ন ভংগীতে ভাঁজ করিয়া বইএর মলাট, ঘুড়ি, টুপী, ছবির ফ্রেম ইত্যাদি করা।

৪। কাঁচি দিয়া বিভিন্ন আকারে ও ভংগীতে কাগজ কাটা। সেগুলিকে সাজানো এবং আঁঠা দিয়া লাগানো।

৫। (ক) (ক্লাশে ব্যবহারের জন্য) 'রুটিন বোর্ড',

(খ) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নমুনা সংগ্রহের বাক্স, এবং

(গ) (সাদাসিধা) 'ব্লটিং প্যাড'—

নির্মাণ করা।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৭+)

১। (রঙিন) কাগজ ছেঁড়া, ভাঁজ করা ও বিভিন্ন আকারে কাগজ কাটা। কাগজ জুড়িবার কাজ। ভাঁজ করা কাগজকে (সাধারণ জ্যামিতিক আকারে বা ভংগীতে) কাটা।

২। বই-এ চিহ্ন দিবার উপযোগী কাগজ, ভারতীয় উৎসবাদিতে অভিনন্দন জানাইবার কার্ড, কাগজ হইতে নোট খাতা, খাতার মলাট, পয়সা রাখিবার জন্য পকেট-থলি প্রভৃতি বানানো।

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বানানো :—

(ক) ব্লটিং প্যাড (ডবল)।

(খ) (১) ইতিহাসের কাজ (২) ভূগোলের কাজ বা (৩) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের কাজ করিবার সময় ব্যবহারের জন্য সাদাসিধা সাধারণ এলবাম।

(গ) পোর্টফলিও।

(ঘ) নোটবুকের মলাট।

(ঙ) বই বহিবার বাক্স।

(চ) ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছানুসারে অতিরিক্ত দুই একটি জিনিষ।

তৃতীয় শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৮+)

১। বই দাগানোর কাগজ। খাতা এবং লগেজে আঁটিবার উপযোগী লেবেল। ছোট নোট খাতা (আঁঠা দিয়া জোড়া)। উৎসবের অভিনন্দন পত্র (ভাঁজ করা)। খাম। দিনপঞ্জী (ক্যালেণ্ডার)। নরম মলাট দেওয়া এক মলাটের খাতা। স্থচ, দিয়েশালাইএর কাঠি, কার্ড প্রভৃতি রাখিবার বাক্স। বইএর মলাটের উপর লাগাইবার মতো কাগজের টুকরা।

২। নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির ব্যবহার :—

রুল, সেটস্কোয়ার এবং কম্পাস।

৩। সমান্তরাল, লম্ব এবং বক্ররেখা—এগুলির সহিত পরিচয়।

বৃত্ত, কেন্দ্র, ব্যাস, পরিধি, বর্গক্ষেত্র, চতুর্ভুজ, ষড়ভুজ, অষ্টভুজ, এগুলির সহিত পরিচয়।

৪। (ক) বুরুশ, কলম, পেনসিল প্রভৃতি রাখিবার বাক্স।

(খ) নিব, কলম ও পেনসিল ইত্যাদি রাখিবার জন্য চৌকোণা খুঞ্চি বা ট্রে।

(গ) উপরোক্ত উদ্দেশ্যে ব্যবহার্য ছকোণা খুঞ্চি।

(ঘ) কাগজের কব্জাওয়ালা ঢাকনি-লাগানো বাক্স।

(ঙ) ব্লটিং প্যাড।

(চ) সাদাসিধা ও জটিল ধরণের পোর্টফলিও।

(ছ) গোলাকার বাক্স।

(জ) এ সকল ছাড়া অন্যান্য ধরণের বাক্স।

(ঝ) সাদাসিধা, প্যাডওয়ালা, এবং চামড়ার মলাটওয়ালা এলবাম।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৯+)

১। বই বা খাতা বাঁধানো, আরো কঠিন ধরণের—

বইএর মলাটের উপর আঁটিবার জন্য কাগজের ফালি ; মলাটওয়ালা রাইটিং প্যাড ; (শক্ত কোণওয়ালা) ব্লটিং প্যাড তৈয়ার করা ; ফিতালাগানো আলগা পাতাওয়ালা খাতা ; ফিতালাগানো এলবাম ; সাধারণ সাদাসিধা পোর্টফলিও ; প্রয়োজন মত রং ও কারুকার্য করা।

২। কাঠের কাজ ; যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির ব্যবহার।

৩। করাত দিয়া কাটা, মসৃণ করা, প্রয়োজনীয় আকার অনুসারে কাঠ তৈয়ারী করা ; ছিদ্র করা, কুঁদা, সাধারণ ধরণের জোড়া দেওয়া।

৪। নিম্নলিখিত ধরণের সাদাসিদা জিনিষ তৈয়ার করা—

(ক) খুরপির হাতল, (খ) খুঞ্চি ; ছোট টুল ; (গ) জলের পাত্র রাখিবার উপযোগী কাঠের আসন ; (ঘ) (১) ছোট বইএর (খোলা) তাক, (২) কাগজ চোপড় রাখার তাক, (৩) আলনা (৪) দেওয়ালের তাক বা কুলুংগি (৫) গৃহস্থালির জিনিষপত্র রাখার উপযোগী ঘরের কোণের তাক।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়ঃক্রম ১০+)

১। চতুর্থ শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত বই ও খাতা বাঁধার কাজ।

বিশেষত—

উৎসবের নিমন্ত্রণ ও অভিনন্দন লিপি। মলাট ও রাখিবার বাক্স সহ লিখিবার প্যাড। ব্লটিং প্যাড (কাপড় দিয়া কোণ মোড়া)। শক্ত মলাটের ফোড় শেলাইওয়ালা কাগজের খাতা। পকেট সহ বা পকেট ছাড়া আলগা কাগজের এলবাম। ফিতা দিয়া বাঁধা আলগা কাগজের খাতা।

জুস্ সেলাই করিয়া বই বাঁধা ইত্যাদি। পোর্টফলিও।

২। কাঠের কাজ—

(ক) (১) চার রকম জোড়া। (২) সেট স্কোয়ারের ব্যবহার। (৩) বিভিন্ন ধরণের কোণ করিয়া কাটিবার বা তৈয়ার করিবার রীতি (৪) কম্পাস ও ড্রয়িং বোর্ডের ব্যবহার (৫) রবারের ব্যবহার; (৬) টি স্কোয়ার (T-square)-এর ব্যবহার।

(খ) নিম্নলিখিত জিনিষগুলি তৈয়ার করা—

(১) চিঠি রাখিবার খুঞ্চি। (২) চা, খাবার প্রভৃতি দিবার জন্য চৌকোণা খুঞ্চি। (৩) চা রাখিবার উপযোগী খুব ছোট টেবিল। (৪) ছোটো টেবিল। (৫) আজেবাজে জিনিষ রাখিবার জন্য ছোট বাক্স। (৬) ডেক চেয়ার। (৭) শিশুদের শোয়ার উপযোগী সাদাসিধা কাঠের ছোট খাট। (৮) ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছামত যে কোনো জিনিষ।

সম্পর্কিত জ্ঞান

দেশীয় বিভিন্ন ধরণের কাঠ—

(ক) নরম কাঠ, শক্ত কাঠ, যথা—শাল, জারুল, টিক ইত্যাদি।

(খ) বেত ও বাঁশ।

(গ) ভারতের কোন্ কোন প্রদেশে অধিক কাঠ জন্মে।

(ঘ) কাঠ হইতে জাতীয় সম্পদ কি পরিমাণ আসে।

(ঙ) রপ্তানি ও আমদানি।

চামড়ার কাজ

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—

১। চামড়া পরিষ্কার করা। দাগ, ময়লা, আঁচড় বা কাটা ছেঁড়া দূর করা—

(ক) ভিজা তুলা বা নরম ন্যাকড়া দিয়া চামড়া ঘষিয়া ভিজাইয়া;

(খ) কাচের উপর রাখিয়া কাঠের রোলার দিয়া শক্ত করিয়া ঘসিয়া।

২। সরলরেখায় বিভিন্ন সাদাসিধা ধরণের নক্সা করা—

(ক) কাগজে আঁকিয়া এবং কাঁচি দিয়া কাটিয়া;

(খ) চামড়ায় আঁকিয়া (দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য) এই কাজ শিশুদের নিকট একপ্রকার খেলার মতো লাগিবে এবং তাহাদের যেমন মনে আসিবে, সেইভাবে নিজেরা নানাবিধ নক্সা করিবে।

৩। নানাবিধ রং লইয়া খেলা; উপরে বর্ণিত নক্সাগুলিকে এবং সাদাসিধা অন্য ধরণের নক্সাকে রং করা।

৪। (ক) চাপ দিয়া কাগজ কাটা (পাঞ্চিং) (প্রথম শ্রেণীর জন্য)।

(খ) চাপ দিয়া চামড়া কাটা (দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য)।

৫। কাঁচি দিয়া কাগজ কাটা।

৬। চামড়া দিয়া তৈয়ারী সাধারণ ধরণের দড়ি বা ফিতা লাগানো (প্রথম শ্রেণীর জন্য)।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী—

১। কাগজ দিয়া সাধারণ ধরণের নক্সা করা এবং কাগজের (শক্ত কাগজের) উপর অতি সহজ ধরণের নক্সা আঁকা। সৃজনী ভাব প্রকাশের (Creative self-expression) দিকে অধিক জোর দিতে হইবে।

২। খুরপি দিয়া বাজে বা বাতিল চামড়ার টুকরা কাটা; (ক) সরল রেখায় (খ) বৃত্তাকারে (অন্যান্য বিভিন্ন আকারে, প্রথম দুইটিতে খেলা হিসাবে)।

৩। বড়ো চামড়াকে বিভিন্ন আকারে ও মাপে কাটা।

৪। প্রয়োজন মত আকারে ও মাপে কাটিবার পর অন্যান্য প্রাথমিক ব্যবস্থা।

৫। উপরোক্ত নক্সাগুলিকে চামড়ায় দাগ দিয়া আঁকা—পেনসিল বা দাগ দিবার যন্ত্র দিয়া কাগজ হইতে নক্সাগুলিকে চামড়ায় চালান করা।

৬। সাদাসিধা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় 'মডেলিং' শুরু করা।

৭। নির্বাচিত টুকরা চামড়ার উপর সহজ নক্সাগুলিতে দাগ দেওয়া, রং করা। রং তৈয়ার করিতেও সেই সংগে শেখা।

৮। চতুর্থ শ্রেণীর গোড়ার দিকে ছেলেমেয়েরা প্রস্তুত-থাকা চামড়া 'পাঞ্চ' করিয়া কাটিবে এবং তাহা দিয়া দড়ি পাকাইবে বা ফিতা বানাইবে। কিন্তু পরে তাহারা নিজেরাই দড়ি পাকাইবার বা ফিতা বানাইবার জন্য চামড়া তৈয়ার করিয়া লইবে।

৯। চামড়া মসৃণ করা।

১০। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের চামড়ার কাজ চলিতে পারে :—

(ক) বই দাগাইবার উপযোগী জিনিষ, (খ) চিরুণীর বাক্স, (গ) বিভিন্ন ধরণের এক পকেটওয়ালা মানি-ব্যাগ, (ঘ) বইএর মলাট, (ঙ) বড় হাত বাক্স, (চ) জুতা সারাই।

১১। সম্পর্কিত জ্ঞানের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি থাকিতে পারে :—

(ক) ভেড়ার চামড়া, (খ) কোথায় ভেড়া পাওয়া যায়, (গ) কোথায় চামড়া তৈয়ারী হয়।

পঞ্চম শ্রেণী—

১। কাগজ দিয়া আরো কঠিন নক্সা করা ও সেগুলিকে আঁকা—নক্সাগুলির নূতনত্ব এবং সৌন্দর্যের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য দিতে হইবে।

২। কাগজ হইতে চামড়ার টুকরায় নক্সাগুলি তোলা।

৩। 'মডেল' করা চলিতে থাকিবে এবং অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত করিতে হইবে।

৪। চামড়া রং করিবার শিক্ষা এই শ্রেণীতেই শেষ হইবে।

৫। চামড়া দিয়া দড়ি বা ফিতা বোনা—আরো বহু বিভিন্ন ধরণের বুনন শিখাইতে হইবে।

৬। (ক) এক সংগে সমগ্র চামড়াটি রং না করিয়া বিভিন্ন রং দিয়া বিভিন্ন অংশ রং করিবার পদ্ধতি শেখা (Batik work)। (খ) জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি শেখা। (গ) ছাঁচে চাপ দিয়া রঙ করিতে শেখা (Stencil work)।

৭। (ক) চামড়া চাঁছিতে (Skiving) শেখা, (খ) চামড়া গাঁথিতে বা শেলাই করিতে শেখা।

৮। চামড়ার দড়ি বা ফিতা বুনিবার জন্য লম্বা লম্বা ফালি করা।

৯। নিম্নলিখিত বিভিন্ন ধরণের চামড়ার কাজ করা চলিতে পারে :—

(ক) চামড়ার বাক্স। (খ) দুই তিনটি পকেট থাকিবে, এমন মানিব্যাগ। (গ) স্টেনসিলের কাজ করা ছবির ফ্রেম। (ঘ) চামড়া জুড়িয়া বাক্স তৈয়ার করা। (ঙ) ছিদ্রপথে বাঁধিবার ব্যবস্থা থাকিবে, এমন বাক্স। (চ) জুতা সারাই।

১০। নিম্নলিখিত সম্পর্কিত শিক্ষা দেওয়া চলিবে :—

(ক) গল্পের ভংগীতে চর্ম শিল্পের ইতিহাস। (খ) ভেড়া সম্পর্কে আরো তথ্য। (গ) কিভাবে চামড়া ট্যান করা হয়। (ঘ) চামড়ার কাজ সম্পর্কে— (১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কিভাবে চামড়ার কাজ হয়, (২) ভারতের অন্যান্য স্থানেই বা কি ভাবে হয়। (ঙ) চামড়ার ব্যবহার।

কাগজ তৈয়ারী

কাগজ তৈয়ারী বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তখন উহা অন্যতম কুটির শিল্পের কাজ করিত। এই শিল্প বর্তমানে বাংলাদেশে মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে। তথাপি হুগলী, হাওড়া এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো উহার প্রচলন রহিয়াছে। বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিতে এই কারিগরির প্রবর্তন নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি পূর্ণ করিবে :—

(ক) ইহার শিক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাবনাগুলির পরিপূর্ণতম সদ্ব্যবহার।

(খ) বিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজের সরবরাহ করা।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—

(ক) কাগজ তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজনীয় টুকরা কাগজ, খড়কুটা, ন্যাকড়া এবং অন্যান্য দ্রব্য ও সাজসরঞ্জামের সংগ্রহ ও বাছাই। ময়লা বাদ দেওয়া এই কাজের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

(খ) নিচু দেওয়ালের গায়ে কাঁচা ভিজা তাগুলিকে আঁটিয়া শুকনা করা।

(গ) শাঁখ বা কাগজ চাপার কাচ (পেপার ওয়েট) দিয়া কাগজের তাগুলিকে মসৃণ ও চিক্কণ করা।

(ঘ) বিদ্যালয়ে নির্মিত বিভিন্ন ধরণের কাগজ হইতে লিখিবার প্যাড, চৌকণা বাক্স, ঘুড়ি ইত্যাদি করা।

দ্রষ্টব্যঃ—(১) শিশুদের বর্ণ-চেতনা বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে কাগজের মণ্ডে রং মিশাইবার কাজে তাহাদিগকে সংগে লওয়া চলিতে পারে।

(২) শিশুদের মধ্যে সৌন্দর্য বিষয়ে প্রাথমিক রুচি সৃষ্টি করিবার জন্য শিশুদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত রঙিন কাগজ লইয়া খেলিতে এবং তাহাদের ক্লাশ রুম বা পড়িবার ঘর সাজাইতে সুযোগ দিতে হইবে।

তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী—

(ক) কাগজ তৈয়ারীর জন্য মণ্ড তৈয়ার করা—প্রস্তুতির বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন রীতি ও পদ্ধতি—সিদ্ধ ও নরম করার বিভিন্ন পদ্ধতি—ক্ষার বা কষ্টিক সোডার ব্যবহার। ঢেঁকি বা পা দিয়া থাসা। মন্থন করা। মণ্ডকে ব্লিচিং করা বা ময়লা দূর করা।

(খ) রঙ মেশানো—মণ্ডের অনুপাতে—শিশুরা নিজেরা হাতেনাতে করিয়া দেখিবে।

(গ) ছাত্রছাত্রীরা তাহাদের শিল্প সংক্রান্ত বিবরণী বা ডাইরি রাখিবে। তাহাতে তাহারা নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং সম্পর্কিত লব্ধ জ্ঞান লিপিবদ্ধ করিবে।

পঞ্চম শ্রেণী—

(ক) পূর্ববর্তী পদ্ধতিগুলির পুনরাবৃত্তি।

(খ) 'স্টেনার' এবং 'ডেক্‌ল্‌' প্রভৃতির ব্যবহার।—কাঁচা কাগজের তা হইতে নিঙড়াইয়া জল বাহির করা।

(গ) নানাবিধ আকারে কাগজ তৈয়ারী করা এবং তৎসংক্রান্ত বিবিধ রীতি ও পদ্ধতি।

(ঘ) কাগজ প্রস্তুতের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির ব্যবহার এবং সম্ভব হইলে বিভিন্ন যন্ত্র তৈয়ার করিয়া লওয়া।

(ঙ) কাগজের মণ্ড হইতে শিশুদিগকে খেলনা বা তাহাদের ক্রীড়ামূলক কার্যকলাপের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দেওয়া।

(চ) বিভিন্ন ধরণের কাগজ তৈয়ার করা ; এলবাম, গল্পের খাতা ইত্যাদি তৈয়ার করা, এবং বই বাঁধাইবার প্রধান বিষয়গুলিকে কাগজ তৈয়ারীর স্বভাব-সিদ্ধ আনুসংগিক রূপে ব্যবহারের চেষ্টা।

সম্পর্কিত জ্ঞান

(ক) যে সকল বিভিন্ন দ্রব্য হইতে কাগজ তৈয়ার হয়, সে সম্পর্কে পর্যালোচনা।—ঐ সকল দ্রব্য কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়।

(খ) ভারতে বা ভারতের বাহিরে, হাতে তৈয়ারী বা কলে তৈয়ারী কাগজের ইতিহাস।

(গ) লিখিবার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কিভাবে ভবিষ্যৎ পুরুষের হাতে তুলিয়া দিত। লিপিবদ্ধ করিবার বিভিন্ন পদ্ধতি এবং সেগুলির উদ্‌বর্তন। মোমের তালিকা। চিত্রাক্ষর। ত্তিকাফলক। প্যাপি রাস্‌ ভূর্জ্জ, পত্র, তাল পাতা, ইত্যাদি,—লিপির উদ্‌বর্তন।

(ঘ) চীনে সর্বপ্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়—আরবীয়রা তাহাদের নিকট হইতে শেখে—পরে শেখে মিশরীয়রা।

মৃৎশিল্প ও মৃৎপাত্র নির্মাণ

প্রথম শ্রেণী—

শিশুরা ইচ্ছামত কাদা ডলিবে, তাল পাকাইবে, এবং নিজে নিজে কাদার ব্যবহার শিখিবে। সাধারণ জিনিষপত্র প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিবে (এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন পদ্ধতি,—ডলা, তাল পাকানো, পাকাইয়া লম্বা করা, ডেলা করা, চৌকা করিয়া কাটা ইত্যাদি।)

দ্বিতীয় শ্রেণী—

(ক) প্রথম শ্রেণীর মতোই শিশুদের ইচ্ছামতো মাটির কাজ ও ব্যবহার।

(খ) মাটি দিয়া সমান এবং বিভিন্ন মাপের বল, বাটুল, গুলী, বোতামের মতো পদার্থ, বা ছুঁচালো জিনিষ তৈয়ার করা।

(গ) ভেজা, শুকনা এবং পোড়া, বিভিন্ন অবস্থায় মাটির বিভিন্ন রং লক্ষ্য করা।

(ঘ) পাত্র প্রস্তুত করিবার প্রাচীন পদ্ধতি। যথা, মাটিতে গর্ত করিয়া তাহার গায়ে কাদা দিয়া বা ছোটো চুপড়ির ভিতরে কাদা দিয়া এবং পরে মুখ জুড়িয়া, ইত্যাদি।

তৃতীয় শ্রেণী—

(ক) শিশুদের ইচ্ছামতো মাটির কাজ ও ব্যবহার চলিতে থাকিবে।

(খ) মাটি তৈয়ার করা।

(গ) মৃৎপাত্র—চাকের ব্যবহার; পাত্র রং করা। পেয়ালা, পিরিচ, মগ, জার প্রভৃতি গড়া।

(ঘ) হাতে তৈয়ারী সাদাসিদা পাত্র—সরা, মুচি, অগভীর মালসা ইত্যাদি।

(ঙ) ছাঁচ সহযোগে নক্সা করা।

চতুর্থ শ্রেণী—

(ক) মৃৎশিল্প চলিতে থাকিবে।

(খ) কাদা তৈয়ার করা।

(গ) মৃৎপাত্র এবং চাকের ব্যবহার—পাত্রগুলির আকার ও বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যের উপর জোর দিতে হইবে। বীজ, শামুক, ঝিনুক, পেরেক প্রভৃতি দিয়া পাত্রের উপর কয়েক সারিতে বা পাত্রের সমস্ত গায়ে নক্সা করা। পাত্রে রং করা। পাত্র পোড়াইয়া দেখানো।

(ঘ) ছাত্রছাত্রীরা যাহা দেখিয়াছে বা সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, এবং অন্যান্য গল্পকাহিনী হইতে যাহা কল্পনা করিয়াছে, তাহাকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রকাশমূলক মৃৎশিল্প।

পঞ্চম শ্রেণী—

(ক) মৃতপাত্র, চাকের ব্যবহার, মাটি তাল করা এবং হাত ও আঙুলের সাহায্যে ছোটখাটো পাত্র বানানো।

(খ) পাত্রের উপর বিভিন্ন নক্সা ছাপিয়া বা কাটিয়া বসানো এবং জলে ধুইবে না, এমন রং দিয়া সেগুলিকে রং করা।

(গ) প্রকাশমূলক কাজ চলিতে থাকিবে—আকার এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্যের উপর প্রয়োজন মতো জোর দিতে হইবে।

(ঘ) যে জিনিষ প্রস্তুত করা হইবে, তাহার উপযোগী নক্সা সম্পর্কে পর্যালোচনা।

(ঙ) পোড়ানো।

(চ) ছাঁচের ব্যবহার।

(ছ) ছাঁচে ঢালা।

গৃহকর্ম, তৎসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান এবং উদ্যান রচনা
(বালক এবং বালিকা, উভয়ের জন্য)

প্রাথমিক পরিচয়—

গোড়ার দিকে এই বিষয়টি কল্পিত কাজের, খেলার বা দৈনন্দিন প্রয়োজন অনুসারে সৃজনমূলক ও অন্যান্য প্রয়োগমূলক ক্রিয়াকলাপের আকারে হইবে এবং ক্রমেই সেগুলি বাস্তবিক আকার ধারণ করিবে।

কোনো পড়ার বইএর প্রয়োজন নাই। কিছু শিখাইবার সময়, সেই কাজের পশ্চাতে তথ্যগত (থিওরিটিক্যাল) কি কি দিক রহিয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। শিশুর বয়স যতোই বাড়িতে থাকিবে, ব্যাখ্যাও ততোই বিশদ হইবে।

শিশুরা আগ্রহ উৎসাহ অনুভব করিতে পারে, এমন কতিপয় কাজের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী—

(ক) খেলা।—পুতুল-খেলার ঘর। (ঘরটি একটি ছোটো মেয়ে এবং তাহার পুতুলগুলির গোটা পরিবারটির উপযোগী বড়ো হওয়া চাই।) ঘরটির কোথায় কি রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া সাজাইতে হইবে, কি ব্যবস্থা করিতে হইবে, ইত্যাদি। ঘরটিকে কেমন করিয়া তকতকে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে। পুতুল, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম।

রন্ধন, পরিবেশন, আহার এবং পুতুলগুলিকে খাওয়ানো প্রভৃতির খেলা। বাসনমাজা এবং ধোয়ামোছার খেলা। বাজার করার খেলা।

পুতুলের পোশাক ধোওয়া, শুকনা করা, ভাঁজ করা, চাপ দিয়া ইস্ত্রী করা। পুতুলের পোশাকগুলিকে বিভিন্ন রংএ রং করা।

পুতুলকে পোশাক পরানো, সাজানো, পুতুলের পোশাক সাজাইয়া রাখা, পোশাক তৈয়ারী করা, শেলাই করা বা সারাই করার ভান করা।

বিঃ দ্রঃ।—এই সকল কল্পিত খেলা, ভাণ বা বিভিন্ন খেলার মধ্য দিয়া সাধারণ রীতি ও পদ্ধতি, যেগুলি এই সকল কারিগরিতে ব্যবহৃত হইবে, সেগুলি সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা-ও এই সংগে করিয়া যাইতে হইবে।

(খ) কাজ।—গৃহকর্ম। বাড়িতে সংসারের ছোটখাটো কাজে মাকে সাহায্য করা। নিজের কাপড়-চোপড়, বই, খেলনা, বিছানা প্রভৃতি গুছাইয়া রাখা। বিদ্যালয়ে নিজেদের বসিবার ঘর এবং ঘরের আসবাব ও সাজসরঞ্জাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং ছিমছাম রাখা।

বিঃ দ্রঃ।—এই সকল প্রকৃত কাজের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি চেতনার সৃষ্টি করিতে হইবে এবং দৈনন্দিন জীবনে কলাশিল্পের গুরুত্বের প্রতি আগাগোড়া জোর দিতে হইবে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষের দিকে শিশুদিগকে পুতুলের জন্য বা দৈনন্দিন প্রকৃত ব্যবহারের জন্য চাটাই বোনা, কার্পেট বোনা, পাতা দিয়া আসন বা পাখা বোনা, দুইটি সূচের সহযোগে সাধারণ ধরণের কিছু বোনা, ইত্যাদি কাজ করাইতে হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী—

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য প্রদত্ত বিষয়গুলির সহিত নিম্নলিখিত বিষয়গুলিও করিতে হইবে :—

ক।—রন্ধন কার্যে, পরিবেশনে, আচার বা চাটনি তৈয়ারী করায় মা বা শিক্ষককে শিশুরা সাহায্য করিবে। ছাত্রছাত্রীরা খাবার পরিবেশনে, বাসন কোসন ধোওয়ায়, এবং স্কুলে সাধারণ রান্নাবান্নায় বা চড়ুইভাতিতে অংশ গ্রহণ করিবে। রন্ধনশালার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করিবে এবং রন্ধন পাত্রগুলি ধুইবে। খাদ্য রাঁধিবার, রাখিবার, পরিবেশন করিবার বা খাইবার বিষয়ে পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস করাইতে হইবে।

খ।—বাগান করা।—শিশুদের সৌন্দর্য-চেতনা ও সুরুচি গড়িয়া তুলিবার জন্য ফুলের বাগান করিতে হইবে। শাকসব্জীর বাগান। বীজ হইতে চারা, চারা হইতে গাছ। শাকসব্জী। বিভিন্ন খোঁজখবর।

গ।—কাপড় কাচা।—নোংরা কাপড় বাছিয়া পৃথক করা; সাবান, সোডা এবং অন্যান্য পরিষ্কারক দ্রব্য দিয়া শিশুরা নিজেদের পোশাক পরিচ্ছদ কাচিবে। সেগুলিকে শুকনা করিবে, ভাঁজ করিবে, এবং চাপ দিয়া রাখিবে। সূতার জিনিষকে ধুইবার এবং শুকনা করিবার সাধারণ সহজ রীতি ও পদ্ধতি। পোশাক যথাস্থানে সাজাইয়া রাখা।

সূচীকর্ম।—সাধারণ সহজ জিনিষ তৈয়ার করা, জোড়াতালি দেওয়া, সারাই করা, জাংগিয়া, আসন, থলে এবং পুতুলের জন্য ছোট সোজা ধরণের ফ্রক ইত্যাদি করা। মোটা সূতা কাটিবে। মোজা বুনিবে।

গৃহস্থালি—গৃহের সাধারণ পরিচ্ছন্নতা। গৃহের মেঝে, দেওয়াল, দরজা-জানালা, প্রভৃতি পরিষ্কার রাখা। ঝাঁটা ও ঝাড়ু পরিষ্কার রাখা। ঘরের সাজসজ্জা, আসবাবপত্র সুসজ্জিত, সুশৃংখল এবং পরিচ্ছন্ন রাখা। ঘর সাজাইবার সাধারণ পদ্ধতি, পুষ্পসজ্জা।

চতুর্থ শ্রেণী--

পূর্ববর্তী শ্রেণীর কার্যসূচীর পুনরাবৃত্তি।

(ক) **খাদ্য।**—খাদ্য এবং খাদ্যের কাজ। খাদ্য, স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য। খাদ্য ও শরীরের পুষ্টি—জীবনের বিভিন্ন স্তর অনুসারে—শিশু দেহের পুষ্টির পক্ষে দুগ্ধজাত দ্রব্য বা দুগ্ধের অসাধারণ উপযোগিতা। খাদ্য নির্বাচন এবং খাদ্য তালিকার প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা। খাদ্যজ ব্যাধি। খাদ্যে ভেজাল।

(খ) **রন্ধন কার্য।**—রন্ধনকারীর পক্ষে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি। রন্ধনের সাধারণ রীতি।

রন্ধনশালা, রন্ধনপাত্র ও ভাঁড়ারের পরিচ্ছন্নতা এবং শৃংখলা, রন্ধন পাত্র এবং রন্ধনের উপযোগী সাজসরঞ্জাম নির্বাচন ও সেগুলির যত্ন করা, পরিচ্ছন্ন রাখা। বিদ্যালয়ে এবং গৃহে সহজ রন্ধন—সহজ সহজ চাটনি, মিষ্ট ইত্যাদি। রোগীর বা শিশুর উপযোগী সহজ সহজ পথ্য ও খাদ্য তৈয়ার করা।

শাকসব্জী চাষের জন্য বাগান—ভালো মাটি। মাটির উৎপাদনী শক্তি। গাছের খাদ্য, শাকসব্জীর পরিবার ও গোষ্ঠী। সাধারণ শাকসব্জীর চাষ। সারের প্রস্তুতি ও প্রয়োগ।

(গ) **ধোয়াকাচা**।—ধোয়াকাচার জন্য প্রস্তুতি; বাসনপত্র ধোয়া এবং সেগুলির নির্বাচন। ধৌত কার্যের উপযোগী বিভিন্ন দ্রব্য; পোশাক পরিচ্ছদের উপর সেগুলির ক্রিয়া। বাজে সাবান কিভাবে চিনিতে হয়। রঙিন সূতার কাপড় কিভাবে ধুইতে হয়। নীল দেওয়ার সাধারণ রীতি। রোগীর ব্যবহৃত নোংরা কাপড়চোপড়কে শোধন করিবার সহজ উপায়। বাড়ীতে কাপড়চোপড় রং করিবার পদ্ধতি।

(ঘ) **সূচীকার্য**।—কাপড় কাটা এবং সহজ সহজ জিনিষ তৈয়ারী করা, সহজ সহজ ব্লাউস, ফ্রক, বালিশের অড়, চেয়ারের গদী ঢাকিবার চাদর ইত্যাদি তৈয়ার করা। সেগুলিকে সাজাইবার সহজ উপায়; বোতামের ঘর তৈয়ার করা। প্রাথমিক সূচীশিল্প, সরল সহজ নক্সা। সরল বুননি—মোজা, টুপী ইত্যাদি। ছেঁড়া পোশাক সেলাই করা, তালি লাগানো, রিফু করা, ইত্যাদি। সরু সূতা কাটা ইত্যাদি। বোনা—ঝাড়ু, সাদাসিদা তোয়ালে প্রভৃতি।

(ঙ) **গৃহস্থালি**।—গৃহ এবং গৃহের পরিপার্শ্ব পরিচ্ছন্ন রাখা—গোশালা, খামার, গোলাঘর, পক্ষীশালা প্রভৃতির পরিচ্ছন্নতা। গৃহ এবং স্বাস্থ্য—স্বাস্থ্যের উপর দূষিত পরিপার্শ্বের প্রভাব। কক্ষগুলিতে আসবাবপত্র ও সাজসজ্জাকে যথাস্থানে সুশৃংখলভাবে রাখা। আসবাবপত্র পরিষ্কার রাখিবার সাধারণ পদ্ধতি।

গৃহসজ্জা—সজ্জায় ও শৃংখলাবিধানে সুরুচি। দোর জানালায় পর্দা এবং দেওয়ালে ছবি প্রভৃতিকে যথাস্থানে সাজানো।

ফুল সাজাইবার রীতি—ফুলদানি বা অন্যান্য পুষ্পপাত্রে বর্ণ ও আকার অনুসারে ফুল সাজানো।

সহজ আল্পনা এবং লোক-শিল্প হইতে গৃহীত অন্যান্য সাজাইবার উপযোগী নক্সা। গৃহস্থালির উপকরণ এবং সহজ রীতিতে সেগুলির সংস্কার। বাজার করা এবং বাজার করিবার সরল সাধারণ বিধি—গৃহস্থালির সহজ ও সাদাসিদা হিসাব রাখা।

রোগীর ঘর—রোগীর ঘর সাজানো এবং রোগীর যত্ন করা।

পঞ্চম শ্রেণী—

পূর্ব বৎসরের কার্যসূচীর পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকিবে।

(ক) **খাদ্য।**—খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে সহজ জ্ঞান।—সাধারণ খাদ্যদ্রব্যস্থ প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট প্রভৃতি উপাদানগুলির বিভিন্ন উপযোগিতা, বিভিন্ন খাদ্যের উপযোগিতা অনুসারে খাদ্য-তালিকা প্রস্তুত করা। অল্প মূল্যে দেহের উপযোগী খাদ্য কি ভাবে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ভিটামিন।—শিশুর পুষ্টির পক্ষে ভিটামিনগুলির উপযোগিতা—ভিটামিনের অভাব এবং বিভিন্ন রোগ।

খাদ্য।—বিভিন্ন এবং মিশ্র খাদ্যের উপযোগিতা। একঘেঁয়েমির হাত হইতে নিষ্কৃতি। খাদ্যস্থ বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সাম্যবিধান।

পথ্য।—রোগীর পথ্য সম্পর্কে বিভিন্ন রীতি ও নীতি।

(খ) **রন্ধন।**—রন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রয়োগের শিক্ষা চলিতে থাকিবে। দুগ্ধজাত খাদ্যের এবং নানাবিধ সাধারণ খাদ্যের প্রস্তুতি। শিশুদের উপযোগী সহজ সরল রান্না। প্রধান খাদ্য রন্ধন করা। বিভিন্ন রীতিনীতির পরিকল্পনা ও প্রয়োগ। রন্ধনকালে জ্বালানির স্বল্প ও যথাযথ ব্যবহার।

(গ) **উদ্যান রচনা**।—উদ্যান রচনার উপকরণ। উদ্যানে বৃক্ষরোপণের দিন—চারাগুলিকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা। নির্ভুল ভংগীতে গাছগুলিকে রোপণ করিবার নিয়ম—মাটি খুঁড়িবার কায়দা, ইত্যাদি। ঋতু পরিবর্তন এবং গাছপালার উপর তাহার প্রভাব। উদ্যানের শত্রু ও বন্ধুরা।

(ঘ) **ধোয়াকাচা**।—কাপড়ের বুননি এবং বিভিন্ন ধরণের কাপড় চিনিবার পক্ষে উপযোগী সহজ জ্ঞান—সূতী, রেশমি, তসর, ক্রেপ, গরম কাপড় ইত্যাদি চেনা। বিভিন্ন ধরণের কাপড়ের উপর বিভিন্ন ধরণের পরিষ্কারক দ্রব্যের প্রতিক্রিয়া। রেশম, তসর, গরম কাপড় ইত্যাদি ধুইবার নিয়ম ও উপায়। ইস্ত্রী করিবার ও ভাঁজ করিয়া তুলিবার সহজ রীতি। নোংরা দূষিত কাপড় চোপড়কে শোধিত করিবার আরো বিশদ শিক্ষা।

গৃহে কাপড় রং করা—বিভিন্ন প্রধান রংএ শাড়ী বা ব্লাউসের উপযোগী কাপড়ের টুকরা রং করা।

(ঙ) **সূচীকার্য**।—পোশাক নির্বাচনের সাধারণ নিয়ম। ব্যক্তিত্ব, চেহারা এবং গায়ের রংএর সহিত মানাইয়া পোশাক নির্বাচন। বিভিন্ন ঋতুতে পোশাক পরিচ্ছদের যত্ন। শিশুদের পরিচ্ছদ প্রস্তুতের সময় মনে রাখিবার মতো কতকগুলি নিয়ম। সেলাইএর যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির ব্যবহার—সেগুলির নির্বাচন এবং যত্ন।

সরল সূচীশিল্প—বিভিন্ন ধরণের সরল সূচীশিল্প এবং নানা ধরণের সেলাই।

সারাইএর কাজ—ছেঁড়া জায়গা লুকানো, পুরাতন পোশাক হইতে নূতন পোশাক বানানো, পোশাকের বিভিন্ন অংশ বদলাইয়া ফেলা ইত্যাদি। সারাই করা—নক্সা করিয়া তালি লাগানো, কোথাও গোল হইয়া পুড়িয়া গেলে তাহা, বা লম্বা ছেঁড়া, বা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়া অংশ সেলাই করা, ইত্যাদি। সোয়েটার সারানো।

কাঁথা সেলাই করা। ঘরে সেলাই করা, মাপ করা—কাপড় কাটিবার সহজ ও সরল নিয়ম।

বোনা—ফতুয়া, স্কার্ফ ইত্যাদি বোনা।

সূতাকাটা—সরু সূতা।

কাপড় বোনা—বিছানার চাদর, ধুতি ইত্যাদি।

(চ) **গৃহস্থালি**।—গৃহ—আদর্শ বাসস্থান—স্থান ও পরিপার্শ্ব, চতুর্দিকে জমির পরিমাণ, ভূমির উচ্চতা, আলোবাতাসের সুযোগসুবিধা এবং পরিবেশ ইত্যাদি।

বিভিন্ন ধাতুনির্মিত গৃহস্থালির উপকরণ—আসবাবপত্র পরিষ্কার করিবার রীতি, বার্ণিশ করা, মসৃণ ও চিকন রাখার রীতি। দরজা জানালা রং করা, তেল দেওয়া, বার্ণিশ করা।

অধিকতর কঠিন ধরণের গৃহসজ্জা—গৃহসজ্জায় সুরুচির গুরুত্ব—সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধান, যথাযথ পরিমাপের দিকে লক্ষ্য রাখা। দরজা এবং জানালার বিভিন্ন আকার অনুসারে পর্দা দেওয়া এবং দেওয়ালের চেহারা অনুসারে দেওয়ালে ছবি দিয়া সাজানো। পুষ্পসজ্জা, সুরুচি ও সৌন্দর্য জ্ঞানের বিকাশ।

বিভিন্ন স্থান ও অনুষ্ঠান অনুসারে বিভিন্ন আলপনার ব্যবহার। লোকশিল্প হইতে গৃহীত অন্যান্য নক্সা।

ঘর এবং ভাঁড়ারে শৃংখলা আনা এবং দেখা-শোনা করা—বাড়ীর ঝি-চাকরের সহিত উপযুক্তরূপ ব্যবহার করা—অতিথিদের অভ্যর্থনা এবং আদর-আপ্যায়ন করা। গৃহস্থালি বিষয়ে অপব্যয় দূর করা। বাজার এবং গৃহস্থালির হিসাব রাখা। সংসার খরচের বাজেট করা।

চাষ করায়, ফসল তোলায়, রান্নাবান্নায় এবং গৃহপালিত পশুপক্ষীর রক্ষণা-বেক্ষণে সাহায্য করা, ইত্যাদি।

রোগীর ঘরের ব্যবস্থা—রোগীর ঘরের আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম—

রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা ; গৃহে সেবা শুশ্রূষা করিবার সাধারণ নিয়মকানুন—বিছানা বদলানো, রোগীর মুখ ধোয়ানো, রোগীকে স্পঞ্জ করা, ঔষুধ খাওয়ানো, ইত্যাদি।

রোগী এবং আহতের প্রাথমিক চিকিৎসা।

রোগীর যত্ন—পথ্য—কি ভাবে ঔষধ দিতে হয়, তাহার নিয়ম, ডাক্তারের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে রোগীর বিবরণী রাখা। সাধারণ ঔষধপত্রের উপাদান এবং ঔষধে ব্যবহার্য লতাগুল্মের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান।

৬। ভাষা ও সাহিত্য

প্রথম শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৬+)

শিশুদিগের মনের ভাব প্রকাশের ইচ্ছা, উৎসাহ ও শক্তিকে গড়িয়া তোলাই এই স্তরে ভাষা শিক্ষার প্রধানতম অংগ হইবে। শিশুদিগকে অনর্গলভাবে কথা বলিতে, তাহাদিগের স্ব স্ব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে, গল্প বলিতে, স্তোত্র, সহজ গান, জাতীয় সংগীত, কবিতা, ছড়া প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

মৌখিকভাবে নিজের কথা প্রকাশ করা।—(ক) স্পষ্ট, পরিপূর্ণ এবং সহজভাবে, শিশুরা যাহাতে তাহাদের স্ব স্ব বিদ্যালয়, জীবন, গৃহ, গ্রাম বা শহর সম্পর্কে বলিতে পারে, এইরূপ শক্তি গড়িয়া তুলিতে হইবে। নির্ভুল উচ্চারণের দিকে বিশেষ মনোযোগ ও লক্ষ্য দিতে হইবে।

(খ) স্ব স্ব বিদ্যালয় গৃহ এবং গ্রাম বা শহর সম্পর্কে অভিজ্ঞতার বর্ণনায় শব্দের সংখ্যা ক্রমেই বাড়াইতে হইবে।

(গ) শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা, উভয়ে গল্প বলিবে।

(ঘ) পৌরাণিক কাহিনী, রূপকথার গল্প, প্রচলিত কাহিনী, কিংবদন্তী, প্রকৃতি সম্পর্কে সকল রকমের গল্প, হাসির গল্প, নানাদেশের অর্থহীন আজগুবি নানা গল্প।

(ঙ) সহজ অথচ সাহিত্যিক মূল্য আছে এমন কবিতা।

(চ) লোক-কথা এবং অন্যান্য কাহিনী ইত্যাদির নাট্যকরণ।

এই শ্রেণীর শেষে শব্দ সংখ্যা প্রায় ৪৫০ হইবে।

পড়া এবং লেখা।—(ক) মেঝেতে বালিতে আঁচড় কাটা, দাগ দেওয়া, রেখা টানা, বৃত্ত করা।

(খ) বাবা, মামা, কাকা ইত্যাদির ন্যায় অতি পরিচিত শব্দগুলি আঁকা; 'দরজা খোল', 'বই আন' ইত্যাদির মতো সহজ কথা লেখা।

(গ) শিশুদের দৈনিক ক্রিয়াকলাপ, বা তাহাদের অতি পরিচিত বস্তু বা চিত্রাদির সহিত মানাইয়া শব্দ এবং বাক্য গঠন করা।

(ঘ) শিশুদের নিজ নিজ কৌতূহল অনুসারে নির্বাচিত করিয়া বৃহত্তর বাক্যগুলি লেখা।

(ঙ) শব্দগুলিকে বিভিন্ন অক্ষরে ভাগ করা, এবং তাহা দিয়া পুনরায় পুরাতন শব্দটি বা নূতন শব্দ রচনা করা।

দ্রষ্টব্যঃ—(১) শব্দ বা অক্ষরের সহিত খেলার ভংগীতে শিশুদের পরিচয় করাইতে হইবে। বিভিন্ন অক্ষরের সাদৃশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া উহা করা যাইতে পারে, যথা, ত, অ, আ, ব, র, ক, ইত্যাদি। শিশুদের কৌতূহল এবং আগ্রহ অনুসারেও করা চলিবে।

(২) যুক্তাক্ষর যথাসম্ভব বর্জিত হইবে।

(৩) এই শ্রেণীর পাঠ শেষ করিয়া সুস্থ স্বাভাবিক শিশুরা সহজ গল্পের বই পড়িতে এবং সরল বাক্য লিখিতে পারিবে।

(৪) শিশুদিগকে ছবির বই, প্রচুর পরিমাণে ছবি রহিয়াছে, এমন গল্পের বই, প্রভৃতির সহিত পরিচিত হইবার যথেষ্ট সুযোগ দিতে হইবে।

(৫) লেখার জন্য নির্ধারিত সময় কম হইবে। শিশুদের কৌতূহল এবং অভিজ্ঞতা আছে, এমন বিষয় লিখিতে শিখাইতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৭+)

(১) **মৌখিক ভাব প্রকাশ**।—এ বিষয়ে শিশুদের আরো উন্নতি করিতে হইবে। স্ব স্ব বিদ্যালয়ে, গৃহে, গ্রামে বা সহরে শিশুরা যে সকল বস্তু, মানুষ বা ঘটনা দেখিয়াছে, তাহারা পূর্ণতর, সহজতর এবং স্পষ্টতরভাবে সেগুলির বর্ণনা করিবে।

মৌখিক ভাব প্রকাশ ছাড়া, কবিতা ও গল্প বলা, নাট্যাভিনয় ও আবৃত্তি করা শিশুদের কার্যসূচীতে প্রধান বিষয়রূপে থাকিবে।

শব্দ সম্ভারের প্রসার।—স্ব স্ব বিদ্যালয়ে, গৃহে, গ্রামে বা সহরে শিশুদের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কে জ্ঞাত শব্দের সমষ্টি এই বৎসরে আরো বাড়াইতে হইবে। (নূতন শব্দের সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিনশত হইবে।)

(২) **পড়া এবং পড়িয়া পরে খেলা**।—জীবজন্তু ও মানুষ সম্পর্কে প্রাথমিক ধরণের ছোট ছোট গল্প, রূপকথা, ছোট অথচ মজাদার প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়িয়া সেগুলিকে পুনরায় লেখা। প্রতিষ্ঠিত লেখকদের বিভিন্ন লেখা হইতে শিশুদের বয়সের অনুপাতে গৃহীত সহজ কবিতা। শিশুরা সহজ গল্পের বই পড়িতে পারিবে। এই সকল বই উপযুক্তরূপে চিত্রিত হইবে।

(৩) **লেখা**।—বিদ্যালয়ে ও গৃহে নিজেদের ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে আরো কঠিন ধরণের ছোট সরল বাক্য শিশুরা লিখিতে পারিবে। পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর ভাবে লিখিবে। অক্ষরগুলির আকার যাহাতে সুনিয়মিত এবং সমান হয় এবং শব্দ ও অক্ষরের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ ব্যবধান থাকে, সেদিকে জোর দিতে হইবে।

(৪) শিশুরা শিক্ষকদের সাহায্যে নিজেদের পাঠ্যপুস্তক তৈয়ার করিয়া লইবার কাজেও উৎসাহিত হইবে।

তৃতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৮+)

(১) **মৌখিক ভাব প্রকাশ**—আরো উন্নত ধরণের। অনর্গল ভাব

প্রকাশের উপযোগী শক্তির বিকাশ এবং বিকাশের জন্য উৎসাহ। শিশুরা অনর্গল ভাবে তাহাদের স্ব স্ব বাস্তবিক অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা, স্তোত্র, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি বলিবে বা গাহিবে।

(২) **পাঠ**।—(ক) বিদ্যালয়, গৃহ, গ্রাম এবং নগরে স্ব স্ব অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বা তাহারা পড়িতে পারে এমন গল্প, জীবনী বা রূপকথা প্রভৃতি সম্পর্কে শিশুদের শব্দ ভাণ্ডার আরো ভরাইতে হইবে। (নূতন শব্দের সংখ্যা প্রায় চারিশত হইবে।)

(খ) অন্যান্য দেশের শিশুদের সম্পর্কে মজার গল্প এবং সংলাপ।

(গ) সহজ কবিতা।

(ঘ) তাহারা গল্প পড়িতে পারিবে। এবং শিক্ষক বা ছাত্রছাত্রীরা যে সকল গল্প বলিবে, সেগুলিকে পুনরায় বলিতে বা লিখিতে পারিবে। এই শ্রেণীতে একটি সহজ এবং সুচিত্রিত পাঠ্যপুস্তক থাকিবে। (১ খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠায়)। ইহাতে থাকিবে মজাদার গল্প, কবিতা, মহাপুরুষদের জীবনী এবং অভিযান সংক্রান্ত কাহিনী এবং সেগুলির উপযোগী ক্রমশঃ কঠিনতর শব্দ সম্ভার। পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক কথা ও মহাকাব্য। জন্তুজানোয়ারের গল্প, শিশুর সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিপার্শ্ব সম্পর্কে গল্পও ইহাতে থাকিবে। এই পুস্তকে ৫০ পৃষ্ঠার মতো একটি দ্বিতীয় খণ্ড থাকিবে। এই অংশটুকু অপেক্ষাকৃত কঠিন হইবে এবং পরিপূরক পাঠ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে। উক্ত বয়সের জন্য যে শব্দ সমষ্টি নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই এই অংশ লিখিতে হইবে। এই খণ্ডে পেছনে পড়িয়া থাকা ছেলে মেয়েরাও যাহাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করিতে পারে, সে জন্য একাকী বা দল বাঁধিয়া-পড়ার মত পাঠ থাকিবে।

(৩) **লেখা**।—(১) শিশুরা তাহাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের বর্ণনা

করিয়া একটি সাধারণ ধরণের ডায়েরি রাখিবে। ডায়েরি লেখায় হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য ও সুস্পষ্টতার দিকে উপযুক্ত লক্ষ্য দিতে হইবে।

(২) দেখা দৃশ্য ও ঘটনা বর্ণনা করিয়া শিশুরা মৌলিক রচনা লিখিবে। তাহারা ছোট গল্প এবং পত্র-ও লিখিবে।

(৩) শিশুদের কথাবার্তা হইতে সংগৃহীত সংবাদ লইয়া তাহারা শিক্ষকদের সাহায্যে সংবাদপত্র (news sheet) রচনা করিবে।

৪। **রসগ্রহণ**।—এই বয়সের শিশুদের উপযোগী সাহিত্য হইতে নমুনা স্বরূপ শিক্ষকরা শিশুদিগকে পড়িয়া শোনাইবেন। এই শ্রেণী হইতেই শিশুরা তাহাদের শ্রেণীর জন্য সাহিত্য সভা গড়িয়া তুলিতে পারে। উক্ত সাহিত্য সভায় তাহারা আবৃত্তি করিবে, ছোট খাটো নাট্যাভিনয় করিবে এবং নিজেদের রচনা পড়িবে।

শিশুরা তাহাদের নিজেদের গ্রন্থ বিভাগ গড়িয়া তুলিবে। গল্প ও ভ্রমণ-কাহিনী ইচ্ছামত ব্যবহার করিবে।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৯+)

(১) **মৌখিক ভাব প্রকাশ**।—(ক) ক্লাশে বা সভায় বিভিন্ন নির্দিষ্ট বিষয়ে ছোট খাটো বক্তৃতা করা। (খ) দল বাঁধিয়া আলাপ আলোচনা করা। (গ) বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবন এবং ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে বিবরণী দেওয়া। (ঘ) নাট্যাভিনয় এবং আবৃত্তি।

(২) **পাঠ**।—(ক) বিদ্যালয়ে, গৃহে, এবং গ্রামে বা সহরে শিশুদের জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন পুস্তক পড়া। (খ) শিশুদের উপযোগী খবরের কাগজ পড়া। (গ) গল্প, কবিতা, রূপকথা, জন্তুজানোয়ারের গল্প, লোক-কথা, অন্যান্য দেশের শিশুদের কাহিনী, জীবনী, মজাদার ঐতিহাসিক কাহিনী, সহজ মজার নাটকীয় দৃশ্য, ভ্রমণ কাহিনী, অভিযানের গল্প প্রভৃতি

গ্রন্থাগার হইতে লইয়া পড়া। (ঘ) অল্প সময়ের জন্য নীরবে পড়া। (ঙ) পাঠ্য পুস্তক—একটি সরল সুচিত্রিত পাঠ্য পুস্তক (প্রায় ১০০ পৃষ্ঠার, উক্ত ১০০ পৃষ্ঠার মধ্যে ৩০ পৃষ্ঠা কবিতার জন্য ব্যবহৃত হইবে)। ইহাতে ছোট, সহজ গল্প, কবিতা, জীবনী, সরল ভ্রমণ বৃত্তান্ত, নাটিকা, বিভিন্ন ধর্ম সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী, ঐতিহাসিক কাহিনী, রস-রচনা, এবং অভিযান ও আবিষ্কারের গল্প থাকিবে। শব্দ সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত হইবে। এই পুস্তকেই একটি দ্বিতীয় পাঠ থাকিবে, তাহার পৃষ্ঠা সংখ্যা হইবে প্রায় ৩০। তাহার রচনাগুলি হইবে অপেক্ষাকৃত কঠিন। এই ভাগটি পরিপূরক পাঠরূপে ব্যবহৃত হইবে। পিছনে-পড়া ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইহাতে একক বা দলবদ্ধ ভাবে পড়িবার উপযোগী পাঠ থাকিবে।

(৩) **লেখা**। (ক) শুনিয়া লেখা বা শ্রুতলিপি, (খ) গল্প ও কবিতার ন্যায় সৃজনী রচনা, (গ) সহজ পত্র রচনা, (ঘ) প্রতিদিনের কাজকর্মের ডায়েরি লেখা, (ঙ) ক্লাশের পত্রিকায় লেখা দেওয়া, (চ) ক্লাশের জন্য প্রতিদিন সংবাদ পত্র (news sheet) লেখা।

(৪) **সাহিত্য রস গ্রহণ**।—(ক) শিক্ষক কর্তৃক পঠিত সাহিত্য মন দিয়া শোনা, (খ) সুন্দর এবং ভালো লাইনগুলি স্মরণ রাখা, (গ) শ্রেণী বা বিদ্যালয়ের জন্য নাট্যাভিনয়, কাব্যপাঠ, কথকতা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের জন্য ব্যবস্থা বা সংগঠন করা।

অভিধানের ব্যবহার।

বিঃ দ্রঃ—এই শ্রেণীর শেষে শব্দ সংখ্যা হইবে প্রায় ১৬০০।

পঞ্চম শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ১০+)

(১) **মৌখিক ভাব প্রকাশ**।—(ক) সম্পন্ন হইয়াছে এমন কোনো কাজের যথাযথ এবং সুস্পষ্ট মৌখিক বিবরণী দান। (খ) পরিকল্পিত কোনো

কাজের মৌখিক বর্ণনা দান। (গ) শোনা বা পড়া কোনো গল্পের পুনরায় বর্ণনা করা। (ঘ) শিশুরা যে সকল দৃশ্য বা ঘটনা দেখিয়াছে, সেগুলির বর্ণনা দেওয়া। (ঙ) ২-৩ মিনিটের উপযোগী "খোকা খুকুর বক্তৃতা"। (চ) প্রাথমিক ধরণের তর্ক যুদ্ধ।

(২) **পাঠ**।—(ক) পাঠে অধিকতর উন্নতি—নির্ভুল উচ্চারণ, নির্ভুল ছন্দ ও যতির প্রয়োগ। (খ) আবৃত্তি। (গ) নীরবে বুঝিয়া বুঝিয়া পড়া। (ঘ) (শিশুদের উপযোগী) দৈনিক খবরের কাগজ ও পত্রিকাদি পাঠ। (ঙ) প্রবর্তিত হইতে পারে এইরূপ শিল্প সম্পর্কে নির্বাচিত রচনা পাঠ। (চ) হস্ত লিখিত রচনা পাঠ। (ছ) পাঠ্য পুস্তক—প্রায় ১৫০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এবং সুচিত্রিত হইবে। (ইহাতে ৪০ পৃষ্ঠার মতো কবিতা থাকিবে।) বইটিতে গল্প, অভিযান-কাহিনীর সহজ বর্ণনা, প্রতিষ্ঠিত লেখকদিগের রচনা হইতে কবিতা এবং মজাদার নাটকীয় দৃশ্য-ও থাকিবে। এগুলির সুন্দর ভাষা, ছন্দ এবং শিশু মনের নিকট সহজ স্বতস্ফূর্ত আবেদনের প্রতি লক্ষ্য দিতে হইবে। তাহা ছাড়া, সহজ ও কৌতূহলোদ্দীপক পদ্ধতিতে লেখা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প, জীবনী-গল্প এবং রস রচনাও থাকিবে। এই পুস্তকে পরিপূরক পাঠের উপযোগী ৫০ পৃষ্ঠার মতো একটি ২য় ভাগ থাকিবে। (জ) অভিধান এবং সূচী প্রভৃতির ব্যবহার।

বিঃ দ্রঃ—এই স্তরের শেষে শব্দ সংখ্যা হইবে প্রায় ২০০০।

(৩) **লেখন**।—(ক) শ্রুতলিপির অভ্যাস চলিতে থাকিবে—অধিকতর দ্রুত ও নির্ভুল ভাবে। (খ) সৃজনমূলক রচনা—গল্প এবং কবিতা লেখা, গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করা। (গ) ডাইরি রাখা। (ঘ) ব্যক্তিগত বা ব্যবসায় সংক্রান্ত পত্র লেখা। (ঙ) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্যসূচী, উদ্যান রচনা, বিদ্যালয় প্রদর্শনী, ভ্রমণ ও চড়ুইভাতি, গ্রামের উৎসব, জাতীয় উৎসব প্রভৃতির ন্যায় ক্লাশের বা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্য সম্পর্কে বিবরণী বা পরিকল্পনা রচনা

করা। (চ) সৌন্দর্য ও সুরুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ক্লাশের বা স্কুলের পত্রিকা সম্পাদনা এবং মুদ্রণ প্রভৃতি করা। (ছ) স্কুল এবং ক্লাশ, উভয়ের জন্য দৈনিক খবরের কাগজ (news sheet) প্রস্তুত করা।

(৪) **রস গ্রহণ**।—শিক্ষক এবং শিশুরা সাহিত্য হইতে সুন্দর সুন্দর রচনা বা কবিতা পাঠ করিবে—গদ্য বা পদ্যটির সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করিবে, ভালো সুন্দর লাইনগুলি মুখস্থ করিবে।—যাত্রা এবং কথকতা প্রভৃতির রসগ্রহণ।

(৫) **ব্যাকরণ**।—এই শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্য-পুস্তক পড়িবার সময় কথা প্রসংগে ব্যাকরণিক রীতি সম্পর্কে আলোচনা ও শিক্ষা।—কোনো পাঠ্য-পুস্তকের প্রয়োজন নাই।

৭। সহজ অংক

প্রথম শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৬+)

১। আকার এবং পরিমাণ সম্পর্কে ধারণা লাভের সুযোগ; সময়; মাপ; ওজন; কতগুলি; কত বড়; লম্বা; লম্বায় কম; ভারী, ও হালকা, এগুলির সংকেত (Symbol)।

২। বীজ, পাথরের গুলী, পেনসিল, আঙ্গুল, কড়ি, এবং পয়সা লইয়া বা শিল্প-সংক্রান্ত কাজের সময় ৫০ পর্যন্ত গোনা।

৩। দুই-দুই, পাঁচ-পাঁচ, দশ-দশ করিয়া ৫০ পর্যন্ত এবং তিন-তিন করিয়া ৪৮ পর্যন্ত গোনা।

৪। পঞ্চাশ পর্যন্ত সংখ্যাগুলির সংকেতগুলিকে চেনা ও লেখা।

৫। +, −, এবং = চিহ্নগুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ।

৬। ১ হইতে ১০, ১১ হইতে ২০, সংখ্যাগুলিকে গড়া ও ভাঙ্গা।

৭। খেলার ভংগীতে ওজন শেখা,—যথা, দোকান-দোকান খেলা; কিম্বা

শাকসব্জী বা শস্যের ফসল ইত্যাদি তুলিবার সময়ে (সের, পোয়া, ছটাক, তোলা ইত্যাদি)।

৮। দৈর্ঘ্য মাপ (এক হাত, এক বিঘত, এক কড়া বা এক আঙুল); ছেলেমেয়েদের উচ্চতা মাপিবার বা গজকাঠির ব্যবহারের সময়ে।

৯। সময়—দিন, সপ্তাহ, মাস।

১০। টাকা পয়সা গোনা (টাকা, আনা, পয়সা)—টাকা, ২টি আধুলী, ৪টি সিকি, বা ৮টি দুয়ানী, ১৬টি আনী ইত্যাদি। দোকান দোকান খেলার সময়ে গণনা শেখা। এই স্তরে টাকা পয়সার হিসাব টাকা আনা পাইএর চিহ্নে নহে, কেবল সংখ্যায় লিখিবে।

১১। সহজ যোগ ও বিয়োগ (দুই অংকের)। দৈনন্দিন ব্যাপার সম্পর্কে ছোটখাটো মানসাংক।

১২। গণনা, যোগ ও বিয়োগের বিষয়ে গণনযন্ত্রের (Abacus) ব্যবহার।

দ্বিতীয় শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৭+)

১। পূর্ব বৎসরের বিষয়গুলিকে আরো অভ্যাস করা। খেলার ভংগীতে ও মুখে মুখে হিসাব।

২। ১৫০ পর্যন্ত গণনা। নানা ক্রিয়াকলাপ এবং কারু শিল্পের কার্য প্রসংগে দশ দশ করিয়া গোনা, যথা ১ দশ, ২ দশ, ৩ দশ ইত্যাদি। গণনা-যন্ত্রের ব্যবহার।

৩। দুই-দুই, পাঁচ-পাঁচ, দশ-দশ করিয়া ১৫০ পর্যন্ত গণনা।

৪। ১১ হইতে ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যা-চিহ্নগুলির সহিত পরিচয়।

৫। ১৫০ পর্যন্ত সংখ্যাগুলিকে গড়া ও ভাঙা।

৬। টাকা পয়সা গণনা—টাকা, আনা ও পয়সার ব্যবহার—দোকান-দোকান খেলায় বা ঘরের বাজার করায় যোগ-বিয়োগ শেখা। ইত্যাদি।

৭। ওজন—সের, পোয়া, ছটাক ; দোকান-দোকান খেলায় বা সত্যিসত্যি শাকসব্জী, আনাজপত্র ও শস্যাদির মাপ করায় দাঁড়ী পাল্লার ব্যবহার। স্থানীয় বিভিন্ন মাপে মাপা।

৮। লম্বায় মাপ—ছেলেমেয়েদের উচ্চতা, বক্ষের প্রশস্ততা ইত্যাদি দৈহিক পরিমাপ প্রসংগে, এবং ক্লাস রুমের বিভিন্ন দ্রব্যের বিষয়ে বা বাগানের জমি মাপিবার সময়ে গজ, ফুট, ইঞ্চি প্রভৃতির সহিত পরিচয়ে।

৯। তরল দ্রব্যের মাপ—বিদ্যালয়ের দুগ্ধ, তৈল, পানীয় জল প্রভৃতির মাপ প্রসংগে। স্থানীয় মাপের ব্যবহার।

১০। সময়—ঘণ্টা, দিন, সপ্তাহ, মাস, বৎসর। ঘড়ি দেখা (অনেকখানি নির্ভুলভাবে)।

১১। কার্যকলাপ ও ক্রীড়া প্রসংগে উপরোক্ত সকল সংখ্যা লইয়া মুখে মুখে অথবা লিখিয়া সহজ যোগ বিয়োগ অভ্যাস। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা হইতে সাধারণ সরল প্রশ্ন—প্রধানত মৌখিক।

১২। প্রয়োগ করিতে করিতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরাই ২, ৫ ও ১০ এর নামতা গড়িয়া তুলিবে।

১৩। ক্রীড়া এবং উদ্যান রচনা প্রসংগে ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, বর্গক্ষেত্র প্রভৃতির ন্যায় জ্যামিতিক আকারগুলির সহিত পরিচয় করা।

তৃতীয় শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৮+)

১। পূর্ববর্তী শ্রেণীগুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যাহা লিখিয়াছিল, তাহার অভ্যাস চলিতে থাকিবে, অধিকতর নির্ভুল ভাবে। এখনো প্রধানত এই অনুশীলন ক্রিয়াকলাপ এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়াই চলিবে।

২। ১৪০ হইতে ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা গোণা, পড়া ও লেখা।

৩। প্রয়োগ করিতে করিতে ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ও ৯-এর নামতা গড়িয়া তুলিতে হইবে।

৪। টাকা পয়সা, ওজন ও দৈর্ঘ্যের মাপে ১০০, ১০ এবং অন্যান্য সংখ্যার যোগ, বিয়োগ ও গুণ। দুই অংকের অধিক সংখ্যা লইয়া গুণ চলিবে না।

৫। সহজ ভাগ। যে সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হইবে, তাহা এক অংকের বেশী হইলে চলিবে না।

৬। সংখ্যার যোগ গুণ বিষয়ে আরো অনুশীলন।

৭। দৈনন্দিন জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে অংকের সহজ প্রশ্ন লিখিত ও মৌখিক।

৮। সময়—কত মাসে, সপ্তাহে ও দিনে বৎসর। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড। ঘড়ি দেখিয়া সময় বলা।

৯। প্রথম চারিটি নিয়মের অনুশীলন—ক্রিয়াকলাপ প্রসংগে লিখিত ভাবে ও মৌখিক ভাবে সকল সংখ্যার ব্যবহার।

১০। লাভ ও লোকসানের অত্যন্ত সহজ অংক।

১১। অর্ধেক ও সিকির প্রয়োগমূলক জ্ঞান।

১২। ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, বৃত্ত, বক্ররেখা, সরল রেখা প্রভৃতি জ্যামিতিক ক্ষেত্র বা আকার সম্পর্কে বিশদতর জ্ঞান—উদ্যান রচনা, কারুশিল্প ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ।

চতুর্থ শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৯+)

১। পূর্ববর্তী বৎসরের বিষয়গুলিকে আরো অভ্যাস করা।

২। ১২, ১৬, এবং ২০-র নামতা গড়িয়া তোলা। সহজ ভাগ—যে সংখ্যা দিয়া ভাগ করা হইবে, তাহা দুই অংকের বেশী হইলে চলিবে না।

৩। দৈর্ঘ্যে মাপ—মাইল, ক্রোশ।

৪। ওজন—আনা, তোলা, কাচ্চা, ছটাক, পোয়া, সের ও মণ। কিভাবে সেগুলি লিখিতে হয় (চিহ্ন)।

৫। কড়া, গণ্ডা, বুড়ী,—চিহ্নের ব্যবহার। বাজার করা প্রসংগে হিসাব। হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখা, 'ক্যাশ মেমো' তৈয়ার করা।

৬। সহজ বিয়োগ—সমস্ত সংখ্যার ব্যবহার।

৭। ক্রিয়াকলাপ প্রসংগে জটিল যোগ ও বিয়োগ।

৮। (ক) $\frac{১}{২}$, $\frac{১}{৪}$, $\frac{৩}{৪}$, $\frac{১}{৩}$, $\frac{২}{৩}$, এগুলি সম্পর্কে প্রয়োগমূলক জ্ঞান।

(খ) অংক—বিভাজক এমন হইবে যে, ল. সা. গু. করার প্রয়োজন হইবে না।

৯। ভগ্নাংশ, ল. সা. গু. এবং গ. সা. গু.।

১০। যোগ (+), বিয়োগ (−), গুণ (×), ভাগ (÷) চিহ্ন ব্যবহার করিয়া সংখ্যাগুলির বিভিন্ন রূপ যোগাযোগ।

১১। গড়।

১২। ক্রিয়া কলাপ প্রসংগে 'গ্রাফ্'-এর ব্যবহার।

১৩। দৈনিক হিসাব রক্ষা।

১৪। সাধারণ ঘন (Common Solids) সম্পর্কে জ্ঞান।

১৫। ক্রিয়াকলাপ এবং উদ্যান রচনা প্রসংগে জ্যামিতি শিক্ষা।

(ক) বর্গ এবং চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল।

(খ) সমান্তরাল রেখা টানা।

(গ) শিকল বা দড়ি লইয়া লম্ব টানা।

(ঘ) বৃত্ত আঁকা।

'প্লাম লাইন' (Plumb line) বা ভার বাঁধা সূতার ব্যবহার।

১৬। শুভংকরী—সেরকষা, মণকষা (তোলার কম ওজন চলিবে না)।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়ঃক্রম ১০+)

১। পূর্ববর্তী বিষয়ের অনুবৃত্তি। কঠিনতর অংকের অনুশীলন। দ্রুততা ও নির্ভুলতার উপর জোর দিতে হইবে।

২। গুণ ও লম্বা ভাগ।

৩। +, −, ×, ÷ প্রভৃতির ব্যবহারে বিভিন্ন সংখ্যার গঠন।

৪। সহজ সরল ভগ্নাংশ এবং দশমিক (কেবল দশমাংশ ও শতাংশের ব্যবহার)।

৫। বর্গ।

৬। সরল সাংকেতিক।

৭। একক রীতি (unitary method) ও অনুপাত রীতি (Ratio method)—সহজ সহজ অংক।

৮। সরল শতকরা।

৯। বিভিন্ন বিষয়ে হিসাব রাখা।

(ক) সংসার খরচ।

(খ) কৃষি ও উদ্যান রচনার আয় ব্যয়।

(গ) বিদ্যালয়ের উৎসবাদিতে ব্যয়ের হিসাব।

দৈনন্দিন হিসাব রাখা।

ক্যাস খাতা ও লেজার।

কিভাবে হিসাব রাখা হয়, দেখিবার জন্য বাজারে যাওয়া।

১০। ছাত্রছাত্রী যে জমিতে কাজ করে তাহার মাপ—বিঘা, কাঠা, ছটাক। —বিঘাকালি, কাঠাকালি, ইত্যাদির অংক। একর—একরকে বিঘা করা।

১১। মাপকাঠি (Scale) দিয়া মাঠ, ইস্কুল বা ক্লাশের নক্সা আঁকা।

১২। কারু শিল্প এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে কি কাজ করা হইবে, চিত্র ও নক্সা যোগে তাহার বর্ণনা।

১৩। রুলার, প্রট্রেক্টর ও কম্পাসের ব্যবহার। কোণ ও সরল রেখাকে দ্বিখণ্ডিত করা।

৮। পারিপার্শ্বিক পাঠ

(১) ইতিহাস

তৃতীয় শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৮+)

তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ইতিহাসের কোনো পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না। তবে শিক্ষকরা নিম্নলিখিত কাহিনীগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে বলিবেন :

(১) রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প। (২) গৌতম বুদ্ধের গল্প। (৩) আলেকজাণ্ডার এবং পুরুর গল্প। (৪) চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী (৫) অশোকের কাহিনী। (৬) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও কালিদাসের কাহিনী। (৭) হর্ষবর্ধনের গল্প। (৮) ধর্মপালের গল্প। (৯) বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেনের কাহিনী। (১০) হোসেন শার গল্প।

চতুর্থ শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ৯+)

(ক) ভারতের আদিবাসী।

(খ) মহেন্-জো-দারো ও হারাপ্পার সভ্যতা।

(গ) আর্যদের আগমন—বৈদিক যুগে জীবন ধারণের পদ্ধতি—ঋষিগণের দান।

(ঘ) মহাকাব্যের যুগে জীবন—রামায়ণ ও মহাভারত।

(ঙ) বুদ্ধ এবং পৃথিবীর নিকট তাঁহার বাণী।

(চ) চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য।

(ছ) অশোক—পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।

(জ) বহির্বিশ্বের সহিত ভারতের যোগস্থাপন এবং বিশ্বসভ্যতায় প্রাচীন ভারতের দান।

(ঝ) যিশু খৃস্ট এবং বাইবেল।

(ঞ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কালিদাস—উজ্জয়িনীতে জীবনযাত্রা—ফা হিয়েন-এর বিবরণ। ভারতের গৌরবময় যুগ।

(ট) হর্ষবর্ধন—ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে হিউএন সাং-এর বিবরণী। নালন্দার কাহিনী।

(ঠ) ইসলামের ধর্মগুরু মহম্মদ এবং তাঁহার বাণী।

(ড) ধর্মপাল, বল্লাল সেন ও লক্ষণ সেন। ঐ সময়ে বাংলার জীবন।

(ঢ) সুলতান রিজিয়া, আলাউদ্দিন খিলিজি, মহম্মদ তুঘলক। ঐ সময়ে ভারতীয় স্থাপত্য।

(ণ) নানক, কবির, চৈতন্য, হুসেন শার জীবন। এবং তাঁহার রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের অবস্থা।

পঞ্চম শ্রেণী—(বয়ঃক্রম ১০+)

(ক) বাবর এবং দিল্লীর সুলতানগণের পতন।

(খ) শেরসাহ।

(গ) আকবর—তাঁহার রাজত্বকালের শ্রেষ্ঠত্ব। উহা হইতে লব্ধ শিক্ষা।

(ঘ) রাণা প্রতাপ, এবং তাঁহার স্বাধীনতা সংগ্রাম।

(ঙ) চাঁদ রায়, ঈশা খাঁ, কেদার রায় এবং প্রতাপাদিত্য।

(চ) সাজাহান—তাঁহার রাজত্বকালের ঐশ্বর্য ও সমারোহ।

(ছ) ঔরংজেব এবং মোগল সাম্রাজ্যের পতন।

(জ) শিবাজী এবং মহারাষ্ট্র শক্তির অভ্যুত্থান।

(ঝ) মোগল রাজত্বকালে সাধারণ মানুষের জীবন।

(ঞ) ইউরোপীয় বণিকগণ—বাংলার বয়ন শিল্পের বিবরণ।

(ট) সিরাজদ্দৌলা, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব।

(ঠ) ওআরেন হেস্টিংস।

(ড) ১৭৭০-এ বাংলার মন্বন্তর। লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

(ঢ) হায়দর আলি ও টিপু—স্বাধীনতার জন্য তাঁহাদের যুদ্ধ।

(ণ) পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ।

(ত) ১৮৫৭-র কাহিনী—ভারতীয় স্বাধীনতার প্রথম সংগ্রাম। রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা।

(থ) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এবং উহার স্বাধীনতা যুদ্ধ। বংগভংগ ও স্বদেশী আন্দোলন। গান্ধীজী ও নেতাজী। তাঁহাদের জীবন ও বাণী।

দ্রষ্টব্য।—(১) পাঠ্য পুস্তকগুলি অতি সরলভাবে সহজ ভাষায় লিখিত হইবে। ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনা ও মানুষের জীবনযাত্রার বর্ণনার উপর প্রধানত জোর দিতে হইবে। সন তারিখ দিয়া শিশুমনকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল করিলে চলিবে না। মধ্যবর্তী সময়ের ফাঁকগুলিকে লেখক দুই চারটি বাক্য দিয়া ভরিয়া দিবেন; তাহাতে ঘটনাগুলিকে পড়িবার সময় আর বিক্ষিপ্ত মনে হইবে না।

(২) এই শ্রেণীতে কাল সম্পর্কে ধারণাটিকে বিভিন্ন কালসূচক রেখা সমন্বিত কালপঞ্জীর সাহায্যে শিশুদের মনে গড়িয়া তুলিতে হইবে।

(৩) স্থানীয় যাদুঘর ও ঐতিহাসিক প্রাচীন স্থানগুলিতে যাওয়া। নাট্যাভিনয় ও ছবি দেখা এবং ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা অস্ত্রশস্ত্র, কেল্লা, যুদ্ধ পরিকল্পনা, যুদ্ধের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি বানাইয়া ইতিহাসকে অনেকখানি বাস্তব করিয়া তুলিয়া শিক্ষা দিতে হইবে।

(২) ভূগোল

প্রাথমিক পরিচয়—

ভূগোল শিক্ষার সহিত নানা ক্রিয়াকলাপ, ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ এবং বহুবিধ

পরিকল্পনা প্রচুর পরিমাণে সংযুক্ত রাখিতে হইবে। ভৌগোলিক সংজ্ঞা কণ্ঠস্থ করানো চলিবে না। শিশুর জীবনের বাস্তবতা এবং পরিবেশের সহিত সংশ্লিষ্ট ভৌগোলিক তথ্যাদি লইয়াই শিক্ষা শুরু হইবে। ভৌগোলিক নাম ও সূত্রগুলি যথাসম্ভব বাস্তব জিনিষ দিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে। মানুষের সহিত ঐ সকল বাস্তব বিষয়ের কি সম্পর্কে তাহা শিশুকে বুঝাইবার প্রতি লক্ষ্য থাকিবে।

বিঃ দ্রঃ।—বিদ্যালয়ে বিভিন্ন দেশের জীবনযাত্রা এবং ভৌগোলিক ঘটনা সম্পর্ক প্রচুর পরিমাণে ছবি ও ছবির বই থাকিবে।

প্রথম শ্রেণী—

শিক্ষার কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম থাকিবে না। কোনো পাঠ্য পুস্তক থাকিবে না। সমস্ত কিছুই প্রধানত হাতে নাতে শিখানো হইবে।

১। **আগ্রহ জাগাইয়া তোলা।—**

ভূগোল সংক্রান্ত ছবি, ছবির বই, ছবির কার্ড শিশুরা ইচ্ছামত নাড়াচাড়া করিবে। এবং শিশুদের কৌতূহলী প্রশ্ন হইতেই আলোচনার সূত্রপাত হইবে। শিশুদের কৌতূহল তৃপ্ত করিতে হইবে এবং জাগাইয়া রাখিতেও হইবে।

২। **ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ।—**

শিশুরা তাহাদের নিজেদের গ্রাম ও নিকটবর্তী অঞ্চলগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিবে। বিদ্যালয়ে, হাটে-বাজারে, বা খেলার মাঠে যাইবার পথে তাহারা যাহা দেখিবে, সেগুলিকে লক্ষ্য করিবে এবং সেগুলির সহিত পরিচিত হইবে—ডাকঘর, পিয়ন, চিঠির বাক্স, জেলেরা, চাষীর দল, দোকানদার, গোয়ালা, পুলিশ, ইত্যাদি। শিশুরা যাহা দেখিয়াছে, সে সম্বন্ধে "গল্প" বলিতে তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে হইরে। গৃহপালিত পশুপক্ষীদের অভ্যাসগুলিও শিশুরা লক্ষ্য করিবে।

৩। **করণীয় কাজ।** শিশুরা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহা দেখিয়াছে, সে

সম্পর্কে তাহারা নানা রূপ ছবি আঁকিবে। বালি, কাদা, কাগজের টুকরা, ন্যাকড়া বা অন্যান্য টুকরা জিনিষ দিয়া সেগুলির অনুকরণে কিছু বানাইবে।

ফুল, পাতা এবং শাকসব্জী সংগ্রহ করিবে এবং সেগুলির বর্ণ ও আকৃতি লক্ষ্য করিবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

শিক্ষার ধারাটি প্রথম শ্রেণীর ন্যায়ই হইবে।

ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ —শিশুরা তাহাদের গ্রামে, শহরে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইবে এবং ঐ সকল স্থানের লোকজনের পেশা ও কার্যাদি নিখুঁত ভাবে লক্ষ্য করিবে। প্রধান রাস্তা, অলিগলি এবং যানবাহনগুলির সহিত পরিচিত হইবে। পুলিশ কিভাবে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করে, ডাকহরকরা কিভাবে গ্রামপথে যায়—কোথায় যায়—নদী-নালার নৌকাগুলি—নদী বা নালা কোথায় গিয়া পড়িয়াছে। ঐ অঞ্চলে চাষারা কি ফসল ফলায়, এবং কখন। কোথা হইতে এতো লোক এবং খাদ্যদ্রব্য বাজারে আসে। নিকটবর্তী উচ্চভূমি, নিম্নভূমি, পুষ্করিণী, হ্রদ, বিল, নদী প্রভৃতি। সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করা।

করণীয় কাজ—প্রথম শ্রেণীর কর্মসূচীর অনুবৃত্তি। সেই সংগে ক্লাশ রুম, স্কুল এবং খুব নিকটবর্তী অঞ্চলের নক্সা।

তৃতীয় শ্রেণী—

১। কোনো পাঠ্য পুস্তক থাকিবে না। কিন্তু গ্রন্থাগারে ছেলেদের ব্যবহারের উপযোগী বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় সংক্রান্ত বই থাকিবে। বইগুলি প্রচুর পরিমাণে চিত্রিত হইবে।

২। শিশু এখন নবীন ভৌগোলিক এবং পর্যটক। সে পার্শ্ববর্তী দুই একটি

গ্রাম বা অঞ্চল পর্যটন করিবে। সে এখন ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসী, তাহাদিগের জীবনযাত্রা, পেশা, কাজকর্ম—বাসগৃহ, পোষাকপরিচ্ছদ—তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্য—তাহারা নিকটবর্তী কোন বাজার বা সহরে বিক্রয়ের জন্য ঐ সকল দ্রব্য লইয়া যায়—কিসে করিয়া শহরে যায়—খাল, নদী, রেলপথ, কলকারখানা—কলকারখানায় কি হয়—কি ভাবে নিকটবর্তী গ্রাম হইতে শহরে মাছ, শাকসব্জী এবং শস্য আসে, সমস্ত কিছুই লক্ষ্য করিবে।

শিশুর স্বাস্থ্য এই পর্যটনের উপযোগী হওয়া চাই। শিশুরা ঘুরিতে ঘুরিতে নানাবিধ জিনিষ সংগ্রহ করিবে এবং সেগুলি সম্বন্ধে লিখিবে। এই ভাবে শিশুরা নিজেদের ভূগোল নিজেরাই রচনা করিবে।

আরো পর্যবেক্ষণের কাজ—সূর্যকে লক্ষ্য করা, ছায়া-কাঠি দেখা—রাত্রি, ও দিন—আবহাওয়া-নির্দেশক মোরগ—গরম ও ঠাণ্ডা আবহাওয়া। নক্ষত্রগুলি : ধ্রুবতারা, কালপুরুষ, সপ্তর্ষিমণ্ডল, শুকতারা, সাঁজতারা, ইত্যাদি। ছায়াপথ।

শিশুদের করণীয় কাজ—

(১) কোনো পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাহায্য করা।
(২) মানচিত্রের কাজ শুরু করা।
(৩) প্রধান বস্তুগুলি লক্ষ্য করা।
(৪) বাড়ি হইতে স্কুলে যাইবার পথটি দেখাইবার জন্য নক্সা করা।
(৫) বিভিন্ন ধরণের পাথর ও মাটি সংগ্রহ করা।
(৬) বিভিন্ন ধরণের শুয়াপোকা, পতংগ এবং প্রজাপতি সংগ্রহ করা।

৩। (ক) **এই দেশের বিভিন্ন ধরণের লোকজন সম্পর্কে বক্তৃতা বা আলোচনা।**—কৃষক, মালী, ধীবর, পিয়ন, কারখানার শ্রমিক।

(খ) অন্যান্য দেশের শিশু বা লোকজন সম্পর্কে গল্পাকারে নানা আলোচনা—ছবিও দেখাইতে হইবে।

শিশুরা যাহা সংগ্রহ বা প্রস্তুত করিবে, সেগুলি দিয়া তাহারা যাদুঘর বা প্রদর্শনী বানাইবে।

চতুর্থ শ্রেণী—

১। গল্প বলিবার রীতি চলিতে থাকিবে। এই স্তর হইতে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ শুরু হইবে। এবং সেগুলি ক্রমেই জটিল হইতে থাকিবে। এই শ্রেণীতে সাহায্য লইবার উপযোগী বিবিধ পুস্তক থাকিবে, তাহাতে পরিকল্পনাগুলিকে সহজে কার্যে পরিণত করা যাইবে।

২। তৃতীয় শ্রেণীতে সাহায্যের উপযোগী যে সকল পুস্তক ছিল, সে-গুলি ছাড়াও পাঠ্যপুস্তক থাকিবে। এবং এখন হইতে উপরের দিকে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার চলিতে থাকিবে।

৩। এই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের যে সকল অধিবাসীর জীবনযাত্রার সহিত আমাদের জীবনযাত্রার পার্থক্য রহিয়াছে, তাহাদের এবং তাহাদের জীবন সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইবে।—

(ক) উত্তর পশ্চিম ভারতের, রাজপুতানার এবং দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীরা।

(খ) সাঁওতাল ও মুণ্ডা, নেপালী ও খাসিয়া।

(গ) কারখানা অঞ্চলের মানুষ, গ্রামাঞ্চলের মানুষ এবং যাযাবর মানুষ।

৪। সমাজের কতিপয় বন্ধু :—

(ক) কৃষক।

(খ) ধীবর।

(গ) গোয়ালা।

(ঘ) কামার।

(ঙ) কুমার।

(চ) তাঁতী।

(ছ) ছুতার।

(জ) রাজমিস্ত্রী।

৫। নিজ জেলার ভূগোল—প্রধান প্রধান ব্যবসায়-কেন্দ্র, বাণিজ্য এবং কল কারখানার বিষয়ে বিশেষ জোর দিতে হইবে। জেলার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন স্থান। হাটে বাজারে, মেলায়, তীর্থস্থানে বা পার্শ্ববর্তী শহরে সপ্তাহে একবার করিয়া গেলে এই সকল শিক্ষায় শিশুদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

৬। সংক্ষেপে বাংলাদেশের একটি বর্ণনামূলক বিবরণ।

৭। **পর্যবেক্ষণী কার্য**—তৃতীয় শ্রেণীর কর্মসূচীর অনুবৃত্তি, আরো বিশদ এবং আরো যথাযথ ভাবে করার দিকে জোর দিতে হইবে। সম্ভব হইলে তাপ ও বারিপাত পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার।

এই কর্মসূচীর পরিপূরকরূপে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে-ও পাঠ দেওয়া চলিতে পারে—

বায়ু এবং বারিপাত—কি ভাবে হয়, জলবায়ু, ঋতু-পরিবর্তন। কৃষকের জন্য আবহাওয়া সংক্রান্ত বুলেটিন তৈয়ার করা।

৮। **করণীয় কাজ**—

(ক) বায়ু প্রবাহের দিকনির্ণয় যন্ত্র (wind vane), বৃষ্টি পরিমাপক যন্ত্র (Rain gauge), এবং অন্যান্য প্রয়োগমূলক কাজ।

(খ) বিদ্যালয়ের পরিপার্শ্ব, পরিবেশ, উদ্যান, মাঠ, হাটবাজার, খেলার মাঠ, গ্রাম বা মহল্লার মানচিত্র অঙ্কন এবং সেগুলির সহিত বড় সরকারী মানচিত্রের তুলনা।

(গ) মাপজোক করিয়া নক্সা তৈয়ার করা।

নক্সা আঁকিবার ভার দিতে হইবে, বিভিন্ন বস্তু বা বিষয় লিপিবদ্ধ করার কাজ আরো বিশদ ও যথাযথ ভাবে করিবার উপর জোর দিতে হইবে।

পঞ্চম শ্রেণী—

১। প্রদেশের ভুগোল—ভূমির বিবরণ, জলবায়ু, প্রধান ফসল, লোকজনের পেশা, বিভিন্ন শিল্প, বসতি কেন্দ্র ও শাসনকার্য সংক্রান্ত বিভাগ।

২। ভারতবর্ষ—ভূমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, জলবায়ু, প্রধান ফসল ও খনিজ দ্রব্য। প্রধান প্রধান পর্বত শ্রেণী। কতিপয় প্রধান সহর। প্রধান প্রধান শাসন সংক্রান্ত বিভাগ। যানবাহন।

৩। গ্লোবের সহিত পরিচয়—বিভিন্ন মহাদেশ, মহাসমুদ্র, প্রধান প্রধান দেশ, প্রধান প্রধান পর্বতশ্রেণী এবং কতিপয় প্রধান শহর।

৪। সে যুগের ভ্রমণ কাহিনী ; বৃহত্তর ভারতের ইতিবৃত্ত ; ভাস্কো ডাগামা, মারকো পোলো। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার—ক্যাপ্টেন কুকের জলপথে ভ্রমণের বিভিন্ন কাহিনী ; স্কট, অ্যামাণ্ডসেন ও পিয়ারি—এভারেস্ট গিরিশৃংগে অভিযান। সাম্প্রতিক বিমান অভিযান, ইত্যাদি।

৫। **পর্যবেক্ষণী কার্য**—পূর্ববর্তী শ্রেণীর জন্য পরিকল্পিত পথেই এই কাজ চলিবে। গ্রাম, সহর, বা গ্রামের ও শহরের কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের পর্যবেক্ষণ নির্ভুলভাবে করিতে হইবে।

মানচিত্রে ব্যবহৃত, বিভিন্ন চিহ্ন, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা প্রভৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়।

(৩) প্রকৃতি বিজ্ঞান

যে সকল ক্রিয়াকলাপ শিশুদের মধ্যে পর্যবেক্ষণকালে স্বভাবত আগ্রহের উদ্রেক করিবে এবং যেগুলি তাহাদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে সাহায্য করিবে, বা তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধিৎসা, নির্ভুল পর্যবেক্ষণের স্পৃহা ও পরিপার্শ্ব সম্পর্কে বুদ্ধিপূর্ণ বোধগম্যতার সৃষ্টি করিবে, সেগুলির একটি তালিকা দেওয়া যাইতেছে। অবশ্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে।

সমস্ত পাঠই বিভিন্ন সময় অনুসারে হইবে।

প্রথম শ্রেণী—

কোনো বাঁধাধরা শিক্ষা বা পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না।

পর্যবেক্ষণ।—বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে গাছপালার কি পরিবর্তন বা অবস্থা হয়; আবহাওয়া লক্ষ্য করা; বিভিন্ন সময় ঐ অঞ্চলে যে সকল কৌতূহলোদ্দীপক পাখী, জীবজন্তু, কীটপতংগ ইত্যাদি আসে, সেগুলিকে লক্ষ্য করা। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই সকল পর্যবেক্ষণের সংগে ছবি দেখানো এবং ছবি সহযোগে আলোচনা করাও থাকিবে। ঋতু পরিবর্তনের পঞ্জী বা আবহাওয়া-পঞ্জী প্রভৃতি বিভিন্ন পঞ্জীর বা তালিকার ব্যবহার। শিশুরা তাহাদের স্বরচিত উদ্যানে যে সকল লতাগুল্ম রোপণ করিয়াছে, তাহারা সেগুলির বৃদ্ধি ও পুষ্টি নিয়মিত ভাবে লক্ষ্য করিবে।

তাহারা বিবিধ বস্তু সংগ্রহ করিয়া ক্লাশে আনিবে। বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে বিভিন্ন ফুল, পাতা ও ফল সংগ্রহ করিবে। সংগৃহীত লতাপাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলিকে বাছিয়া পৃথক করিবে। সেই সংগে তাহারা ঐ সকল-লতাপাতা বা শাখা-প্রশাখার সাদৃশ্যও লক্ষ্য করিবে।

কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাবিষয় থাকিবে না। কেবল থাকিবে প্রাসংগিক আলোচনা।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

কোনো বাঁধাধরা পাঠ বা পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না।

(ক) পূর্ব বৎসরের কার্যস্থচীর অনুবৃত্তি চলিবে। বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে গাছের মূল, কাণ্ড, বীজ ও পাতা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বাগানে বিভিন্ন গাছের চাষ করিতে হইবে।—কিভাবে, কোন দিকে গাছগুলি বাড়ে, তাহাদের বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য কি পরিমাণ আলো এবং জলের প্রয়োজন হয়। (ছবির সাহায্যে শিশুরা তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখিবে।)

(খ) সাধারণ বিভিন্ন ধরণের মৎস্য, পুষ্করিণীতে বা জলের চৌবাচ্চায় রক্ষিত শামুক ও ভেকের ক্রমপরিণতি পর্যবেক্ষণ করা। ক্লাশে বা ক্লাশের বাহিরে শুয়া পোকার পরিবর্তন লক্ষ্য করা।

(গ) সাধারণ ফুল, পাতা ও ফল চেনা ও সেগুলির নাম জানা; বিভিন্ন পাখীকে খাবার খাওয়ানো, তাহাদের খাওয়ার ধরণ বা তাহারা কি খাদ্য খায়, তাহা লক্ষ্য করা।

(ঘ) ঋতু পরিবর্তনের সংগে দেশের চেহারায় কি কি পরিবর্তন আসে, তাহা লক্ষ্য করা, এবং সে সম্পর্কে আলোচনা করা। বৃক্ষে বা লতাগুল্মে ফুল ধরা ও ফুল ফোটা। ফল পাকা। বীজ পড়া। পাতা খসা। ফসল তোলা ইত্যাদি।

(ঙ) চিত্র সহযোগে গৃহপালিত এবং বন্য জীবজন্তু সম্পর্কে আলোচনা।

(চ) শিশুদিগকে পাতা সম্পর্কে খাতা, ফুল সম্পর্কে খাতা ইত্যাদি বানাইতে উৎসাহ দিতে হইবে। পালক, পাতা, ফল, ফুল প্রভৃতি সংগ্রহ ও সঞ্চয়ন চলিতে থাকিবে।

(ছ) প্রকৃতি সংক্রান্ত বস্তু রক্ষা করিবার জন্য ক্লাশে **প্রকৃতি বিভাগ** বা Nature Corner থাকিবে।

তৃতীয় শ্রেণী—

পাঠ্যপুস্তক থাকিবে না।

১। এই শ্রেণী হইতে উপরের দিকে নির্দিষ্ট পাঠ্য পড়ানো হইবে সত্য, তবে শিক্ষাদানের রীতিটি বক্তৃতা দানের আকার ধারণ করিলে চলিবে না। এই শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হইবে শিশুকে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে **পর্যবেক্ষণ করিতে, চিন্তা করিতে** এবং **তাহাদের পর্যবেক্ষণের বিষয়ে বিবিধ নোট রাখা শুরু করিতে** উৎসাহিত করা। নোটগুলি শিশুরা রঙিন, সুসজ্জিত ও পরিচ্ছন্ন

অংকনের সাহায্যে রাখিবে। সমস্ত পাঠই ঋতু অনুসারে হইবে। পর্যবেক্ষণের ত্রুটিহীনতার উপর জোর দিতে হইবে।

২। অংকুরোদ্গমের পরীক্ষা চলিতে থাকিবে—সময়ের নিয়মিত ব্যবধানে গাছের বৃদ্ধি ও পুষ্টির পরিমাপ করিতে হইবে—আলো, উত্তাপ, সিক্ততা এবং মৃত্তিকার গঠন অনুসারে গাছের উপর কিরূপ প্রভাব ঘটে, তাহা লক্ষ্য করিতে হইবে।

৩। শিশুরা আশেপাশে যে সকল বিভিন্ন গাছপালা দেখে, সেগুলির পাতার বাহিরের ও ভিতরের বিশেষত্ব। 'ফার্ণ' ও শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদ। লতানে গাছ; কি ভাবে তাহারা লতাইয়া উপরে উঠে। ফল—বীজের গৃহ; বীজ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বহু ফল পরীক্ষা করিয়া দেখা। শুষ্ক বীজ সংগ্রহ করা।

৪। পুকুরে, চৌবাচ্চায় বা অন্যত্র ব্যাঙাচির পরিণতি লক্ষ্য করা—শিশুরা নোট লইবে। শিশুদের জলজ প্রাণী রক্ষণের চৌবাচ্চায় বা অন্যত্র মৎস্যাদি লক্ষ্য করা এবং সংক্ষিপ্ত বিবরণী রাখা। মাছ কেমন করিয়া নিশ্বাস লয়। স্থলজ শামুক।

৫। সাধারণ অতিপরিচিত কতিপয় পক্ষীর বাসস্থান। পক্ষীর পদচিহ্ন। উর্ধ্বে উড়ে, এমন পক্ষী। পাখীদিগকে খাওয়ানো চলিতে থাকিবে।

৬। নিশাচর পশুপক্ষী—পেচক, বাদুড়, শৃগাল, ইঁদুর; তাহাদের অভ্যাস এবং খাদ্য সম্পর্কে আলোচনা।

৭। যে সকল জীবজন্তু শীতকালে ঘুমাইয়া থাকে, খোলস ছাড়ে বা অনুরূপ কিছু করে, গল্পের আকারে তাহাদের সম্পর্কে বর্ণনা।

৮। শিশুরা সূর্য লক্ষ্য করিবার চিহ্ন সহ **জল বায়ুর তালিকা** প্রস্তুত করিবে। বায়ু, বারিপাত, মেঘের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আপাতঃদৃষ্টিতে সূর্যকে যে ভাবে চলিতে দেখা যায়, সে সম্পর্কে, ধরুন, বেলা ৯ টায়, ১২ টায়, ২ টায়, ৪ টায় লক্ষ্য করা ও নোট লওয়া। বায়ু প্রবাহের দিক—কিভাবে বায়ু প্রবাহ হইয়া থাকে।

৯। **এলবাম** বা **'স্ক্র্যাপ বুক'** করা—পাখীর জন্য, মাছের জন্য ইত্যাদি।

(চিত্রাংকন)

১০। (ক) দল বাঁধিয়া কাজ করিতে উৎসাহ দিতে হইবে।

(খ) প্রাকৃতিক বিষয়ের রক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের স্থান ও দল গড়িয়া তোলা।

বিঃ দ্রঃ।—কারুশিল্প বা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিশুদের কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তর শিশুর বুঝিবার শক্তি অনুসারে বৈজ্ঞানিক ভাবে দিতে হইবে।

চতুর্থ শ্রেণী—

একটি সরল পাঠ্যপুস্তক থাকিবে।

১। বিভিন্ন ধরণের **শাকসব্জীর চাষ**—কিভাবে তাহাদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি দ্রুত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য করা।

২। **পাতা**—সরল ও জটিল, কিভাবে পাতা কাণ্ডে লাগিয়া থাকে। পাতা, ফল ও শাখা-প্রশাখার দ্বারা কিভাবে সাধারণ উদ্‌ভিদ চিনিতে হয়। নীরস ও সরস ফল। প্রকার ভেদে বা পাকিবার পরে সেগুলি কিভাবে খসিয়া পড়ে বা নষ্ট হয়, সেই অনুসারে ফলগুলি পৃথক করিয়া বাছা। 'সরল' ও 'জটিল', প্রকার ভেদে পাতার সংগ্রহ এবং সেগুলিকে এলবাম-এ আঁটিয়া রাখা।

৩। **পক্ষী পরিচয়** চলিতে থাকিবে—তাহাদের গান, গানের কাল, অভ্যাস, চেহারা ইত্যাদি। পাখীর ছবি, বাসা ও ডিম সংগ্রহ করা।

৪। **উদ্যানে যে সকল প্রাণী সাধারণত পাওয়া যায়, সেগুলির পর্যবেক্ষণ**—শামুক, কেঁচো, মাকড়সা, বোলতা ইত্যাদি। কেঁচো—ইহা মাটিতে কি করে।

৫। শিশুরা তাহাদের পরিপার্শ্বে বা দেশে যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পায়, সে সম্পর্কে আলোচনা। সম্ভব হইলে চিড়িয়াখানা পরিদর্শন।

৬। নিম্নলিখিত বিভিন্ন জাতীয় জীবজন্তুদের সম্পর্কে পাঠ :—
স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, মৎস্য, উভচর, কীটপতংগ।

৭। **পিপীলিকা এবং মৌমাছির সামাজিক জীবন।** পিপীলিকার বাসা ও উইটিপি পর্যবেক্ষণ। মৌমাছির চাষ।

৮। জলবায়ুর তালিকা প্রস্তুত চলিতে থাকিবে।

৯। **মানব দেহ সম্পর্কে সহজ শিক্ষা** আরম্ভ হইবে।

১০। **মলত্যাগ।** উহার সদ্‌ব্যবহার। গোবর ও মূত্রের কিভাবে সদ্‌ব্যবহার করা যায়।

১১। কারুশিল্প এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে শিশুদের শক্তির উপযোগী **সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান।**

১২। বিভিন্ন ধরণের সংঘবদ্ধ কাজ। 'নেচার ক্লাব' 'প্রকৃতি সংঘ', কৃষক সংঘ প্রভৃতি গড়িয়া তোলা ; কৃষি সংক্রান্ত বুলেটিন তৈয়ার করা।

পঞ্চম শ্রেণী—

একটি সহজ পাঠ্যপুস্তক থাকিবে।

১। **উদ্‌ভিদের মূল, অংকু , পত্র ও পুষ্পবিষয়ে পাঠ।** ফুল—ইহার গঠন ; জবা, অপরাজিতা ফুলের পরীক্ষা। পরাগযোগ (Pollination) ; পরাগযোগের কারণ। পত্রহীন শাখা এবং পরিচিত বৃক্ষ পরীক্ষা। ডাল জলে ডুবাইয়া রাখিয়া ফুল ফোটা লক্ষ্য করা।

২। ফসল তোলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা।

৩। নিম্নলিখিত বস্তুগুলির জীবনেতিহাস :—
পতংগ, প্রজাপতি, মশক, ভেক, পিপীলিকা এবং মধুমক্ষিকা।

৪। **মানব দেহ** সম্পর্কে সহজ পাঠ চলিতে থাকিবে।

৫। **আকাশ পর্যবেক্ষণ**—(ক) দিবসে মেঘ—মেঘের বিভিন্ন আকারের

সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বৃষ্টি এবং শিশিরপাতের কারণ। সূর্য নিশ্চল জ্যোতিষ্ক। ইহা আমাদের জন্য কি করে। (খ) রাত্রিকালে—চন্দ্র, চন্দ্রের কলাবৃদ্ধি ও হ্রাস ; প্রধান প্রধান গ্রহ, রাত্রিকালে বিভিন্ন সময়ে আকাশ লক্ষ্য করিয়া নক্সা প্রস্তুত করা। উহাতে ছায়াপথ, নীহারিকা, নক্ষত্রাদির অবস্থানের নির্দেশ থাকিবে। গ্রহণ কি ভাবে হয়। বায়ু ও আবহাওয়ার তালিকা। উত্তাপ সংক্রান্ত তালিকা। বেশ দীর্ঘ দিনের তালিকাও প্রস্তুত করিতে হইবে।

৬। **মৃত্তিকা**—প্রকার ভেদ। সার, গোবর, মলমূত্র এবং পচা গলিত পত্রাদির ব্যবহার। জমিতে জলনিকাশের ব্যবস্থা।

৭। ভ্রমণ ও পর্যবেক্ষণ জাতীয় কাজ :—

ক্ষেতখামার পরিদর্শন, পুষ্করিণী পরিদর্শন।

৮। **স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বের সহিত সংশ্লিষ্ট রাখিয়া—**

(ক) বায়ু—বিশুদ্ধ বায়ুর উপযোগিতা ও প্রয়োজন—বিশুদ্ধ বায়ুতে বিভিন্ন পদার্থগত উপাদান—দূষিত বায়ু—পরিশোধনের উপায়—বায়ু শোধনে বৃক্ষের কাজ—জনবহুল কক্ষের বায়ু—বায়ু চলাচলের প্রয়োজন—বায়ু চলাচলের উপায় ও ব্যবস্থা, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লইবার নিয়ম।

(খ) জল—বিশুদ্ধ জল ; জলের দূষিত পদার্থ, উদ্‌ভিদ্‌, জীবজন্তু এবং মানুষের দেহের পক্ষে উহার গুরুত্ব—জলের গঠন—জল দ্বারা সাধারণ সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার—দূষিত জলের দ্বারা যে সকল রোগ জন্মে—গ্রাম্য কূপ, পুষ্করিণী নদী ; দূষিত জল শোধিত করিবার উপায়। নলকূপ।

৯। কারুশিল্প এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের **সংশ্লিষ্ট জ্ঞান।**

১০। ছাত্রছাত্রীরা **এলবাম** বা স্ক্র্যাপ খাতা রাখিবে।

১১। প্রকৃতি সংঘ, কৃষক সংঘ প্রভৃতি গড়িয়া তোলা এবং কৃষকদের বুলেটিন প্রস্তুত করা চলিতে থাকিবে।

৯। চিত্রকলা, সংগীত এবং নৃত্য

(১) চিত্রকলা

প্রাথমিক পরিচিতি—

('চার্ট' বা 'মডেল' দেখিয়া) অনুকরণমূলক চিত্র আঁকিবার অপেক্ষা স্ব স্ব কল্পনা এবং ভাবপ্রকাশমূলক চিত্রাংকনের প্রতি অধিক জোর দিতে হইবে। শিশুদের ভাব প্রকাশকেই আগাগোড়া পাঠ্যতালিকার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। শিশুদের সৃজনপ্রবণতাকে যথাসম্ভব সুন্দরভাবে ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহাকে একটি পূর্ণতর প্রকাশ এবং সুরুচির দিকে আগাইয়া দিতে হইবে। যতোই শিশুসুলভ হউক না কেন, শিশুদের সকল চেষ্টাতেই উৎসাহ এবং তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে কাজ করিবার পরিপূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। শিশুর পরিবেশ এমন হইবে যে, তাহা শিশুর মনে রেখাপাত না করিয়া পারিবে না। তবে শিশুকে উপযুক্ত নির্দেশ ও পরিচালনা দিবার জন্য শিক্ষককে সর্বদা সতর্ক ও সচেতন থাকিতে হইবে। এইরূপে শিশুর সুরুচির ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে।

অংকনের পরিচ্ছন্নতা, পেনসিল, তুলি প্রভৃতির ব্যবহারের ত্রুটিহীনতা এবং আঁকিবার সময় শিশুদের ঠিকভাবে বসিবার বিষয়ে লক্ষ্য দিতে হইবে।

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির ব্যবহার চলিতে পারে :—

শ্লেট-পেনসিল, কাগজ-পেনসিল, কলম, তুলি, রং। রঙিন খড়ি দিয়া আঁকিবার জন্য মেঝেও ব্যবহৃত হইতে পারিবে। মেঝেতে দেশী রং দিয়া 'আল্‌পনা' প্রভৃতির ন্যায় অংকন-ও চলিবে।

প্রথম শ্রেণী—

১। কল্পনা ও অভিজ্ঞতা হইতে পরিপার্শ্বস্থ সাধারণ ধরণের সুপরিচিত

বিষয় অংকন। (পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বালিকা, পাখী, গাছ, ফুল, পাতা, নদী, আকাশ ইত্যাদি।) .

২। বিভিন্ন ধরণের পাতা, ফুল প্রভৃতিকে লক্ষ্য ও তুলনা করা।

৩। তিন চারিটি প্রধান রংএর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা (লাল, নীল, হলদে, কাল)। প্রকৃতিতে রংএর সন্ধান করা। এক রংএর বিভিন্ন জিনিষ সংগ্রহ করা।

দ্বিতীয় শ্রেণী—

১। প্রথম শ্রেণীর কাজই চলিতে থাকিবে, তবে ঈষৎ কঠিনতর ভাবে। ফুল, পাখী, পাতা, পুরুষ, স্ত্রী, জীবজন্তু, প্রজাপতি, পাহাড়, নদী প্রভৃতি কল্পনা এবং অভিজ্ঞতা হইতে ইচ্ছামত আঁকা।

২। প্রধান রংগুলির মিশ্রণ (প্রাথমিক ধারণা) এবং ব্যবহার শেখা।

৩। আকার এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

তৃতীয় শ্রেণী—

১। কল্পনার সাহায্যে অংকন চলিতে থাকিবে। গল্প পড়িয়া তাহা হইতে ছবি আঁকিবে।

২। লতা, গুল্ম, ফুল, পাখী, ইত্যাদি সম্পর্কে সহজ ছবি আঁকিবে।

৩। ছবির আকার এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করা চলিতে থাকিবে।

৪। স্বচ্ছন্দ ভাবে তুলি ব্যবহার করিতে শিখিবে।

৫। সরল ধরণের আলপনা দিয়া বিদ্যালয়ের মেঝে সাজাইবে। (ফুল বা অন্যান্য ছবির নক্সা।)

৬। সহজ প্রাকৃতিক দৃশ্যও আঁকিতে চেষ্টা করিতে পারে।

চতুর্থ শ্রেণী—

১। কল্পনা হইতে বা দৃশ্যাদি দেখিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য অংকন।

২। সহজ অলংকারের মতো নক্সা।

৩। একই রংগের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে ধারণা (ফিকে সবুজ, গাঢ় সবুজ ইত্যাদি)।

৪। আলো ও ছায়া সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

৫। ছবির আকার এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য সম্পর্কে আরো ধারণা।

৬। খাতার বা বইএর মলাট, শাড়ীর পাড় প্রভৃতির ন্যায় সহজ নক্সা।

৭। সর্বাপেক্ষা শিল্পরুচিসম্মত বর্ণ নির্বাচন।

৮। চিত্রের গভীরতা (Perspective) সম্পর্কে সহজ ধারণা।

১০। গৃহসজ্জা।

পঞ্চম শ্রেণী—

১। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মসূচীর অনুবৃত্তি।

২। অংকন ও চিত্র যাহাতে অধিকতর ভাবপ্রকাশক হয়, সেদিকে লক্ষ্য দিতে হইবে।

৩। উষ্ণ ও শীতল বর্ণের ব্যবহার, ছবির আকর্ষণ বাড়াইবার জন্য মানানসই বা বিপরীত বর্ণের ব্যবহার। সুরুচি গড়িয়া তোলা।

৪। বই বা খাতার মলাটের নক্সা, গহনার নক্সা, এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য।

৫। ছবির 'পারস্পেকটিভ' সম্পর্কে (কঠিনতর) ধারণা; গঠন (Composition) এবং বিভিন্ন অংশের সামঞ্জস্য বিধান।

৬। উৎসবে বিদ্যালয় গৃহ বা বিদ্যালয় কক্ষ সজ্জিত করা।

(২) সংগীত

প্রথম শ্রেণী—

কণ্ঠস্বর এবং কর্ণের তালিম—ছন্দে দুই, তিন ও চারটি স্বর (note) সহ স্বরগ্রাম সাধা।—হাতেই তাল দিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া গান

(১) লোকগীতি, সুর দেওয়া সহজ স্তোত্র—সম্ভব হইলে হাতে তাল দেওয়া।

(২) "ধন ধান্যে," "বঙ্গ আমার" প্রভৃতি ধরণের সহজ জাতীয় সংগীত —সম্ভব হইলে হাতে তাল দিতে হইবে।

(৩) হাস্য রসাত্মক সংগীত (action song); সম্ভব হইলে হাতেই তাল দিতে হইবে।

(৪) "উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল," "বন্ধন ভয় তুচ্ছ করেছি, উচ্চে তুলেছি মাথা", "ছিঁড়িল বন্ধন টুটিল শৃংখল", "খর বায়ু বয় বেগে", "হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর" প্রভৃতির ন্যায় 'মার্চ' করিবার গান, সম্ভব হইলে, তালি দিয়া এবং ড্রাম বাজাইয়া শক্তির ব্যঞ্জনাসহ ভাবপ্রকাশের ভংগীতে গাওয়া।

(৫) "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে", "রিমঝিম ঘন ঘন রে", "শীতের হাওয়ায় লাগল কাঁপন"—ধরণের গান, বিভিন্ন ঋতুর সহিত খাপ খাওয়াইয়া। সবল ছন্দ এবং স্বরের তীব্র উঠানামা আছে, এইরূপ ভালো ভালো গান কান পাতিয়া শোনা। (পাওয়া গেলে, গ্রামোফোন বা রেডিওর সাহায্য লওয়া যাইতে পারে।)

দ্বিতীয় শ্রেণী—

কণ্ঠস্বর এবং কানের তালিম—ভাটখণ্ড সম্প্রদায়ের কাফী এবং বেলাওয়ল ঠাট দুইটি সহ স্বরগ্রাম সাধা—(উহার পরিবর্তে অন্য সম্প্রদায়ের ঠাটও চলিবে।)

হাত ও 'ড্রাম' সহযোগে তাল দেওয়া চলিবে। বাস্তবিক জীবনের পটভূমিকায় ঠাটগুলির প্রবর্তন করিতে হইবে।

দল বাঁধিয়া গান।—প্রথম শ্রেণীর মতোই তবে, তবে আরো শক্ত ধরণের। বিভিন্ন ধরণের ঋতু সংক্রান্ত গান—"শরৎ তোমার অরুণ আলোর," "এস নীপবনে" ; "শীতের বনে কোন সে কঠিন।" ইত্যাদি।

প্রথম শ্রেণীর মতোই শিক্ষকের সাহায্যে ভালো **সংগীতের রসবোধ**,—সম্ভব হইলে গ্রামোফোন রেকর্ড এবং রেডিও যোগেও।

তৃতীয় শ্রেণী—

গলা সাধা।—ভাটখণ্ডে সম্প্রদায়ের আরো দুইটি ঠাট গাওয়া, যথা, কল্যাণ এবং খাম্বাজ।

উপযুক্ত গীত সহ **রাগ** শিক্ষা, আলাহিয়া, বিভাস, ঝিঁঝিট ;—

"অন্তরতর অন্তরতম"—আলাহিয়া,
"তুহি আধার সকল ত্রিভুবনকো"—আলাহিয়া,
"রভসে নেহা কে আ তু মনোয়া",
"মেরি গিরিধারী গোপাল"—ঝিঁঝিট,

দল বাঁধিয়া গান।—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মতোই, তবে তিন নম্বর বিষয়টি বাদ দিয়া।

নিম্নলিখিত ধরণের ঋতু সংক্রান্ত গান—"ওগো শেফালি বনের" ; "কদম্বেরি কানন ঘেরি" ; "বসন্তে আজ ধরার চিত্ত"। ইত্যাদি।

রসবোধ সংক্রান্ত পাঠ। দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ, তবে সুর ও ছন্দ আরো কঠিন ধরণের হইবে।

মাত্রা এবং তাল সম্পর্কে ধারণা জন্মাইতে হইবে—উদাহরণ স্বরূপ উপযোগী বাংলা (অথবা হিন্দী) গান ব্যবহার করিয়া তবলায় দাদরা বা

কাহারবা বাজাইয়া। (যে সকল বিভিন্ন গান ইতিপূর্বে শেখানো হইয়াছে, সেগুলিও ব্যবহৃত হইতে পারে।)

চতুর্থ শ্রেণী—

গলা সাধা।—ভাটখণ্ডে সম্প্রদায়ের আরো তিনটি ঠাট, যথা, আশাবরী, পূরবী এবং ভৈরবী গাহিয়া।

উপযুক্ত গান সহযোগে আরো চারটি রাগ শিখাইতে হইবে—খাম্বাজ, ভূপালী, ছায়ানট এবং ইমন।

"কোয়েলিয়া কুহুকা শোনাওয়ে"—খাম্বাজ,

"একি সুন্দর শোভা"—ভূপালী,

"হে সখা মম"—ছায়ানট,

"বাজো রে বাঁশরী বাজো"—ইমন।

আকারমাতৃক স্বরলিপি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা।

দল বাঁধিয়া গান—তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ।

তাল সম্পর্কে আরো শিক্ষা, তৃতীয় শ্রেণীর অনুরূপ, আরও দুইটি নূতন তাল—ত্রিতাল, একতাল।

রসবোধ সম্পর্কে পাঠ।—সূচী অনুসারে বিভিন্ন সংগীত শ্রবণ এবং পরে আলোচনা।

পঞ্চম শ্রেণী—

গলা সাধা।—ভাটখণ্ডে সম্প্রদায়ের শেষ তিনটি ঠাট, অর্থাৎ মারবা, টোড়ী ও ভৈরবী গাহিয়া।

নিম্নলিখিত ছয়টি রাগের শুরু—দেশ, কাফি, বেহাগ, বাহার, ভৈরবী, পিলু—

"দে লো সখী দে"—দেশ,

"প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী"—দেশ,
"ঝর ঝর মুখর"—কাফি,
"মহারাজ একি সাজে"—বেহাগ,
"ওগো সুন্দর মরি মরি"—বাহার,
"জীবনে যতো পূজা"—ভৈরবী,
"ছায়া ঘনাইছে"—পিলু।

স্বরলিপি, লেখায় ও অনুশীলনে—দেখিয়াই সহজ গানগুলি পড়িয়া ফেলা।

দল বাঁধিয়া গান।—কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, বাউল, ভজন।

তাল সম্পর্কে আরো পাঠ—ঝাঁপতাল ও তেওরা আরম্ভ।

নিম্নলিখিত ধরণের জাতীয় সংগীত

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে গাওয়া চলিতে পারে :—
"জনগণ মন,"
"বন্দেমাতরম্,"
"মোদের গরব মোদের আশা,"
"হে মোর চিত্ত, পুণ্যতীর্থে,"
"সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান," ইত্যাদি।

(৩) নৃত্য

উদ্দেশ্য

(ক) এই শিল্পে শিশুদের শিক্ষাদানের মধ্য দিয়া ভারতের শিল্প-সংস্কৃতিকে পুনর্জীবিত করা।

(খ) শিশুদিগকে ভারসাম্য, আত্মবিশ্বাস, সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য এবং শিল্পরুচি সম্পর্কে শিক্ষা দান।

নৃত্য শিক্ষার গোড়ার দিকে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হইবে অংগভংগী বা দেহবিন্যাস।

প্রথম শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৬+)

১। ছন্দময় দেহবিন্যাসের মধ্য দিয়া বিভিন্ন ধরণের ক্রিয়াকলাপের বিষয়ে ভাবপ্রকাশের সহজ ভংগী, যথা পাহাড়ে উঠা, শিথার নৃত্য, পাতা ঝরা, ইত্যাদি।

২। **লোকনৃত্য**।—চামর নৃত্য—প্রত্যেক নৃত্যকারীর মাথার উপর চামর-বাঁধা লম্বা লাঠি থাকিবে। যে ড্রাম বাজাইবে, সেই দলের পুরোভাগে থাকিবে, তাহাকে অনুসরণ করিয়া সকলে অগ্রসর হইবে; প্রথমে বৃত্তাকারে, গতিবেগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাইবে; অতঃপর তাহারা বিভিন্ন ভাবে পা ফেলিয়া নাচিবে—লাঠি-গুলি সোজা উপরের দিকে তুলিবে বা মাঝে মাঝে এক হইতে অন্য হাতে লইবে।

গারবা, ব্রতচারী, ইত্যাদি ধরণের অন্যান্য সরল নৃত্যও থাকিবে।

৩। **পশু নৃত্য**।—হরিণ, সিংহ, হস্তী ইত্যাদির অনুকরণে ভংগী করিয়া নৃত্য।

দ্বিতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৭+)

১। ভাবপ্রকাশের কাজ চলিতে থাকিবে।

২। **লোকনৃত্য**।—সাঁওতাল ও ব্রতচারী নৃত্য। সরল ধরণের আসামী লোক নৃত্য।

৩। ছন্দিত দেহবিন্যাস (ভারতীয় নৃত্য), যথা সর্প নৃত্য, হংস নৃত্য, এবং কলাপী নৃত্য।

৪। ফসল তোলার নাচ, বা হোলীর নাচের মতো উৎসব নৃত্যের আরম্ভ।

তৃতীয় শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৮+)

১। **লোকনৃত্য—সৃজনমূলক বাংলা নাচ।** (ক) ছাত্রছাত্রীদিগকে এবার তাহাদের নিজেদের নৃত্য রচনা করিয়া লইতে উৎসাহ দিতে হইবে—কোনও নির্দিষ্ট সুর বা গান অনুসারে—বাংলার লোক-নৃত্যকে মালমশলারূপে ব্যবহার করিয়া—অংগভংগী ও দেহবিন্যাস সহযোগে।

(খ) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, ইত্যাদি ধরণের গান গাহিয়া দল বাঁধিয়া নাচ।

২। **ভারতীয় নাচ।**—সাপুড়ের নাচ, শিকারীর নাচ, দেবদাসী নৃত্য, ইত্যাদি।

৩। নৃত্যের মধ্য দিয়া সরল পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনা।

চতুর্থ শ্রেণী (বয়ঃক্রম ৯+)

১। **লোকনৃত্য—মণিপুরীনৃত্য।**—কাব্যময়, সুনিয়ন্ত্রিত অংগসঞ্চালন।

২। **ভারতীয় নৃত্য।**—সাগর নৃত্য, নটীর পূজা ইত্যাদি।

৩। নৃত্যের মধ্য দিয়া কাহিনী বর্ণনা চলিতে থাকিবে।

৪। কথাকলি নৃত্যও শুরু করিতে হইবে। কথাকলি নৃত্য, সারী নৃত্য।

পঞ্চম শ্রেণী (বয়ঃক্রম ১০+)

১। আরো শক্ত ধরণের লোক নৃত্য।

২। আরো শক্ত ধরণের ভারতীয় নৃত্য।

রাজনীতিক এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীকে অংগভংগী, নৃত্য ও গীতের দ্বারা নাট্যরূপ দেওয়া।

৩। কথাকলি নাচ।

১০। নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা

প্রার্থনা এবং স্তোত্র ছাড়াও নিম্নলিখিত ধরণের শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বিভিন্ন অংশ, সংগীত এবং স্তব :—

"অন্তর মম বিকশিত কর, অন্তরতর হে"—(রবীন্দ্রনাথ)

"করি যোড় কর"

"বল দাও মোরে বল দাও"

"তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি"—(রবীন্দ্রনাথ

"পদপ্রান্তে রাখ সেবকে"—(রবীন্দ্রনাথ)

"তুমি নির্মল কর মংগল করে" —(রবীন্দ্রনাথ)

"আমরা সকল শিশু যোড় করি হাত
প্রণমি তোমারে, প্রভু, জগতের নাথ"—(যোগীন্দ্রনাথ বসু)

"প্রভাতে যাঁরে নন্দে পাখী"—(অতুলপ্রসাদ সেন)

বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে সময়ের সাপ্তাহিক বণ্টন

প্রথম তিন শ্রেণীর জন্য প্রাপ্ত ৪ ঘণ্টার, ২½ ঘণ্টা শিক্ষাসূচীর সক্রিয় অংশের জন্য, যথা—সৃজনমূলক কাজ, কারু শিল্প, চিত্রকলা, সংগীত, নৃত্য, গৃহকর্ম, স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা এবং খেলাধূলা—ব্যয়িত হইবে। এবং বাকী ১½ ঘণ্টা মাতৃভাষা, অংক, ইতিহাস, ভূগোল, প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতির বা সাহিত্যমূলক বিষয়গুলির জন্য থাকিবে। নিম্নলিখিত তালিকাটি কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেওয়া হইতেছে :—

প্রথম শ্রেণী		দ্বিতীয় শ্রেণী	তৃতীয় শ্রেণী	চতুর্থ শ্রেণী	পঞ্চম শ্রেণী
ভক্তিমূলক এবং জাতীয় সংগীত	৩০ মিঃ (প্রতি দিন ৫ মিঃ)।	প্রথম শ্রেণীর অনুরূপ	দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ	৪৮ মিনিট প্রতিদিন ৮ মিঃ	চতুর্থ শ্রেণীর অনুরূপ
মাতৃভাষা	৩ ঘঃ (আধ ঘঃ করিয়া ৬ পিরিয়ড)			৫ ঘণ্টা (৩০ মিনিটের ১০ পিরিয়ড)	
পাটীগণিত	৩ ঘঃ (ঐ)			৪ ঘঃ (৪০মিঃ এর ৬ পিরিঃ)	
সৃজনমূলক কাজ	২ ঘঃ (৪০ মিঃ এর ৩ পিরিরড)			১½ ঘঃ (৩০মিঃ করিয়া ৩ পিরিয়ড)	
কারুশিল্প	২য় ঘণ্টা (ঐ)			২ঘ ৪০ মিঃ (৪০ মিএর ৪পি	
ইতিহাস (গল্প)	১ঘঃ (২০ মিঃ এর ৩ পিরিয়ড)			১½ ঘঃ (৩০ মিঃ এর ৩ পিরিয়ড)	
ভূগোল	১ ঘঃ (ঐ)			১½ ঘণ্টা (ঐ)	
প্রকৃতিবিজ্ঞান	১ ঘঃ (ঐ)			১½ ঘণ্টা (ঐ)	
স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত শিক্ষা, খেলাধূলা	১½ ঘঃ(প্রতি-দিন ১৫ মিঃ)			২ ঘঃ (প্রতিদিন ২০ মিঃ)	
সামাজিক ও নাগরিক বিষয়ে শিক্ষা	১½ঘঃ (৩০ মিঃ এর ৩ পিঃ)			১ ঘঃ (২০ মিনিটের ৩ পিরিয়ড)	
গৃহকর্ম	১½ ঘঃ (ঐ)			২ ঘঃ (৪০ মিঃএর ৩ পিঃ)	
চিত্রকলা	২ ঘঃ (২০ মিঃ এর ৬ পিরিয়ড)			২ ঘঃ (২০ মিনিটের ৬ পিরিয়ড)	
সংগীত	২ ঘণ্টা (ঐ)			২ ঘণ্টা (ঐ)	
নৃত্য	১ ঘঃ (২০ মিঃ এর ৩ পিরিয়ড)			১ ঘঃ (২০ মিঃএর ৩ পিঃ)	
বিশ্রাম	১½ ঘঃ (প্রতিদিন ১৫ মিঃ)			১½ ঘঃ ১৫ মিনিট প্রতিদিন।)	
	২৪½ ঘণ্টা	২৪½ ঘণ্টা	২৪½ ঘণ্টা	৩০ ঘণ্টা	৩০ ঘণ্টা

মাধ্যমিক শিক্ষা

মাধ্যমিক শিক্ষাসূচী প্রণয়নের জন্য নিযুক্ত সাবকমিটি কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট বিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি কর্তৃক ১৯৪৯ খৃস্টাব্দের ৫ই এপ্রিল তারিখে কিছু কিছু সংশোধনের পর গৃহীত হয়। পূর্বে বর্ণিত মাধ্যমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং উপায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া নিম্নলিখিত শিক্ষাসূচী প্রস্তুত হইয়াছে।

সাধারণ মূল বিষয়গুলি

ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হাই স্কুলের প্রথম তিন বৎসরের শিক্ষণীয় বিষয়।

১। বাংলা।

২। ইংরাজি।

৩। অংক শাস্ত্র।

৪ সমাজবিষয়ক শিক্ষা (ইতিহাস, পৌরবিজ্ঞান এবং ভূগোল, একত্রে)।

৫। সাধারণ বিজ্ঞান অথবা মেয়েদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান।

৬। হিন্দীভাষা। (ষষ্ঠ হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত)।

৭। প্রাচীন ভাষা (অষ্টম শ্রেণীতে), যথা, সংস্কৃত, পালি, পারসিক, আরবিক ইত্যাদি।

৮। চিত্রকলা বা সংগীত।

৯। হস্তশিল্প।

১০। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা, তৎসহ ব্যক্তিগত এবং সমাজগত স্বাস্থ্যতত্ত্ব।

উচ্চতর হাই স্কুলগুলির জন্য সাধারণ মূল বিষয়গুলি

(নবম হইতে একাদশ শ্রেণী)

১। বাংলা।

২। প্রাচীন ভাষা।

৩। ইংরাজি।

৪। সাধারণ বিজ্ঞান (রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব); ছাত্রছাত্রী-দিগকে প্রয়োগ বা পরীক্ষামূলক কিছু করিতে হইবে না।

৫। সমাজবিষয়ক শিক্ষা, তৎসহ প্রাথমিক অর্থনীতি—এই পাঠ্যতালিকার মধ্যে গত একশত বৎসরের ভারতীয় সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও থাকিবে।

৬। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা (পরীক্ষার বিষয় নহে)।

৭। প্রয়োগমূলক কাজ—'ক' বিভাগের জন্য চিত্রকলা, সংগীত, সূতাকাটা, কাপড় বোনা, চামড়ার কাজ, দর্জির কাজ, বাগান করা, বই বাঁধাইএর কাজ ইত্যাদি। (পরীক্ষার বিষয় নহে।)

কারুশিল্প বা বিজ্ঞানবিষয়ক বিভাগগুলির জন্য, অর্থাৎ 'খ' ও 'গ' বিভাগের জন্য চিত্রকলা, সংগীত, শক্ত ধরণের বাংলা সাহিত্য অথবা পৃথিবীর ইতিহাস অথবা আধুনিক ইউরোপীয় ভাষা।

৮। 'ক' বিভাগের ছাত্ররা নবম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ মূল বিষয় হিসাবে পাটীগণিতও পড়িবে।

হাই স্কুলে (নবম হইতে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) পাঠের বিশেষীকরণ

পঠনমূলক হাই স্কুল

"ক" বিভাগ (কলাবিষয়ক)

সাধারণ মূল বিষয়গুলি বাধ্যতামূলক থাকিবে। সেগুলি ছাড়া ছাত্রছাত্রী-দিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যে কোনো **দুইটি** লইতে হইবে :—

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং পৃথিবীর ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(২) ভূগোল (ভারত ও ভূমণ্ডল)।

(৩) অংক শাস্ত্র।

(৪) একটি আধুনিক ভাষা (মাতৃভাষা বাদে)।

(৫) ইংরাজি সাহিত্য।

এই দুইটি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে **একটি বিষয়** **লইতেও পারে :—**

(১) তর্কশাস্ত্র।

(২) অর্থনীতি।

(৩) চিত্রকলা (শক্ত ধরণের)। } যাহারা চিত্রকলা এবং সংগীতকে মূলবিষয়-

(৪) সংগীত (শক্ত ধরণের)। } রূপে গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের জন্য।

(৫) গৃহশিল্প।

"খ" বিভাগ (বিজ্ঞান শিক্ষা)

এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অংক বাধ্যতামূলক থাকিবে। অংকশাস্ত্র ছাড়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির **যে কোনো দুইটি** লইতে হইবে :—

(১) পদার্থবিদ্যা।

(২) রসায়ন।

(৩) ভূতত্ত্ব।

(৪) জীবতত্ত্ব।

(৫) ভূগোল।

দশম ও একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীরা নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির যে কোনো একটি লইতে পারিবে :—

(১) শক্ত অংকশাস্ত্র।

(২) কৃষি।

(৩) দেহতত্ত্ব।

(৪) শ্রমশিল্পমূলক চিত্রকলা।

(৫) সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক প্রাথমিক মানবতত্ত্ব।

শিল্পমূলক হাইস্কুল

'গ' বিভাগ (শিল্পবিষয়ক পাঠ)

অংকশাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যামূলক অংকন, এবং কলকারখানাগত প্রয়োগমূলক শিক্ষা

আবশ্যিক থাকিবে। এগুলি ছাড়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির **যে কোনো একটি** লইতে হইবে :—

(১) পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন।

(২) প্রাথমিক যন্ত্রবিদ্যা, তৎসহ প্রয়োগমূলক বলবিদ্যা, প্রয়োগমূলক তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি-বিষয়ক শিক্ষা।

(৩) শ্রমশিল্পমূলক চিত্রকলা।

(৪) রাসায়নিক শিল্প।

(৫) কৃষি।

এগুলি ছাড়া ছাত্রছাত্রীরা দশম এবং একাদশ শ্রেণীতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির **যে কোনো একটিও লইতে পারে** :—

(১) কঠিনতর অংকশাস্ত্র।

(২) কঠিনতর অংকনবিদ্যা।

(৩) কঠিনতর পদার্থবিদ্যা।

(৪) কঠিনতর রসায়ন।

(৫) প্রাথমিক বেতার যন্ত্রবিদ্যা।

'ঘ' বিভাগ (বাণিজ্যবিষয়ক পাঠ)

এই বিভাগে বাণিজ্যবিষয়ক ইংরাজি বাধ্যতামূলক থাকিবে। তাহা ছাড়া ছাত্রছাত্রীদিগকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে **যে কোনো দুইটি** বাছিয়া লইতে হইবে :—

(১) হিসাবরক্ষণ এবং গণনবিদ্যা।

(২) ব্যবসায়িক রীতিনীতি, পত্রালাপ এবং সংগঠন।

(৩) শর্টহ্যাণ্ড ও টাইপরাইটিং।

(৪) বাণিজ্যবিষয়ক ভূগোল এবং বাণিজ্যবিষয়ক পাটীগণিত।

(৫) মাতৃভাষা ছাড়া একটি আধুনিক ভাষা।

তৎসহ ছাত্রছাত্রীরা দশম এবং একাদশ শ্রেণীতে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত বিষয়গুলির **যে কোন একটিও** গ্রহণ করিতে পারিবে :—

(১) কঠিনতর হিসাবরক্ষণ এবং গণনবিদ্যা।

(২) কঠিনতর ব্যবসায়িক রীতিনীতি, পত্রালাপ এবং সংগঠন।

(৩) সেক্রেটারির কাজকর্ম বিষয়ক পাঠ।

(৪) বিজ্ঞাপন এবং দোকানদারি।

(৫) প্রয়োগমূলক অর্থনীতি।

পঠনমূলক এবং শিল্পমূলক হাই স্কুলগুলির পাঠ্যতালিকার মধ্যে পরিপূর্ণরূপে সমতারক্ষা করা উচিত, কমিটি এইরূপ মনে করেন।

শিক্ষার মান—মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীরা এমন পরিমাণ শিক্ষালাভ করিবে, যাহার ফলে তাহারা মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনান্তে গৃহীত সাধারণ পরীক্ষায় (Public Examination) পাশ করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বা উচ্চতর উপার্জনী ও শিল্পমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের স্বরূপ।—বুনিয়াদী শিক্ষার বিষয়বস্তুগুলি আজিকার পৃথিবীর সংগে এবং ব্যবহারিক জীবনের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিবে। শিল্প, সংগীত ও হস্তশিল্পের মতো সৃজনমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে হইবে। অন্যান্য শিশুদের মতোই পড়াশুনায় বুদ্ধিমান শিশুদিগকেও তাহাদের হাত দুইটিকে কাজে লাগাইবার শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে হইবে। সকল স্তরেই শিশুদের শিক্ষা যথাসম্ভব বাস্তবিক এবং ব্যবহারিক হওয়া উচিত।

শিক্ষায় বিশেষীকরণ এবং পৃথকীকরণ।—প্রথম তিন বৎসরের জন্য শিক্ষাসূচী সাধারণ মূল বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করিয়া সকল শিশুর পক্ষেই

অনুরূপ থাকিবে। ১৪+ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কিশোর ছাত্রছাত্রীরা বুনিয়াদী বিষয়গুলিতে তাহাদের স্ব স্ব দক্ষতা ও শক্তি আবিষ্কার করিতে পারিবে। তখন অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই পৃথক পৃথক বিষয়ে তাহাদের স্ব স্ব রুচি ও শক্তির পরিচয় দিবে। সুতরাং এই সময়ে শিক্ষাসূচীতে পৃথকীকরণের প্রবর্তন চলিবে। তবে সাধারণ মূল বিষয়গুলি এখনো সমগ্র শিক্ষাসূচীর শতকরা ৩০ ভাগ জুড়িয়া থাকিবে। নির্বাচনের উপযোগী বিষয়ের সংখ্যা যতোই অধিক হইবে, ততোই সেগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির ও রুচির ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে। সুতরাং এই সমান্তরাল শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে কতিপয় বিশেষ ধারা থাকিবে। সেই ধারাগুলি একটি প্রধান মূল সর্বগ্রাহী ধারা হইতে নিজ নিজ গতিবেগ অনুসারে বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হইবে। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদিগকে একটি বিশেষ বিষয় হইতে অন্য বিশেষ বিষয়ে স্থানান্তরিত করা সহজ হইবে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর কোনো অবাঞ্ছিত প্রভাব বা ছাপ পড়িবে না।

সমস্ত ছাত্রছাত্রীই সাফল্যের সহিত তাহাদের শিক্ষা শেষ করিয়া বিদ্যালয়-ত্যাগকালীন পরিচয়-পত্র পাইবে। উক্ত পরিচয় পত্রে তাহাদের স্ব স্ব রুচি, শক্তি ও অর্জিত শিক্ষার মান উল্লিখিত থাকিবে। অবশ্য, যে সকল ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে এবং উচ্চতর উপার্জনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যাইবে, তাহাদিগকে সাধারণ ভাবে পরীক্ষা দিতে হইবে।

শিক্ষক মণ্ডলী—স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে, নূতন মাধ্যমিক শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষক আসিবেন, তাঁহাদের জ্ঞান এবং শিক্ষা যেমন বিশেষ, তেমনি বিচিত্র এবং বিস্তৃত হইবে। তাঁহারা বিভিন্ন ধরণের ছাত্রছাত্রীর উপযোগী বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা দিতে সমর্থ হইবেন। তবে, একথাও কমিটি স্বীকার করেন, গোড়ার দিকে বিবিধবিষয়ক বিদ্যালয়গুলিতেও বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যা খুব বেশী হইবে না।

শিক্ষার মূল উপাদান।—ছাত্রছাত্রীদের দৈহিক উন্নতি, আদর্শ গঠন, তাহাদের স্ব স্ব চিন্তাকে যুক্তি অনুসারে সাজাইয়া সুস্পষ্টভাবে মাতৃভাষায় প্রকাশ, ত্রুটিহীন জ্ঞান, অবস্থা বিশেষে মানাইয়া লওয়া, স্বাধীন চিন্তা, শিল্পকলার মধ্য দিয়া ছাত্রছাত্রীদের সৃজনী শক্তির প্রকাশ—এগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই মাধ্যমিক শিক্ষা গড়িয়া উঠিবে। ছাত্রছাত্রীদের আদর্শ গঠনের পক্ষে উপযোগী হিসাবে বিদ্যালয়ে আগাগোড়া একটি উচ্চ নৈতিক আবহাওয়া রক্ষা করিতে হইবে। সকালে বিদ্যালয়ে সারা দিনের কাজ আরম্ভ হইবার পূর্বে একটি উপাসনামূলক কার্যসূচী থাকিবে। তাহা বিদ্যালয়ের নৈতিক আবহাওয়া গড়িয়া তুলিতে বা রক্ষা করিতে সাহায্য করিবে। কেবল না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়া শিক্ষালাভের রীতিকে দূর করিতে হইবে।

উপকরণ।—প্রত্যেকটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সমবেত হইবার জন্য একটি করিয়া প্রশস্ত কক্ষ, একটি ব্যায়ামশালা (বিদ্যালয় অত্যন্ত ছোট হইলে সভাকক্ষ এবং ব্যায়ামশালা একত্রে হইলে চলিবে), একটি গ্রন্থাগার, একটি বিজ্ঞানাগার, একটি শিল্পকলাগার, অন্যান্য প্রয়োগমূলক ক্রিয়াকলাপের উপযোগী কয়েকটি কক্ষ এবং জলযোগের জন্য একটি কক্ষ বা আচ্ছাদিত মণ্ডপ থাকিবে।

ছাত্রসংখ্যা।—প্রত্যেক শ্রেণীতে, বিশেষত নিম্নশ্রেণীতে, ৩০ জনের বেশী ছাত্র থাকিবে না। পিতামাতার উপার্জনক্ষমতা হিসাবে গরীব এবং গুণী ছাত্রছাত্রীদিগকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য এবং সুযোগ দিতে হইবে।

পর্যটন, অভিযান ইত্যাদি।—বিদ্যালয় হইতে বাহিরে গিয়া ছাউনি ফেলিয়া থাকা, পর্যটনে বা কোনো অভিযানে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়গুলির ব্যবস্থা বৎসরে দুই এক বার করিতে হইবে। উহাতে বাস্তবিক জীবনের সহিত ছাত্রছাত্রীদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটিবে।

শিক্ষকদিগের মাহিনা।—বর্তমানে যে পরিমাণ পারিশ্রমিক শিক্ষকরা

পান, তাহা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে হইবে। এবং নূতন মাধ্যমিক শিক্ষার প্রবর্তনের পক্ষে উহা একান্ত প্রয়োজন।

বুদ্ধি পরীক্ষা।—বাংগালী ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধি পরীক্ষার জন্য কোনো সুনিয়মিত ব্যবস্থা নাই। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত ভাবে কিছু কিছু চেষ্টা অবশ্য হইয়াছে, কিন্তু সংঘবদ্ধভাবে কোনো ব্যবস্থাই করা হয় নাই।

মাধ্যমিক শিক্ষকদের সহযোগে শিক্ষকদের ট্রেণিং বিদ্যালয়গুলিতেই এই ধরণের কাজ শুরু করিতে হইবে। পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়গুলির বিশ্লেষণ, শিশুর বয়স নির্ণয়, এবং পরীক্ষাগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ প্রভৃতির ন্যায় প্রাথমিক বিষয়গুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষকরা সাহায্য করিবেন।

যদিও বুদ্ধির বা অন্য পরীক্ষাগুলি এখনো ত্রুটিহীন হয় নাই, তথাপি সেগুলির মূল্য রহিয়াছে। ১১+বৎসর বয়সেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কে বেশী বুদ্ধিমান এবং কে কম বুদ্ধিমান, তাহা বাছিয়া ফেলা যায়। এবং তদনুসারে শিক্ষা বা পেশা সম্পর্কে অনেকখানি নির্ভুলভাবে ছাত্রছাত্রীদিগকে নির্দেশ পরামর্শ ও দেওয়া সম্ভব হয়।

আজ পর্যন্ত আমরা ইংলণ্ডের বা আমেরিকার বুদ্ধির পরীক্ষাগুলিকে, অনেক ক্ষেত্রে একটু আধটু বদলাইয়া অনুবাদ মাত্র করিয়া, প্রয়োগ করিতেছি; পরীক্ষার মূল রীতি ও নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতেছি না। এখন আমাদের নিজেদের পরীক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কারের এবং প্রয়োগের সময় আসিয়াছে। এ বিষয়ে সরকারকেই সর্বপ্রথমে অগ্রসর হইতে হইবে। এই বিশাল ও ব্যাপক গবেষণা কার্যের জন্য অন্তত পক্ষে তিন চার বছর লাগিবে এবং ইহার আরম্ভ অবিলম্বেই শুরু করিতে হইবে।

ইংলণ্ডের শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বুদ্ধি পরীক্ষার যে সকল রীতি প্রবর্তিত করিয়াছেন, গ্রেট বৃটেনে সেগুলিকেই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা মনে করা হয়। অনুরূপভাবে, আমরা পশ্চিমবংগেও বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক, শিক্ষা-

প্রাপ্ত অভিজ্ঞ শিক্ষক এবং শিক্ষিত পিতামাতার সহযোগে বুদ্ধি পরীক্ষার এমন সব উপায় আবিষ্কার করিতে পারি, যাহার ফলে একদিন সকল ছাত্রছাত্রীকেই তাহাদের উপযোগী শিক্ষায় "সমান" সুযোগ দেওয়া সম্ভব হইবে। ট্রেণিং কলেজগুলিতে বা সরকারের তত্ত্বাবধানে স্বতন্ত্রভাবে সংঘবদ্ধ হইলে মনস্তাত্ত্বিকদের দল এই দায়িত্ব যোগ্যতার সহিত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

বুদ্ধি এবং অন্যান্য বিষয়ে সুনিয়মিত পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রছাত্রীদের ব্যক্তিগত বুদ্ধি ও শিক্ষার বাস্তবিক পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইলে, তাহাদের বয়ঃক্রম নির্ভুলভাবে জানা চাই। সুতরাং এই সুনিয়মিত পরীক্ষার জন্য নমুনা স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের সত্যকার বয়স জানা একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষাকে যখন সার্বজনীন এবং অবৈতনিক করা হইতেছে, তখন ছাত্রছাত্রী-দের জীবনের কোন স্তর অবধি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইবে, ছাত্রছাত্রীদের বাস্তবিক বয়ঃক্রম না জানিলে তাহা নির্ণয় করাও সম্ভব নহে।

জন্ম তারিখ লিখাইবার পদ্ধতিকে আমাদের দেশে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। শিশুর জন্মের এক মাসের মধ্যেই জন্ম তারিখ লিখাইতে হইবে। আরম্ভ যখন একদিন করিতেই হইবে, তখন এখন সময় হয় নাই বা উহাতে জনসাধারণের কষ্ট হইবে এই ধরণের অজুহাতে এ বিষয়ে আইন পাশ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

ইহা সত্য যে, ধনী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কোষ্ঠী, জন্মপত্রী প্রভৃতির আকারে তাঁহাদের স্ব স্ব পরিবারের জন্ম তালিকা রক্ষা করেন। কিন্তু তাহাতেও বিদ্যালয়ে ভর্তি হইবার সময় শিশুদের ঠিক বয়স পাওয়া যায় না। অনেক সময় এক বিদ্যালয় হইতে অন্য বিদ্যালয়ে স্থানান্তরিত করিবার সময় বয়স লিখাইতে ভুলচুক হয়। সুতরাং যখনই বয়স সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উঠিবে, তখনই যথার্থ বয়সের সরকারী পরিচয় পত্র দেখাইতে হইবে। যাঁহারা নিরক্ষর (দেশে ইহাদের সংখ্যাই অধিক), তাঁহাদের পক্ষে জন্ম তারিখ

লিখানো আরো অধিক প্রয়োজন। সকল শ্রেণীর লোকের মধ্য হইতে উপযুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বাছিয়া লওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য হইবে এবং সেজন্য বুদ্ধির পরীক্ষা বা অন্যান্য পরীক্ষা ব্যবহৃত হইবে। কিন্তু বয়স সম্পর্কে নির্ভুল তথ্য না জানিতে পারিলে এইরূপ পরীক্ষা করা সম্ভব নহে।

পেশা গ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশ, পরামর্শ ও সাহায্য—বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, প্রধানা শিক্ষিকা এবং অন্যান্য শিক্ষকরা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর রেকর্ড কার্ডের সাহায্যে তাহাদের ব্যক্তিগত বিশেষ গুণাবলী সম্পর্কে অবহিত হইবেন। ফলে, তাঁহারা শিশুদের পিতামাতা, অভিভাবক বা নিয়োগকর্তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারিবেন। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিচক্ষণ হইলে তিনি নিয়োগকর্তাদিগের প্রতিষ্ঠিত নিয়োগ কার্যালয়ের (Employment Bureau) সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিবেন। তাহাতে তিনি চাকরির জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং ছাত্রছাত্রীদিগের যোগ্যতা এবং ইচ্ছা অনিচ্ছা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবহিত থাকিতে পারিবেন। ইহা একান্ত আবশ্যক যে, ছাত্রছাত্রীরা যে কোনো ধরণের বিদ্যালয় হইতেই হউক না কেন, বাহির হইবার সময়, তাহারা কে কেমন মানুষ তাহার প্রমাণ-পরিচয় লইয়া যাইতে পারিবে। এই প্রমাণ-পরিচয়কে চাকরিতে নিয়োগ কর্তারাও নির্ভরযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। তাহাতে ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্তরূপে কার্যে নিযুক্ত হইবার সুযোগ পাইবে।

হাই স্কুলে নবম হইতে একাদশ পর্যন্ত শ্রেণীগুলিতে সময়ের বণ্টন

(পঠনমূলক ও বাণিজ্যবিষয়ক পাঠ)

(১) বাংলা ... ... ৫ পিরিয়ড
(২) ইংরাজী ... ... ৫ „
(৩) সমাজ বিষয়ক পাঠ ... ৩ „
(৪) সাধারণ বিজ্ঞান ... ২ „

(৫) (ক)	পাটীগণিত (নবম শ্রেণী)	২	পিরিয়ড (ক বিভাগের জন্য)।
(খ)	অংকশাস্ত্র ...	৫	„ (কেবলমাত্র খ, গ, ঘ বিভাগের জন্য)।
(৬)	প্রাচীন ভাষা ...	৪	„
(৭)	সংগীত বা চিত্রকলা ইত্যাদি	২	„
(৮)	ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদি ...	১	„
(৯)	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা ...	২	„
(১০)	বিশেষ পাঠ (২টি বিষয়ে)	১০	„
		৩৬	ঘণ্টা ('ক' বিভাগের জন্য)
		৩৯	„ ('খ' বিভাগের জন্য)

শিল্পমূলক হাই স্কুলে ৯ম—১১শ শ্রেণীগুলিতে সময়ের বণ্টন

(১)	বাংলা	৩	পিরিয়ড
(২)	প্রাচীন ভাষা	৪	„
(৩)	ইংরাজি	৪	„
(৪)	সমাজবিষয়ক পাঠ	৩	„
(৫)	অংকশাস্ত্র	৫	„
(৬)	সাধারণ বিজ্ঞান	৪	„
(৭)	যন্ত্রবিদ্যামূলক অংকন ...	৩	„
(৮)	কারখানাগত প্রয়োগ (কাঠ ও ধাতুর কাজ)	৪	„
(৯)	সংগীত ও চিত্রকলা ইত্যাদি ...	২	„
(১০)	ভজন, প্রার্থনা ইত্যাদি ...	১	„
(১১)	স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শিক্ষা ...	২	„
(১২)	বিশেষ পাঠ	৪	„
	একত্রে	৩৯	„

বিঃ দ্রঃ।—উপরে যে সময়ের তালিকা দেওয়া হইল, তাহা কেবল দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তবে কমিটি মনে করেন যে, বিদ্যালয়ে কাজের সময় সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার বেশী এবং ৩২ ঘণ্টার কম হওয়া উচিত হইবে না। ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ ইচ্ছামত পড়াশুনা, আলোচনা বা ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিমত কাজ করিবার জন্যও কয়েক পিরিয়ড থাকিবে। পিরিয়ডগুলি সমান হইবার প্রয়োজন নাই।

বয়স্ক শিক্ষার সংক্ষিপ্ত সূচী

(নিরক্ষর স্বাভাবিক বয়স্কদের অভিজ্ঞতার সহিত জড়িত আছে, এমন সকল বাস্তবিক দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষকরা শিক্ষা দিবেন।)

১। মাতৃভাষা।

(মূল শব্দ এবং মূল বাক্য ব্যবহারের রীতি। ব্ল্যাক বোর্ড, ছবি এবং অন্যান্য তালিকা ও পঞ্জীর সাহায্য লইতে হইবে।)

সাধারণ সুপ্রচলিত মূল শব্দগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সহযোগে শিখাইতে হইবে। এবং এই ভাবেই বর্ণমালার সহিত পরিচয় ঘটিবে।

সুপ্রচলিত সাধারণ সহজ শব্দের দ্বারা বাক্য গঠন।

পড়া এবং লেখা, দুই-ই এক সংগে চলিতে থাকিবে।

যুক্তাক্ষর, বড় বড় শব্দ এবং বড় বড় বাক্য শিখাইতে হইবে। তৎসহ বিভিন্ন সাময়িক বিষয় সম্পর্কে সরল দুই এক অনুচ্ছেদ রচনা। বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের ব্যবহার।

বয়স্কদের দৈনন্দিন জীবনের সহিত জড়িত এমন বিভিন্ন বিষয়ে সহজ সরল ভাষায় লিখিত ছোট গল্প এবং কবিতা ; মহাকাব্য, লোককাব্য, কৃষিকথা, জলবায়ু ইত্যাদি। খবরের কাগজ হইতে খবর পড়া। নিজে নিজে পড়িতে, স্পষ্টভাবে নিজের ভাব প্রকাশ করিতে, বা পড়া যায় এমনভাবে লিখিতে পারা।

২। পাটীগণিত

(ক) একশত পর্যন্ত গোণা ও অংকে লেখা।

(খ) ১০ × ১০ পর্যন্ত নামতা।

(গ) চারি প্রকারের সরল অংক—যোগ, বিয়োগ, গুণ ও ভাগ।

(ঘ) পাঁচ প্রকারের জটিল অংক—

(১) কড়া, গণ্ডা, পণ;

(২) টাকা, আনা, পয়সা, পাই;

(৩) ওজন ও মাপ;

(৪) সময়ের বিভাগ—সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন ইত্যাদি।

(৫) কালি কষা—বিঘা, কাঠা, ছটাক—একরকে বিঘা করা।

(ঙ) বাজারের সরল হিসাব—হিসাব রাখা, জমা খরচ।

(চ) সেরকষা, মণকষা, দাঁড়ি পাল্লার ব্যবহার।

(ছ) ভগ্নাংশ ও দশমিক।

৩। **ভূগোল**।

(ক) বয়স্কদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদিগকে মানচিত্রের সাংকেতিক চিহ্নগুলিকে বুঝাইয়া মানচিত্র সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা দিতে হইবে।

(খ) বয়স্কদের নিজেদের গ্রাম, নিজেদের জেলা এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রধান প্রধান বিষয়ে একটি মোটামোটি ভৌগোলিক ধারণা; প্রধান প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য, শিল্প, কলকারখানা, রেলপথ, পথ, নদী, সহর, বন্দর এবং আমদানি রপ্তানি এই সকল বিষয়ের উপর বেশি জোর দিতে হইবে।

(গ) পৃথিবী কি কি প্রধান অংশে বিভক্ত—ভারতীয় ইউনিয়ন এবং পরে সমগ্র পৃথিবীর কোন অংশে পশ্চিমবংগ অবস্থিত, তাহার একটি প্রাথমিক ধারণা।

৪। **পৌরবিজ্ঞান**।

(১) **স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন**—গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপালিটি,—প্রত্যেকের গঠন ও কর্তব্য—স্বাস্থ্যরক্ষণ, শিক্ষা ও

স্বাস্থ্য। গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা, জেলা,—প্রাথমিক শাসন ব্যবস্থার অংগ হিসাবে এগুলির স্থান।

(২) **সাধারণ শাসন ব্যবস্থা**।—(ক) প্রাদেশিক শাসন পরিষদ এবং আইন পরিষদ; (খ) কেন্দ্রীয় শাসন পরিষদ এবং আইন পরিষদ। (গ) দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলায় বিচার ব্যবস্থা। জুরির দ্বারা বিচার। (ঘ) রক্ষা ব্যবস্থা—শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য চৌকিদার, পুলিশ।

(৩) **ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র** ঃ—ব্যক্তি, পরিবার, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র—সেগুলির পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। (ক) রাষ্ট্রের পালন ও শাসন সংক্রান্ত দায়িত্ব। (খ) জনসাধারণের কর্তব্য, সম্প্রদায়গত জীবন এবং সমাজ-শৃংখলা। (গ) জনসাধারণের দায়িত্ব এবং কর্তব্য।

(৪) ভারতীয় গঠনতন্ত্র (নবপ্রবর্তিত):—বিশেষত ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট হইতে যে সকল বিষয়ের প্রবর্তন ঘটিয়াছে।

৫। **স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা** :—

(ক) নিম্নলিখিত বিষয়গুলির যত্ন ও পরিচ্ছন্নতা :—

(১) দেহ—চোখ, দাঁত, পরিপাক যন্ত্র।

(২) পোশাক ও বিছানা।

(৩) খাদ্য ও পানীয় জল।

(৪) যৌন স্বাস্থ্য।

(খ) (১) গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষা—গ্রামের পুষ্করিণী, জনসাধারণের মেলামেশা বা সমবেত হইবার স্থান এবং মলমূত্র ত্যাগের স্থান, এগুলির পরিচ্ছন্নতা।

(২) আবর্জনা এবং মলমূত্র ফেলিবার যথাযথ ব্যবস্থা। বৃষ্টির জল, নোংরা জল, নালা নর্দমার জল প্রভৃতির নির্গম ব্যবস্থা। নোংরা নষ্ট করা; বনজংগল ও আগাছার উচ্ছেদ।

(গ) মহামারী এবং তাহা নিবারণের উপায়—(১) সংক্রমণ—ছোঁয়াচে রোগ। (২) টীকা। ভোজ, উৎসব এবং মেলা ইত্যাদির সময়ে পরিচ্ছন্নতা এবং পূর্ব হইতে সতর্কতা।

(৩) মাছি, মশা এবং ছারপোকা ইত্যাদি হইতে বিপদ।

(ঘ) গৃহে সেবাশুশ্রূষা ও প্রাথমিক চিকিৎসা।

৬। ইতিহাস।

বিষয়গুলি কি ভাবে আলোচনা করিতে হইবে।

গল্প বা নাটকের ভংগীতে ভারতের এবং বাংলার মোটামুটি ইতিহাস বলিতে হইবে। ঘটনাগুলির বর্ণনায় যথাসম্ভব সময়ের ধারাবাহিকতা মানিয়া চলা দরকার। ইতিহাসের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিকগুলিতে জোর দিতে হইবে। সম্ভব হইলে, মানচিত্র, তালিকা, পঞ্জী, চিত্র, অনুকৃতি এবং ছায়াচিত্রের সাহায্য লওয়া চলিবে। উপরোক্ত ভাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা সম্ভব নহে, সে সকল বিষয় বাদ দেওয়াই উচিত হইবে। কোনো বিষয় খুঁটিনাটি করিয়া আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

বিষয়

ভারতবর্ষ :—

(১) আদিবাসী এবং প্রাক্-আর্য সভ্যতা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

আর্যদের আগমন।

বৈদিক যুগের জীবন যাত্রা। (প্রাচীন ভারতে নারীদের সামাজিক অবস্থা।)

(২) রামায়ণ এবং মহাভারতের গল্প।

(৩) বুদ্ধ এবং বুদ্ধের বাণী।

(৪) মৌর্য বংশ : চন্দ্রগুপ্তের কীর্তিকলাপ ; পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোক ; শিলালিপি ও তাঁহার বাণী।

(৫) বিক্রমাদিত্য এবং কালিদাসের কাহিনী।—গুপ্ত বংশের কালে এবং গুপ্ত বংশোত্তর কালের শিল্প-সংস্কৃতি।

(৬) মুসলমান বিজয়। আভ্যন্তরিক দ্বন্দ্ব কলহের ফলে কিভাবে উহা হইয়াছিল। মুসলমান শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস :—

মহম্মদ ঘোরী এবং পৃথ্বিরাজ। কয়েকজন উল্লেখযোগ্য আফগান এবং মুঘল শাসনকর্তা—শের শাহ, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহ্‌জাহান, আওরংগজেব। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও মারাঠা (শিবাজী) এবং শিখদের অভ্যুত্থান।

(৭) ইংরেজদের আগমন ও ভারত অধিকার। কিভাবে সম্ভব হইল ; কিভাবে ভারতে ইংরাজরা তাহাদের সাম্রাজ্য রক্ষা করিল ; কিভাবে ভারতে ইংরাজ শাসনের শেষ হইল।

বঙ্গদেশ

(৮ম, ৯ম ও ১০ম শতাব্দীর বাংলা।)

(৮) বিজয় সিংহের কীর্তিকাহিনী।

(৯) পালদের গল্প ; কৈবর্ত বিদ্রোহ।

(১০) সেনরাজদের কাহিনী ; বক্তিয়ার খিলজির বাংলা আক্রমণ।

(১১) মুঘলগণের আমলে বাংলার অবস্থা—বড় ভূঁইঞাগণ।

(১২) আলিবর্দী খাঁ—বর্গীর হাংগামা ; সিরাজদৌল্লা এবং ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ।

(১৩) বৃটিশ শাসন এবং ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

(ক) ১৮৫৭-এর সিপাহী বিদ্রোহ ;

(খ) স্বদেশী আন্দোলন ;—বংকিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তিলক, মিসেস বেসান্ত, মহাত্মা গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাশ, নেহেরু, সুভাষচন্দ্র, সরোজিনী নাইডু এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা।

(গ) ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতা লাভ ; ভারত-বিচ্ছেদ।

(ঘ) নয়া ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

(১৪) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস :—

(ক) প্রথম যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সম্পর্কে কতিপয় প্রাথমিক পরিচয় ; হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খৃস্টান ধর্ম, ইসলাম ধর্ম।

(খ) শ্রীচৈতন্য, বৈষ্ণব ধর্ম ; কয়েকজন বৈষ্ণব কবি।

(গ) রামপ্রসাদ এবং তাঁহার শ্যামা সংগীত।

(ঘ) রামমোহন রায় ; শ্রীরামকৃষ্ণ—বিবেকানন্দ।

(ঙ) বিদ্যাসাগর ; "বন্দেমাতরমের" ঋষি বংকিমচন্দ্র ; রবীন্দ্রনাথ ; শরৎচন্দ্র।

৭। গৃহকর্ম এবং তৎসহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

খাদ্য—খাদ্যের উপাদান সম্পর্কে সরল সহজ আলোচনা—প্রোটিন, কার্বো-হাইড্রেট্‌স ইত্যাদি ; সাধারণ বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যের খাদ্য মূল্য ; খাদ্যমূল্য অনুসারে খাদ্যের প্রস্তুতি ; অল্প মূল্যে ভালো খাদ্য।

খাদ্যপ্রাণ (ভিটামিন) :—শিশুদের পুষ্টির পক্ষে খাদ্যপ্রাণের উপযোগিতা। খাদ্যপ্রাণের অভাব এবং অসুস্থতা।

খাদ্য :—মিশ্র এবং নানাবিধ খাদ্যের গুরুত্ব ; একঘেঁয়েমির হাত হইতে নিষ্কৃতি ; খাদ্যের উপাদানে ভারসাম্য।

রোগীর পথ্য :—রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিবার সাধারণ রীতিনীতি।

(২) **রন্ধন**।—রন্ধনের রীতিনীতি। কি ভাবে দুধ হইতে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য এবং বিভিন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতে হয়। রোগী ও অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য কি ভাবে সহজ সহজ পথ্য প্রস্তুত করিতে হয়। প্রধান খাদ্যগুলি প্রস্তুত করা। খাদ্য রাখা ও পরিবেশন করা—তাহার রীতিনীতি। রন্ধন-শালায় জালানির সদ্ব্যবহার।

(৩) **বাগান করা**। বাগান করার সাজসরঞ্জাম। বাগানে এক স্থান হইতে অন্যত্র গাছ লাগানো। গাছ ঠিক ভাবে লাগানো—গর্ত খুঁড়িবার নিয়ম ইত্যাদি। ঋতু পরিবর্তন; গাছপালার উপর ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব। বাগানের বন্ধু ও শত্রুরা।

(৪) **ধোয়া কাচা**।—ধোয়া কাচার জন্য প্রস্তুতি; বাসন পত্র ধোয়া। বিভিন্ন পরিষ্কারক দ্রব্য—কিভাবে রঙিন সূতার জিনিষ ধুইতে হয়। নীল দেওয়ার সাধারণ নিয়ম। রোগীর ব্যবহৃত নোংরা পোশাকপরিচ্ছদ শোধনের উপায়। বাড়ীতে কাচা।

(৫) **সূচিকর্ম**।—পোশাক পরিচ্ছদের পরিকল্পনা—পোশাক নির্বাচনের সহজ সরল নিয়ম। ব্যক্তিত্ব, দেহের গঠন, এবং গায়ের চামড়ার রঙের সহিত মিলাইয়া, ভালো অংশগুলিকে প্রাধান্য দিয়া, বর্ণ নির্বাচন। বিভিন্ন ঋতুতে পোশাকের যত্ন; শিশুদের পোশাক সম্পর্কে স্মরণ রাখিবার মতো কতিপয় বিষয়।

* সেলাইএর যন্ত্র এবং সেগুলির ব্যবহার—যন্ত্রগুলির নির্বাচন ও যত্ন। সরল সূচিশিল্প—সূচিশিল্পে বিভিন্ন ধরণের সেলাই।

সারা বা মেরামত করা—ছেঁড়া যায়গা লুকানো; পুরাতন পোশাক হইতে নূতন পোশাক বানানো; পোশাক বদলাইয়া ফেলা; ছেঁড়া হাতা বদলানো ইত্যাদি। মেরামত শিল্প—সুন্দর নক্সা করিয়া পোড়া যায়গা, লম্বা ছেঁড়া বা ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়া অংশ সেলাই ইত্যাদি। সোয়েটার সারানো ইত্যাদি।

* কাঁথা তৈয়ার করা। ঘরে সেলাই করা এবং মাপজোক করা ; কাপড় কাটিবার সাধারণ নিয়ম কানুন।

* বোনা—স্কার্ফ, ফতুয়া ইত্যাদি।

সূতাকাটা—মিহি সূতা।

কাপড় বোনা—বিছানার চাদর ধূতি ইত্যাদি।

(৬) **গৃহস্থালি**।—গৃহ—আদর্শ বাসগৃহ—পরিপার্শ্ব ও পরিবেশ ; ভূমির উচ্চতা ; আলোবাতাসের ব্যবস্থা।

বিভিন্ন ধাতু নির্মিত গৃহস্থালির সাজসরঞ্জাম—আসবাবপত্র পরিষ্কার করা ; পালিশ ও বার্ণিশ করা। দরজা ও জানালার রঙ, পালিশ ও বার্ণিশ।

অপেক্ষাকৃত শক্ত ধরণের গৃহসজ্জা—সুরুচির গুরুত্ব—গৃহসজ্জায় বিভিন্ন অংশের সংগতি ও সামঞ্জস্য। পর্দা টাঙানো ; দরজা ও জানালার বিভিন্ন আকার অনুসারে বিভিন্ন ধরণের পর্দা। দেওয়ালের আকার ও আয়তন অনুসারে ছবি লাগানো। ফুল দিয়া সাজানো। সুরুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞানের বিকাশ।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও স্থান অনুসারে নানাবিধ আল্‌পনা। লোককলার অন্যান্য অংকন-সজ্জা।

গৃহের এবং ভাঁড়ারের ব্যবস্থা, ইত্যাদি।—গৃহের পরিচারক ও পরিচারিকা-দের সহিত উপযুক্ত ব্যবহার ; অতিথিদের আনন্দ বিধান ; গৃহস্থালির ব্যয়-সংকোচ ; বাজার করা ; নিয়মিত হিসাব রাখা ; ঘরখরচের বাজেট করা।

কৃষিকার্য, রন্ধনকার্য, পশুপালন, পক্ষীপালন ইত্যাদি বিষয়ে বাড়িতে সাহায্য করা।

রোগীর ঘরের ব্যবস্থা—রোগীর ঘরের আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম—রোগীর যত্ন—গৃহে সেবা শুশ্রূষার সাধারণ নিয়মকানুন ; শয্যা প্রস্তুত করা, শয্যা পরিবর্তন, রোগীর মুখহাত ধোয়ানো, রোগীকে স্পঞ্জ করা, ইত্যাদি ;

রোগী বা আহতকে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া।

রোগীর যত্ন—রোগীর পথ্য প্রস্তুত করা ; রোগীকে ঔষধ দেওয়া ; ডাক্তারের ব্যবহারের জন্য তালিকা রাখা। সাধারণ ঔষধের উপাদান সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ; ভেষজের ব্যবহার।

বিঃ দ্রঃ।—তারকাচিহ্নিত বিষয়গুলি কেবল মেয়েদের জন্য।

৮। কৃষিকার্য।—

[শিক্ষাদান যথাসম্ভব চাক্ষুষ অর্থাৎ চিত্রাদি প্রদর্শন দ্বারা এবং হাতে কলমে হওয়া উচিত।]

(১) গাছের বিভিন্ন অংশের কাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত প্রাথমিক ধারণা।

(২) 'বেলে', 'বেলে-দোয়াস', 'দোয়াস', 'এঁটেল-দোয়াস', 'এঁটেল' প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের মাটি। বিভিন্ন প্রকারের ফসলের পক্ষে তাহাদের উপযোগিতা।

(৩) মাটি চষিবার এবং মাটি তৈয়ার করিবার উদ্দেশ্য।

(৪) বীজ বপনের বিভিন্ন রীতি।

(৫) নিড়ানি দেওয়ার উদ্দেশ্য।

(৬) বিভিন্ন ধরণের কৃষি-যন্ত্র এবং সেগুলির ব্যবহার।

(৭) বিভিন্ন ফসল ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া লাগাইবার উপকারিতা।

(৮) প্রধান প্রধান শস্যের চাষের রীতি।

(৯) সারের গুরুত্ব—সাধারণ বিভিন্ন সারের ব্যবহার ও উপকারিতা।

(১০) পশুপক্ষীদের মলমূত্রাদির সারের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ।

(১১) পচাইয়া সার প্রস্তুতের নিয়ম।

(১২) লতাপাতা হইতে জাত সার।

(১৩) গাছপালার রোগ ও মহামারী নিবারণ।

৯। **পশুপালন।**

(১) গৃহপালিত জন্তুদের কতিপয় প্রধান জাত সম্পর্কে সাধারণ ধারণা। যথা, হরিয়ানা, মণ্টগোমারি, সিন্ধী ইত্যাদি। মহিষ এবং ছাগল সম্পর্কে-ও।

(২) গৃহপালিত পশু নির্বাচন।

(৩) তাহাদের বয়স জানা ও চেনা।

(৪) পশুদের খাদ্য—বিভিন্ন খাদ্য— বিভিন্ন পশুর জন্য খাদ্যের বিভিন্ন পরিমাণ।

(৫) পশুদের থাকিবার স্থান ও তাহার ব্যবস্থা।

(৬) পশুদের মহামারী এবং তাহা নিবারণের প্রাথমিক রীতিনীতি।

(৭) নির্মল দুগ্ধ উৎপাদন।

১০। **পক্ষীপালন।—**

(১) বিভিন্ন জাতের উল্লেখযোগ্য পালিত পক্ষী।

(২) খাদ্যের পরিমাণ ও রীতি।

(৩) পালিত পক্ষীদের তত্ত্বাবধান ও যত্ন।

(৪) পালিত পক্ষীদের মহামারী এবং তাহার নিবারণ।